হোমিওপ্যাথি মতে

গৃহ-চিকিৎসা।

ডাক্তার

শ্রীজগদীশ চন্দ্র লাহিড়ী

প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

(বহুল পরিবর্দ্ধিত।)

হোমিওপ্যাথি মতে

গৃহ-চিকিৎসা।

ডাক্তার

শ্রীজগদীশ চন্দ্র লাহিড়ী

প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

(বহুল পরিবর্দ্ধিত।)

১০১নং কলেজ ষ্ট্রীট,

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা

লাহিড়ী এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত।

মূল্য ৸৹ বার আনা।

ভূমিকা।

বঙ্গদেশের লোক যেমন দরিদ্র, তেমনি রোগে পীড়িত। দরিদ্র ও রুগ্ন বঙ্গবাসীর পক্ষে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অন্যান্য মতের চিকিৎসা অপেক্ষা যে উৎকৃষ্ট তাহা প্রায় সর্ব্ববাদী সম্মত। এই মতের চিকিৎসা অল্পব্যয় সাপেক্ষ। যাহাতে প্রত্যেক গৃহস্থ সামান্য সামান্য রোগে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উপকার পাইতে পারেন তজ্জন্য এই পুস্তক লিখিত। পিতা, মাতা বা কোন কর্ত্তৃপক্ষ এই পুস্তক দেখিয়া পরিবারবর্গের সহজ সহজ রোগ সকল চিকিৎসা করিয়া উপকার প্রাপ্ত হইলেই পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

যে সকল রোগ কঠিন ও সাংঘাতিক তাহা অতি সাবধানে পরিত্যাগ করা হইয়াছে, কারণ যাঁহাদের জন্য এই পুস্তক লিখিত, তাঁহাদের পক্ষে সেই সকল রোগ চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত। সহজ সহজ পীড়ার চিকিৎসাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য।

পরিশেষে যে সকল পুস্তকাদির সাহায্য লওয়া হইয়াছে তাহার প্রণেতাগণের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিলাম।

কলিকাতা;
৯০শে অগ্রহায়ণ, ১২৯২ সাল। } শ্রীজগদীশচন্দ্র লাহিড়ী।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

গৃহ-চিকিৎসার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচারিত হইল। যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গৃহ চিকিৎসার প্রথম সংস্করণ ফুরাইয়াছে, তাহাতে সাধারণ জনসমাজ যে ইহার আদর করিয়াছেন তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। গৃহ চিকিৎসা যাহাতে প্রত্যেক গৃহস্থের হিতকারী হয় তজ্জন্য চেষ্টার কোন প্রকার ত্রুটি করা হয় নাই। এইবারে পুস্তকের আকার বহুল বর্দ্ধিত হইল, কিন্তু মূল্য যাহা ছিল তাহাই থাকিল। অনেক গুলি পীড়ার বিবরণ ও চিকিৎসা এইবারে নূতন সন্নিবিষ্ট হইল। যাহাতে জনসাধারণ এই পুস্তক ব্যবহার করিতে পারেন তজ্জন্য ইহার ভাষা যতদূর সম্ভব সরল করা গিয়াছে। পুস্তকের মূল্য যেরূপ অল্প, উপকার তত্তুলনায় অপরিসীম। প্রত্যেক গৃহে এই পুস্তক গৃহ দেবতার ন্যায় বিরাজ করিতে দেখিলে এবং রোগ দারিদ্র্য-পীড়িত বঙ্গদেশের ইহাতে কিঞ্চিৎমাত্র উপকার দর্শিলে আমি পরিশ্রম সফল মনে করিব। ইতি

কলিকাতা,
২৮শে অগ্রহায়ণ, সন ১২৯৫ সাল। } গ্রন্থকার—

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই সংস্করণে পুস্তকের কলেবর অনেক বৃদ্ধি করা গেল। অনেক নূতন নূতন বিষয় এবং সবিস্তার চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে। আকারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যও কিছু বৃদ্ধি করা গেল। ইতি।

কলিকাতা,
১৫ই ফাল্‌গুন, সন ১২৯৯ সাল। } গ্রন্থকার—

ফোটা ফেলিবার প্রণালী।
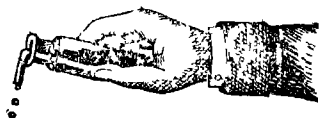
ফোটা ফেলিবার যন্ত্র একটী বক্র, লিটন, কাচখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে।

১।—এই যন্ত্রের বৃহদংশটী শিশির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া শিশিটি উপরি প্রদর্শিত প্রকারে আস্তে আস্তে কাৎ করিলে ছোট অংশটীর মুখ দিয়া ফোটা পড়িতে থাকে।

২।—একবার এক ঔষধের জন্য ঐ যন্ত্র ব্যবহার করিয়া পুনরায় অন্য ঔষধের জন্য তাহা ব্যবহার করিতে হইলে উহা সাবধানে বেশ পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিয়া লওয়া উচিত।

৩।—নলী-বিশিষ্ট ফাঁপা যন্ত্র কখন ব্যবহার করিবে না, কারণ উহার ছিদ্র এত সূক্ষ্ম যে তাহা পরিষ্কার করা যায় না।

তাপমান যন্ত্র।

(থার্মমিটার।)

তাপমান যন্ত্র কাচ নির্ম্মিত। ইহার দ্বারা জ্বরে গাত্রের তাপ পরীক্ষা করা যায়। মোটা অংশটী বগলে দিয়া ৫ মিনিট রাখিতে হয়। গাত্রের উত্তাপে তাপমানের পারা ক্রমশঃ উপরে উঠিতে থাকে। এক একটী বড় দাগকে এক এক ডিগ্রী কহে। এক একটী ক্ষুদ্র দাগ এক ডিগ্রীর পাঁচ ভাগের এক ভাগ। ৯৮.৪ বা ৯৮½ ডিগ্রী গাত্রের স্বাভাবিক তাপ। জ্বরে সেই তাপ বৃদ্ধি হয়। তাপমানের পারা যতদূর উঠে তত ডিগ্রী কহা যায়। ৯৮ ডিগ্রীর কম হইলে ভয়ের কারণ, অবশ্য কাহারও কহারও ৯৭ ডিগ্রীও স্বাভাবিক উত্তাপ থাকে। ওলাউঠায় গাত্রের তাপ কম হইয়া গিয়া ৯৫ ডিগ্রী হয়। ৯৮ ডিগ্রীর কম হইলে যেমন এক দিকে চিন্তা, তেমনি ১০৭ ডিগ্রী বা ততোধিক হইলে ভয়ের কারণ।

জ্বরে তাপ একবার পরীক্ষা করিয়া পুনরায় পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে হাতের মুঠা মধ্যে সজোরে তাপমানটী ধরিয়া সবলে ঝাকি দিয়া পারাটী স্বাভাবিক উত্তাপের দাগে অর্থাৎ ৯৮½ ডিগ্রীতে নামাইয়া লইতে হয়। তাপমান সাবধানে ব্যবহার করিবে নতুবা একটু আঘাত লাগিলেই উহা ভাঙ্গিয়া যায়।

অ

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১—জ্বর।

২—চর্ম্মরোগ সমুহ।

৩—স্নায়বিক পীড়া সমূহ।

৪—চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার রোগ সমূহ।

৫—দন্ত ও গলার রোগ সমূহ।

৬—হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসপথের রোগ সমূহ।

৭—পরিপাক যন্ত্রের রোগ সমূহ।

৮—পুরুষজননেন্দ্রিয়ের রোগ সমূহ

৯—স্ত্রীরোগ সমূহ।

১০— শিশুরোগ সমূহ।

১১—সাধারণ রোগ সমূহ।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

হোমিওপ্যাথি মতে
গৃহ-চিকিৎসা।

প্রথম অধ্যায়।

১।—হোমিওপ্যাথি।

জীবন ঈশ্বরের মহতী সৃষ্টি; স্বাস্থ্যই জীবনের পরম সুখ। স্বাস্থ্য ভগ্ন হইলে পুনঃপ্রাপ্তি এবং আজীবন যাহাতে স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন থাকে তাহারই চেষ্টা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য। দেহ পীড়িত হইলে হোমিওপ্যাথি মতের চিকিৎসা দ্বারা যেরূপ অতি সহজে পুনরায় স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্য কোন মতের চিকিৎসায় সেরূপ হয় না। এই পুস্তক পাঠ করিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে হোমিওপ্যাথি কি তাহা পাঠকবর্গের সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক। তজ্জন্য হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধীয় স্থূল স্থূল কতকগুলি বিষয় নিম্নে লিখিত হইল।

ইতিবৃত্ত।—প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে (১৭৯০ খৃঃ অঃ) মহাত্মা হানিমান কর্ত্তৃক হোমিওপ্যাথি জর্ম্মন দেশে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। হানিমানের জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে লোকে ইহার আভাসমাত্র জানিত বটে, কিন্তু হানিমানই অসীম পরিশ্রম,

স্বার্থত্যাগ ও অধ্যবসায় গুণে এই মত সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ্যে প্রচারিত ও বিজ্ঞান-সম্মত উচ্চ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রায় ৫০ বৎসর মাত্র এই নব মতের চিকিৎসা-প্রণালী ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে হোমিওপ্যাথির যেরূপ আদর ও উন্নতি হইয়াছে তাহা আশাপ্রদ।

হোমিওপ্যাথি কি?—সুস্থ দেহে কোন ঔষধ প্রয়োগে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, রোগে তৎসদৃশ লক্ষণ উপস্থিত হইলে সেই ঔষধ প্রযুজ্য। ঔষধ ও বোগের সহিত যে সম্বন্ধ তাহা নিত্য ও স্বাভাবিক; এই সম্বন্ধকে সদৃশ সম্বন্ধ বলে এই সদৃশ সম্বন্ধানুসারে চিকিৎসার নামই হোমিওপ্যাথিক বা সদৃশ চিকিৎসা। কুইনাইনে কম্পজ্বর আরোগ্য হয়, কারণ কুইনাইন সুস্থ দেহে কম্পজ্বরের সদৃশ অবস্থা উৎপন্ন করিতে পারে। এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। তোমার পেট কামড়াইয়াছে, তুমি কলোসিন্থ সেবন কর কারণ কলোসিন্থে পেট কামড়ায়। তোমার হাপানি কাসী আছে, তুমি ইপিকাক সেবন কর কারণ ইপিকায় হাপানি কাসী উৎপন্ন করে। তোমার বমন হইয়াছে, তুমি এণ্টিমনি সেবন কর কারণ তাহাতে বমন করায়।

হোমিওপ্যাথি কাল্পনিক মত নহে; ঔষধ ও রোগের মধ্যে যে নিত্য স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে তাহা, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সদৃশ সম্বন্ধ। মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় এই সদৃশ সম্বন্ধ একটী প্রাকৃ-

তিক সত্য। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাও এই সম্বন্ধের অস্তিত্ব সপ্রমাণিত হইয়াছে।

হোমিওপ্যাথির বিশেষত্ব।—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা লক্ষণানুসারে চিকিৎসা। লক্ষণের সমষ্টিই রোগ। এতদ্ব্যতীত রোগের অন্য কোন অস্তিত্ব নাই। হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-তত্ত্বে লিখিত লক্ষণের সহিত রোগীর লক্ষণ সকল প্রথমে মিলাইতে হয় এবং পরে যে ঔষধের লক্ষণের সহিত রোগীর লক্ষণসকল বেশী মিলে তাহাই প্রয়োগ করিতে হয়। যে ভেষজের লক্ষণের সহিত রোগীর লক্ষণ বেশী মিলে সেই ভেষজই বেশী ফলপ্রদ। লক্ষণসমষ্টি দূরীভূত হইলেই রোগ আরোগ্য হইল।

অমিশ্র ঔষধ।—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালী অতি সরল। এই মতের চিকিৎসায় এক সময়ে একটী মাত্র ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া হয়। অন্যান্য চিকিৎসায় বহুসংখ্যক ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করায়, উপকার দর্শিলে কোনটীতে উপকার হইল এবং উপকার না হইলে কোনটি পরিবর্ত্তন করিয়া কি যোগ করিতে হইবে, তাহা কিছুই বুঝা যায় না। শুদ্ধ তাহাই নহে; প্রত্যেক ঔষধের ভিন্ন ভিন্ন গুণ বা ক্রিয়া আছে। একত্রে বহুসংখ্যক ঔষধ মিশ্রিত করিলে পরস্পর পরস্পরের স্বাভাবিক ক্রিয়াকে বাধা দিয়া থাকে।

অল্প মাত্রা।—রোগের ও ভেষজের সম্বন্ধ সদৃশ সম্বন্ধ

বলিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অল্প মাত্রা ঔষধ ব্যবহৃত হয়। তাই বলিয়া হোমিওপ্যাথি বলিলে ঔষধের অল্প মাত্রা বুঝায় না। হোমিওপ্যাথি বলিলে রোগের সহিত ঔষধের কোন বিশেষ সম্বন্ধ বুঝায়। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে মাত্রা নামক নির্দ্দিষ্ট স্বাভাবিক কোন পরিমাণ নাই। যে পরিমাণে ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগী আরোগ্য লাভ করে, তাহাই তাহার মাত্রা। অল্প মাত্রায় ঔষধ দিয়া যদ্যপি রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয়, তবে তাহাকে অধিক মাত্রায় ঔষধ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ও হানিকর। রোগে দেহের উত্তেজনশীলতা বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য অতি অল্প মাত্র ঔষধ প্রযুক্ত হইলেও ক্রিয়া প্রকাশে সক্ষম হয়। সহজাবস্থায় কোন স্থান টিপিলে কিছুই বেদনা অনুভূত হয় না, কিন্তু স্ফোটকাদি প্রদাহ হইলে সেই স্থান সামান্য মাত্র স্পর্শে বেদনা অনুভূত হয়।

হোমিওপ্যাথি আশ্চর্য্য নহে।—হোমিওপ্যাথি আশ্চর্য্য নহে, অভিজ্ঞতার বিপক্ষেও নহে। পূর্ব্বে দেখি নাই বলিয়া কোন ঘটনা মিথ্যা হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই। বাষ্প-বলে শকট চালন, তাড়িত-বলে সংবাদ বহন, আলোক-বলে রশ্মি লিখন ইত্যাদি কেহ পূর্ব্বে শুনিলে কি বিশ্বাস করিত? বিশ্বাস না করিলেও এই গুলি আজ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই-তেছি। কল্য যাহা বিশ্বাস করি না বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম, আজ তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া লজ্জায় মস্তক

অবনত করিতেছি। মানবের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ক্রমোন্নতি সাপেক্ষ।

বিশ্বাস হোমিওপ্যাথি নহে।—বিশ্বাস বা কল্পনার উপর হোমিওপ্যাথিক ঔষধের কৃতকার্য্যতা নির্ভর করে না। মাতৃ-ক্রোড়ে অস্ফুটবাক্ অজ্ঞান শিশু, রোগ-শয্যায় জ্ঞানশূন্য প্রলাপযুক্ত রোগী, তৃণাহারী গো অশ্বাদি পশুগণ, সকলেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনে রোগের ভীষণ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতেছে। আবার যাহারা হোমিওপ্যাথি মত মোটেই বিশ্বাস করে না, তাহারাও রোগাক্রান্ত হইয়া এই চিকিৎসায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতেছে। বিশ্বাসে তাহাদিগকে আরোগ্য করে না, বরং আরোগ্যে তাহাদিগের বিশ্বাস জন্মে।

পথ্য হোমিওপ্যাথি নহে।—বিশ্বাস হোমিওপ্যাথি নহে, পথ্যের সুব্যবস্থাও হোমিওপ্যাথি নহে। পথ্যের সুব্যবস্থায় কি কখন ওলাউঠা, বাত, কাশী, আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়? সুস্থতার ব্যতিক্রমই রোগ। সুস্থতাই স্বাভাবিক অবস্থা, রোগ অনিয়ম ও অত্যাচারের বিষময় ফল। রোগের সময় তজ্জন্য যত স্বাভাবিক ভাবে অবস্থিতি করা যায়, ততই রোগ আরোগ্যের সহায়তা করে। তাই রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে গুরুপক্ক আহার, আতর গোলাপ প্রভৃতি সুগন্ধ ভোগ, জ্যোৎস্না রাত্রিতে বন-বিহার, রোশুন, পেঁয়াজ, এলাচি, কর্পূর প্রভৃতি গরম-মসলা ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

সুস্থ দেহে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।—অনেকেই উপহাস করিয়া বলেন, "তোমার এক শিশি ঔষধ আমি খাইয়া ফেলিতে পারি, তাহাতে কিছুই হয় না।" আমরাও স্বীকার করি, কিছুই হয় না। ইহা হোমিওপ্যাথির পক্ষে সুখ্যাতির কথা, না নিন্দার কথা? হোমিওপ্যাথিক ঔষধসকল কেবল রুগ্ন দেহেই ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে। রোগে দেহের উত্তেজনশীলতা সমধিক বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য সেই সময়ে অতি অল্প মাত্রায় ঔষধে ক্রিয়া প্রকাশে সক্ষম হয়। সুস্থ দেহের এরূপ উত্তেজনশীলতা গুণ থাকে না, সুতরাং এত অল্প মাত্রায় ঔষধ সুস্থ দেহের উপর কোন ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না।

এই কথা সুস্পষ্ট বুঝিবার জন্য এই স্থলে গুটি কয়েক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—সহজাবস্থায় আমরা প্রখর দিবালোকে কাজ করিতেছি তাহাতে কোন কষ্ট নাই, কিন্তু চক্ষু উঠিলে সামান্য আলোক-রেখা চক্ষু মধ্যে প্রবেশ করিলে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হয়। ঔষধ সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই; সুস্থাবস্থায় যে ঔষধ সেবন করিলে কোনও ফল দর্শে না, রোগে দেহের উত্তেজনশীলতা বৃদ্ধি হওয়ায় তাহাই অতি তীব্র ক্রিয়া প্রকাশ করে।

বালুকারাশি বা প্রস্তর খণ্ডের উপর বীজ বপন করিলে কখন অঙ্কুরিত হইয়া শস্যোৎপাদন করে না। এইরূপ স্থলে বীজ হইতে প্রচুর শস্যের আশা করা যেরূপ, সুস্থ শরীরে অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় ঔষধ সেবনে ফলাশা করাও সেইরূপ। বীজ

হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে গেলে যেমন সরস ও৺ভাল ভূমি চাই, অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় ঔষধ, হইতে ক্রিয়া প্রকাশ করিতে গেলেও তদ্রূপ সেই ঔষধের লক্ষণ সকল উপস্থিত থাকা চাই।

চুম্বকের লৌহের প্রতি যেরূপ আকর্ষণ শক্তি, ঔষধেরও রোগের প্রতি সেইরূপ আকর্ষণ শক্তি আছে। তাম্র বা রৌপ্য খণ্ডে চুম্বক স্পর্শ করাইয়া যেরূপ তাহার আকর্ষণ শক্তি নাই আমরা বলিতে পারি না, সুস্থাবস্থায় একোনাইটের ৩০ ক্রম সেবন করিয়া তাহার কোনও ফল নাই তদ্রূপ বলা যায় না। লৌহে চুম্বক সংস্পর্শ করাও, আর দ্রুত নাড়ী, প্রভৃতি লক্ষণ দেখিয়া একোনাইট প্রয়োগ কর, দেখিবে তাহাদের পরস্পরের শক্তি বিকশিত হইয়াছে।

হোমিওপ্যাথির সুবিধা।—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সুবিধা অনেক; ইহাতে রোগের ভোগ অল্প, কষ্ট অল্প, ব্যয়ও অতি অল্প। এই চিকিৎসায় বিরেচন, বমন, রক্তমোক্ষণ ইত্যাদি দুর্ব্বলকারী উপায় সকল কখনও অবলম্বিত হয় না, সুতরাং রোগীর রোগ মুক্ত হইতে বিলম্ব এবং রোগ আরোগ্য হইলেও আর ভুগিতে হয় না। অন্যান্য চিকিৎসায় রোগের যন্ত্রণার উপর ঔষধের যন্ত্রণায়, রোগের ভোগের উপর ঔষধের ভোগে ভুগিতে হয়। কি শিশু কি, বৃদ্ধ কাহারও এই ঔষধ সেবনে কষ্ট নাই; কি ধনী কি দরিদ্র কাহারও এই ঔষধের ব্যয়ভার বহনে দুঃখ নাই। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় যে

আরোগ্য সম্পন্ন হয় তাহা নিশ্চিত ও স্থায়ী। তরুণ ও পুরাতন উভয় প্রকার রোগেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ওলাউঠার ন্যায় তরুণ ও সাজ্যাতিক পীড়া বোধ হয় আর নাই। সেই ভীষণ ওলাউঠা রোগের হোমিওপ্যাথিক ভিন্ন অন্য কোন চিকিৎসা নাই।

হোমিওপ্যাথির ভবিষ্যৎ।—জয় সত্যকে অনুসরণ করে; সত্য যাহার মূল, জয় তাহার নিশ্চিত। অসংখ্য বাধা বিপত্তি হেলায় ঠেলিয়া ফেলিয়া এই নব চিকিৎসা-প্রণালী দেশ মধ্যে অতি দ্রুত বিস্তারিত হইতেছে। এখন প্রায় প্রত্যেক পল্লী গ্রামেই এক এক জন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক দেখিতে পাওয়া যায়। আগে যাঁহারা হোমিওপ্যাথির নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠিতেন, এখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হোমিও-প্যাথির বন্ধু। এই অল্প সময়ের মধ্যে হোমিওপ্যাথির যেরূপ আদর ও বিস্তার হইয়াছে তাহাতে আশা করা যায় যে, অচিরাৎ ইহা দেশ মধ্যে একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা-প্রণালী বলিয়া পরিগণিত হইবে।

২।—স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

রোগ হইলে ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা উহা নিবারণ করা অপেক্ষা, রোগ না হইতে দেওয়াই কর্ত্তব্য। রোগ আমাদিগের পাপ ও অত্যাচার, এবং শারীরিক নিয়ম পালনে অজ্ঞতা ও অক্ষমতার বিষময় ফল। সর্ব্বসাধারণেরই স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাবলী অব-গত হইয়া তদনুসারে কার্য্য করা উচিত। স্বাস্থ্যরক্ষার

নিয়ম পালন করিলে অনেক সময় রোগের ভীষণ হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায়, শরীর সবল ও সতেজ হয় এবং অকালমৃত্যু অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। তজ্জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার স্থূল স্থূল বিষয়গুলি এই স্থলে লিখিত হইল।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগ সংখ্যাও আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। মানুষের আদিম ও প্রাকৃতিক অবস্থায় পীড়ার গতি এত বিস্তৃতপ্রসব ছিল না। যত আমরা সভ্যতাভিমানে স্ফীত হইতেছি, ততই বিবিধ প্রকার কঠোর পীড়াসকল আসিয়া সমাজে প্রবেশ পূর্ব্বক, মানুষের সুখস্বচ্ছন্দ কাড়িয়া লইয়া, তৎপরিবর্ত্তে দুঃখ, শোক ও বিষণ্ণতা ছড়াইয়া দিতেছে। আমাদের জীবন যেমন সভ্যতার উন্নতির সহিত ক্রমশঃ স্বাভাবিক হইতে অস্বাভাবিকে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, আমাদেরও তদনুযায়ী কৃত্রিম উপায় সকল অবলম্বন করিয়া দেহের সুখস্বচ্ছন্দ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমরা অধুনা এই কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে বীতশ্রদ্ধ ও অলস বলিয়াই আমাদের দেশে আজ কাল সুস্থকায় লোক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নানাপ্রকার কার্য্যের অনুরোধে আমরা দেহের চালনা বন্ধ করিয়া সদত কেবল মস্তিষ্কের চালনাই করিয়া থাকি। শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে আমাদের কৃত্রিম-ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য জানিয়াও আমাদের দেশের কয়জন ব্যক্তি নিয়মিতরূপ কৃত্রিম ব্যায়াম করিয়া থাকেন?

আহার।

আহার ভিন্ন জীবন ধারণ হয় না। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতৃস্তন্য পান করে, ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি সহকারে শারীরিক পুষ্টিসাধনার্থ বহুল পরিমাণে বিবিধ দ্রব্য আহার করিয়া বর্দ্ধিত, সবল এবং পূর্ণায়তন হয় এবং পরিশেষে যখন এই আহার-ক্ষমতা হ্রাস হইয়া আইসে তখনই জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়।

আহারীয় সামগ্রী উদরসাৎ হইলে যাহাতে উহা সত্বরেই পরিপাক হইয়া দেহে সমীকৃত হয় তজ্জন্য দুইটী প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইযা থাকে। প্রথম রন্ধন, দ্বিতীয় চর্ব্বণ। আহারের উদ্দেশ্য ভুক্তপদার্থ জীর্ণ ও রক্তের সহিত একভূত হইয়া শরীরের দৈনিক অপচয় পূরণ করে। যে আহার জীর্ণ হয় না তাহাতে শরীরের অপচয় রক্ষা হওয়া দূরে থাকুক, নানাবিধ ব্যাধি আনয়ন করে। তজ্জন্য রন্ধন যাহাতে সুচারুরূপে ও সরল ভাবে সম্পন্ন হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অধিক পরিমাণে ঘৃত, গরম মসলা, পেঁয়াজ প্রভৃতি প্রতিনিয়ত ভোজন করিলে উদরাময় ও পরিপাক শক্তি হ্রাস হয়। আহারীয় দ্রব্য অতি ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া খাওয়া উচিত। আহারীয় পদার্থ উত্তমরূপে চর্ব্বিত না হইলে উহা মুখের লালার সহিত সম্যক সংমিশ্রিত হইতে পারে না সুতরাং পরিপাকের ব্যাঘাত করে। আজকাল যে অম্লের পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাড়াতাড়ি ভোজন তাহার একটী কারণ।

আমাদের প্রধান খাদ্য চাউল। চাউল পরিষ্কার হওয়া উচিত। দুই বেলা অন্নাহারের পরিবর্ত্তে রাত্রিতে রুটি খাওয়া মন্দ নহে, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া প্রদেশে অনেকের মতে রাত্রিতে অন্নের পরিবর্ত্তে রুটি খাওয়া ভাল। ভাত অপেক্ষা রুটি অধিকতর পুষ্টিকর। ময়দা অপেক্ষা আটার রুটি ভাল, কারণ উহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভূষী মিশ্রিত থাকায় উহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে। পীড়িত ব্যক্তিকে এরূপ গুরুপাক রুটি দেওয়া উচিত নহে।

ডাউল, তরকারি ও শাকাদি আমাদের খাদ্যের প্রধান উপকরণ। রোগীকে কলাইয়ের ডাউল দেওয়া বিধেয় নহে। মুগ, মসুর, বুট ও মটর উৎকৃষ্ট ডাউল। ডাউল আমাদিগের পক্ষে বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য, কারণ ইহাতে মাংসজাতীয় যবক্ষারজ পদার্থ অন্যান্য খাদ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণে অবস্থিত। পেটের পীড়ায় ডাউল কুপথ্য।

মৎস্য উৎকৃষ্ট খাদ্য। কই, মাগুর প্রভৃতি রোগীর উত্তম পথ্য। মৎস্যের ঝোলে রক্ত বৃদ্ধি করে। রোগীকে বড় ও খোসাযুক্ত মৎস্য যথা চিংড়ি প্রভৃতি খাইতে দেওয়া নিষিদ্ধ। এই সকল মৎস্য গুরুপক্ক।

তরকারির মধ্যে অনেকগুলি পুষ্টিকর ও সুখাদ্য। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যেখানে অমিশ্র মাংসাহার প্রচলিত, সেখানেও কেবল মাত্র মাংসের পরিবর্ত্তে তরিতরকারির ভাগ অধিক খাওয়ার জন্য ঘোর আন্দোলন হইতেছে। আলু, পটল, কাঁচাকলা,

মানকচু, কাঁঠালবীজ, থোড়, ডুমুর প্রভৃতি তরকারির মধ্যে উৎকৃষ্ট। সময়ে সময়ে, তিক্ত পদার্থ খাওয়া ভাল; পলতার ঝোল অতিশয় উপকারী। শাকজাতীয় পদার্থ অতিরিক্ত খাওয়া উচিত নহে, তবে উহাতে ক্ষারজাতীয় পদার্থ থাকায় সময়ে সময়ে শাক আমাদের শরীরের প্রয়োজনে লাগে। রোগীর পক্ষে শাক কুপথ্য। ফলের মধ্যে কতকগুলি সুখাদ্য ও উপকারী। আম্র, নারিকেল, কাঁঠাল, কলা, কালজাম, পেঁপে, বেল প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। নারিকেল শুষ্ক হইলে গুরুপাক হয়। কাঁঠাল অধিক খাইলে পেটের পীড়া জন্মে।

দুগ্ধ অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য। জগতের মধ্যে দুগ্ধ ভিন্ন আর এমন কোন পদার্থ নাই, যাহাই খাইয়া মানুষ চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। দুগ্ধের মধ্যে আমাদের শরীরের আবশ্যকীয় উপকরণ সকল অতি সুন্দর ভাবে বিমিশ্রিত আছে। গো-দুগ্ধই আমাদের দেশে প্রচলিত; দুগ্ধ এত উপকারী ও আবশ্য-কীয় পদার্থ বলিয়া আমাদের দেশে গরু পূজনীয় দেবতা। আমাশয় ও কাশ রোগে ছাগদুগ্ধ উপকারী। শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন্য দুগ্ধ যেমন উপকারী ও সহজে পরিপাক হয় এমন কিছুই নহে। যখন মাতৃস্তনে দুগ্ধ না থাকে তখন গর্দ্দভদুগ্ধ বা গোদুগ্ধে জল মিশাইয়া খাইতে দেওয়া যায়। অনেক সময় দুগ্ধ দ্বারা সংক্রামক পীড়া সকল নানা স্থানে সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়। দুগ্ধ হইতে নানাবিধ উৎকৃষ্ট ও পুষ্টি-

কারক পদার্থ সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মাখন, ঘৃত, ছানা, ডাল।

আমাদের দেশে আজ কাল মাংসের দিন দিন অধিক ব্যবহার দেখা যাইতেছে। মাংস উৎকৃষ্ট খাদ্য বটে, কারণ উহা সহজে পরিপাক হইয়া অল্প আহারে অধিক পুষ্টি সাধন করে। মাংস এত উৎকৃষ্ট খাদ্য হইয়াও দুইটি কারণে উহা হইতে বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে। প্রথম, যথেচ্ছা মাংস ভোজন। অনেক সময়ে বাজারের বিক্রীত মাংস যে অতিশয় অখাদ্য পদার্থ তাহার আর কাহারও অবিদিত নাই। ইংলণ্ডে এই যথেচ্ছা মাংসাহার হেতু যে সমস্ত ভীষণ ও বিকট পীড়া সকল দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দুদিগের মাংসাহারের অনেক প্রকার নিয়ম থাকায় সে সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়, গুরুপাক মাংস রন্ধন। আমাদের কেমন দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বাস কেন ভ্রম, যে মাংস খাইতে হইলে উহাতে ঘি, মসলা, পেঁয়াজ প্রভৃতি পদার্থের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। এরূপ গুরুপক্ক পদার্থ যে অপকারী হইবে তাহার আর বিচিত্র কি?

দুইবার প্রধান আহার ও দুইবার জলযোগ করিলেই যথেষ্ট। জলযোগে অধিক মিষ্টান্ন ব্যবহার দূষণীয়। জলযোগকালে ফল মূল এবং অবস্থানুসারে লুচি, কচুরী, গজা, মুড়ি, চিঁড়ে-ভাজা, খই প্রভৃতি উত্তম। আহারের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে ও যথোপযুক্ত আহার করিলে অনেক সময়ে অনেক পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

আহারের পর দন্ত ও মুখ বেশ পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। দাঁতে কোন ভুক্ত পদার্থ সংলগ্ন থাকিলে মুখে দুর্গন্ধ হয় ও দাঁত নষ্ট করে। দাঁতের সমুচিত সঞ্চালন হয় না বলিয়া আজ কাল এত অল্প বয়সে দাঁত পড়িয়া যাইতে দেখা যায়। সকলের পক্ষেই দাঁতন করা উপকারী, বিশেষ যাহাদের দাঁতের গোড়া শিথিল ও সহজেই রক্ত পড়ে তাহাদের পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যকীয়।

জল।

প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার জল ভিন্ন জীবন রক্ষা হয় না। পরিষ্কার জলের অভাব বশতঃ আজ কাল পীড়ার, বিশেষত ওলাউঠা প্রভৃতি ভীষণ সংক্রামক রোগ সকলের, এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ভাল পরিষ্কার পুষ্করিণী দেশে নাই বলিলেও হয়—পূর্ব্বকালের সরোবর সকল কতক শুকাইয়া গিয়াছে, কতক অপরিষ্কার হইয়া পীড়ার প্রধান আকর হইয়া উঠিয়াছে। নদীর জল পাওয়া গেলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বর্ষাকালে নদীর জল যদিও ঘোলা হয় বটে কিন্তু উহা অল্প আয়াসেই পরিষ্কার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কূপের জল ব্যবহার হইয়া থাকে। যে পুষ্করিণীতে সর্ব্বদা স্নান এবং বস্ত্রাদি ধৌত করা হয় সে পুষ্করিণীর জল পানের জন্য ব্যবহার করা উচিত নহে। পানীয় জলের জন্য পৃথক পুষ্করিণী থাকা উচিত। যেখানে অধিক পরিমাণে পরিষ্কার জল দুষ্প্রাপ্য, সেখানে কূপোদক বা অন্য কোন জল সিদ্ধ করিয়া পরে বালি ও কয়লা

দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এই রূপ নিয়মে ও সাবধানে থাকায় অনেককে ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠার মধ্যে থাকিয়াও রোগ হইতে মুক্ত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

বায়ু।

জলের ন্যায় পর্য্যাপ্ত পরিষ্কৃত বায়ু জীবন রক্ষার প্রধান উপায়। পরিশুদ্ধ বায়ু অতি সুলভ; আমরা একটু চেষ্টা করিলেই উহা বিনা ব্যয়ে যথেষ্ট পরিমাণে পাইতে পারি। জীব, জন্তু, বৃক্ষাদি পচিয়া ও নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা সদাসর্ব্বদা বায়ু দূষিত হইতেছে এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কৃত বায়ুর সহিত অনবরত বিমিশ্রিত হইয়া দোষ শূন্য হইতেছে। কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেরই প্রতিদিন পরিষ্কার বায়ু সেবন কর্ত্তব্য। দরিদ্রেরা সদাসর্ব্বদা বহির্দ্দেশে ও মাঠে কাজ কর্ম্ম করে বলিয়া তাহাদের পরিষ্কার বায়ু সেবনে অভাব হয় না। আমাদের দেশে এক ঘরে ও এক শয্যায় বহু লোক শয়ন করা, ঘরের ভিতর পরিষ্কার বায়ু গমনাগমনের জন্য উপযুক্ত দ্বার ও জানালা না রাখা বিশেষ কুপ্রথা। প্রত্যেক ব্যক্তি নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১৪ ঘনফুট বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে; ইহা বুঝিয়া এক ঘরে বহু লোক শয়ন করিতে দেওয়া উচিত। হিমের ভয়ে আবার আমাদের দেশে অনেককেই গৃহের দ্বার জানালা, এমন কি ক্ষুদ্র ছিদ্রটী পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া পুত্র পৌত্রাদি বহু পরিবার সহ এক ঘরে শয়ন করিতে দেখা যায়। এই ঘরের বায়ু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা

বিষবৎ হইয়া উঠে। এরূপ স্থলে ঘরের রুজু রুজু অন্ততঃ দুইটি জানালা খুলিয়া দিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

বাস গৃহ শুষ্ক ও পরিষ্কার হওয়া উচিত। শয়ন গৃহ ভিজা ও সেঁৎ সেঁতে হইলে বাত, কাশী প্রভৃতি কঠিন পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ব্যায়াম।

ব্যায়ামে শরীর সবল ও রোগশূন্য এবং মন স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট হয়। দীর্ঘ জীবনের জন্য ব্যায়াম অত্যাবশ্যকীয়। বিনা পরিশ্রমে মাংসপেশী সকল শিথিল হইয়া পড়ে, রক্ত সঞ্চালন মন্দীভূত হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া অতি ধীরে সম্পন্ন হইতে থাকে। আলস্যই রোগের মূল; তাই আমাদের দেশের ধনবান্ ব্যক্তিসকল এক একটি রোগের হাসপাতাল বিশেষ। ব্যায়ামে শরীরের পেশীসকল পরিপুষ্ট, দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়, রক্তসঞ্চালন ও শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বর্দ্ধিত হইয়া দেহের দোষাবহ পদার্থ সকল ঘর্ম্ম দ্বারা দূরীভূত এবং পরিপাক শক্তির উন্নতি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

যাহার যেরূপ ব্যায়াম ও পরিশ্রম সহ্য হয়, তাহার সেই রূপ ব্যায়াম করা উচিত। ভ্রমণ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যায়াম, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক ও সহজ। সকল অবস্থার ও সকল বয়সের লোকেই যথেষ্ট পরিমাণে ভ্রমণ করিয়া শরীরের উপযুক্ত ব্যায়াম সাধনে সক্ষম। এতদ্ব্যতীত অশ্বারোহণ, দৌড়ান, সন্তরণ, মুগুরভাঁজা ও কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়াম ভাল।

ক্লান্ত ও দুর্ব্বল শরীরে ব্যায়াম করা উচিত নহে। রুগ্ন ব্যক্তিদিগের সাবধানে ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। তাহাদিগের পক্ষে ক্লান্তিজনক ভ্রমণ ও প্রবল বায়ুতে গমন নিষিদ্ধ। আমাদের দেশের লোক একটু বয়স্থ হইলেই ব্যায়াম করা লজ্জার বিষয় মনে করেন কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ অন্যায়; বরং বয়োবৃদ্ধি সহকারে আমাদের শরীরের যান্ত্রিক ক্রিয়া সকল যেমন মন্দা হইতে থাকে এবং বহির্দ্দেশের পরিশ্রমজনক কর্ম্ম অল্প হইয়া গৃহের মধ্যে কার্য্য ও মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি হইতে থাকে, তেমন কৃত্রিম ব্যায়াম অবলম্বন করিয়া শরীর তেজশালী ও মন প্রফুল্ল রাখা কর্ত্তব্য।

পরিধেয়।

বিবিধ পরিচ্ছদ সভ্যতার সহচর। শীতাতপ হইতে শরীরকে রক্ষা করাই পরিধেয়ের মূল উদ্দেশ্য। ঋতু পরিবর্ত্তন অনুসারে সাবধানে পরিধেয় পরিবর্ত্তন করা উচিত। আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশ; আমাদের দেশে সর্ব্বদা গরম বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত রাখা আবশ্যক হয় না। সর্ব্বদা গরম বস্ত্র যথা ফ্লানেল, মোজা ইত্যাদি দ্বারা শরীর ঢাকিয়া রাখিলে শরীরের শীতসহনের স্বাভাবিক শক্তি হ্রাস হইয়া পড়ে; সুতরাং অতি সামান্য কারণেই সর্দ্দি, কাশী, গলায় বেদনা প্রভৃতি পীড়া হইয়া থাকে।

বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমীদিগের অপেক্ষা রুগ্ন ও দুর্ব্বলের এবং যুবা পুরুষদিগের অপেক্ষা বৃদ্ধ ও শিশুদিগের শরীররক্ষার্থ

অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বস্ত্র আবশ্যক। আবার হিমের ভয়ে অতিরিক্ত সাবধানতা এবং তজ্জন্য সর্ব্বদা ফ্লানেল ব্যবহার ও গৃহের দ্বার জানালা আবদ্ধ রাখাও দুষণীয়। গ্রীষ্মকালে কার্পাস বস্ত্র ও শীতকালে অবস্থানুসারে গরম বস্ত্র ব্যবহার বিধেয়।

আমরা আমাদের দেশের একটি কুপ্রথার উল্লেখ এখানে না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যেরূপ বস্ত্রই ব্যবহৃত হউক না কেন, উহা সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকা কর্ত্তব্য। সভ্যতার জ্বালায় আমাদিকে যখনই ঘরের বাহির হইতে হয়, তখনই শরীর আবৃত করিয়া বাহির হইতে হয়। গ্রীষ্মকালে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া কাপড়ে যেরূপ দুর্গন্ধ ও ময়লা হয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সাধারণতঃ অবস্থা মন্দ বলিয়া উহা অন্ততঃ সপ্তাহে সপ্তাহেও রজক দ্বারা ধৌত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং ঐ দুর্গন্ধময় বস্ত্র বহু দিন ব্যবহার করিতে করিতে যে শরীর পীড়িত হইয়া পড়িবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? এরূপ স্থলে প্রতিদিন পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার জলে কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অপরিচ্ছন্নতা ও অনাচার আমাদের দেশে দিন দিন যেন বৃদ্ধি হইতেছে।

স্নান।

স্নান করা উচিত ইহা বড় একটা আমাদের দেশে কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হয় না। স্নানে শরীর সুস্থ, শীতল ও পরিষ্কার হয়, চর্ম্মের ছিদ্র সকল উন্মুক্ত থাকে, শরীরের দুর্গন্ধ দূর এবং শীত সহ্য করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়।

নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ে শরীর নিমগ্ন করিয়া স্নান করা অতি উত্তম। প্রতিদিন আহারের ন্যায় স্নানেরও সময় নির্দ্দিষ্ট রাখা কর্ত্তব্য। স্নানের পূর্ব্বে আহার করা উচিত নহে। দুর্ব্বলের ও রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে শীতল জলে স্নান নিষিদ্ধ। তাহাদের পক্ষে জল ঈষৎ উষ্ণ করিয়া লইয়া স্নান করা বিধেয়। সুস্থ শরীরের পক্ষে প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে শীতল জলে স্নান করা কর্ত্তব্য।

শারীরিক পরিশ্রমের পর শ্রান্তি বোধ হইলে বিশ্রাম না করিয়া স্নান করা উচিত নহে। ঘর্ম্মাক্ত দেহে স্নান করাও অবিধেয়। স্নানের পর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য। স্নানের পূর্ব্বে গাত্রে তৈল মর্দ্দন অতি উপকারী, বিশেষতঃ কাশরোগীর পক্ষে ইহা অতি আবশ্যকীয়।

যাঁহাদের প্রায়ই সদাসর্ব্বদা সর্দ্দি লাগিয়া বা কাশী হইয়া থাকে, তাঁহাদের পক্ষে শীতল জল অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। যাহাতে শীতল জলে স্নান সহ্য হয় তদ্বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

স্নান আমাদের দেশে, বিশেষতঃ হিন্দুদিগের নিত্য কার্য্য। পূর্ব্বে ধর্ম্মের নামে অনেক শারীরিক স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী প্রতিপালিত হইত। স্বাস্থ্যের অনুরোধে হিন্দুর দৈনিক সকল কার্য্যই ধর্ম্ম-সংসৃষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শিক্ষাদোষে আজ কাল ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতেছে, অথচ শারীরিক নিয়মাবলীর আবশ্যকতা ও উৎকৃষ্টতা অদ্যাপি জনসাধা-

রণের বিশেষ উপলব্ধি হয় নাই। সুতরাং এক্ষণে স্নান, আহার, পরিধেয় সম্বন্ধীয় শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের বহুবিধ কুফল দৃষ্ট হইতেছে।

৩।—হোমিওপ্যাথিক ঔষধসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সমুদায় বিশ্বস্ত ও রসায়ন-শাস্ত্রজ্ঞ ঔষধ বিক্রেতার নিকট ক্রয় করা কর্ত্তব্য। এই ঔষধে অশিক্ষিত ব্যবসায়ীগণ আমাদের চক্ষুর অগোচরে নানা প্রকার কৃত্রিমতা করিয়া থাকে। প্রতারকগণ এক ঔষধের পরিবর্ত্তে অন্য ঔষধ দিয়া থাকে। এইরূপ প্রবঞ্চনা হেতু হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সুফলের অনেক হানি হয় এবং অনেক সময়ে চিকিৎসকগণ নিন্দার ভাগী ও রোগী প্রাণ হারাইয়া থাকে। এইরূপ প্রবঞ্চকের হাত হইতে সকলেই সাবধান থাকিবেন।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধসকলের তিন প্রকার আভ্যন্তরিক ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রথম টিংচার বা আরক, দ্বিতীয় গ্লোবিউল ও পিলিউল বা ছোট ও বড় বটিকা এবং তৃতীয় ট্রাইটুরেশন বা চূর্ণ। ঔষধের গুণ সকলেরই প্রায় সমান।

প্রথম, টিংচার বা আরক। বৃক্ষলতাদির মূল, পত্র, বল্কল, ফল প্রভৃতি এল্কোহলে ভিজাইয়া অমিশ্র আরক বা মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। এই মাদার টিংচারের এক ফোঁটা লইয়া উহাতে ৯ ফোটা এল্কোহল মিশাইলে ফাষ্ট ডেসিমাল ডাইলুসন্ (প্রথম দশমিক ক্রম) এবং ৯৯ ফোটা এল্কোহল

মিশাইলে ফাষ্ট সেণ্টেসিম্যাল্ ডাইলুসন্ (প্রথম শততামক ক্রম) প্রস্তুত হয়। এই প্রথম দশমিক বা শততমিক ক্রমের এক ফোঁটা লইয়া উহাতে ৯ ফোঁটা বা ৯৯ ফোঁটা এল্কোহল মিশাইলে যথাক্রমে দ্বিতীয় দশমিক বা দ্বিতীয় শততমিক ক্রম প্রস্তুত হয়। এইরূপে তৃতীয়, চতুর্থ, ১০০, ২০০ প্রভৃতি বহুবিধ ক্রম (ডাইলুসন) প্রস্তুত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়, গ্লোবিউল বা ক্ষুদ্র বটিকা ও পিলিউল বা বড় বটিকা। গ্লোবিউল শর্ষপের ন্যায় এবং পিলিউল মটরের ন্যায় দেখিতে। দুগ্ধ শর্করা বা পরিষ্কৃত চিনি দ্বারা এই বটিকা সকল প্রথমে প্রস্তুত হয়, পরে যে ঔষধ দেওয়া আবশ্যক তাহার আরকে উত্তম রূপে ভিজাইয়া লইতে হয়। গার্হস্থ্য চিকিৎসায় এবং যেখানে ভাল জল পাওয়া যায় না সেখানে বটিকা বিশেষ উপকারী। বটিকা বিদেশ ভ্রমণ কালে সঙ্গে রাখিতে ও সেবন করিতে বিশেষ সুবিধা। যত্ন করিয়া রাখিলে বটিকা বহু দিবস নষ্ট হয় না।

তৃতীয়, ট্রাইটুরেশন বা চূর্ণ। যে সমস্ত দ্রব্য অতিশয় কঠিন এবং সহজে এল্কোহলে দ্রব হয় না, যথা স্বর্ণ, লৌহ, তাম্র প্রভৃতি ধাতু ও অন্যান্য পদার্থ, তাহা দুগ্ধ শর্করার সহিত খলে চূর্ণ করিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে হয়। এই ট্রাইটুরেশন প্রস্তুত করিতে বিশেষ পরিশ্রম ও সাবধানতার আবশ্যক।

অকৃত্রিম ঔষধ।—ঔষধ কর্তৃক রোগ আরোগ্যের আশা

করিতে হইলে ঔষধ সকল উৎকৃষ্ট ও অকৃত্রিম হওয়া আবশ্যক। আজ কাল যেরূপ যেখানে সেখানে ঔষধালয় হইতেছে, তাহাতে অকৃত্রিম ঔষধ পাওয়াই দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে। যাহাদের চিকিৎসা ব্যবসা নহে এবং যাহারা ঔষধ প্রস্তুত-করণ বিষয়ে অজ্ঞ, তাহাদিগের নিকট হইতে কখনই ঔষধ ক্রয় করা কর্ত্তব্য নহে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকরণে রসায়ন জ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, ধর্ম্মভয় ও সত্ততা থাকা একান্ত আবশ্যক। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাহ্যিক দেখিয়া ঔষধের দোষগুণ কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। অসৎ ব্যক্তিরা এক ক্রমের পরিবর্ত্তে অপর ক্রম প্রায় সর্ব্বদাই দিয়া থাকে। সমস্ত ঔষধ অনেকের ঘরেই নাই; তজ্জন্য এক ঔষধের পরিবর্ত্তে অন্য ঔষধ দিতেও ক্রুটি করে না। অতএব সকলেই সাবধানে, বিশেষ জানিয়া শুনিয়া, বিশ্বাসযোগ্য ঔষধ বিক্রেতার নিকট হইতে যেন ঔষধাদি ক্রয় করেন। ঔষধের দোষে হোমিওপ্যাথির অনেক স্থলে নিন্দা হইয়াছে আমরা জানি।

ঔষধপূর্ণ বাক্স।—প্রত্যেক গৃহস্থেরই একটী করিয়া ঔষধপূর্ণ বাক্স ও এক খানি করিয়া পুস্তক থাকা কর্ত্তব্য। ঔষধের বাক্সে ঔষধ ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য রাখা উচিত নহে। ঔষধের বাক্স 'চাবি বন্ধ করিয়া আলোক, তীব্র-গন্ধ প্রভৃতি হইতে দূরে রাখা কর্ত্তব্য। একটী শিশি হইতে ঔষধ লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা কর্ক দ্বারা আবদ্ধ করিবে; এক শিশির

ঔষধ বা কর্ক অপর শিশিতে পরিবর্ত্তন করিবে না। অযত্নে ঔষধ রাখিলে অচিরাৎ তাহার গুণ নষ্ট হইয়া যায়।

ঔষধ ব্যবহারের নিয়ম।—ক্ষুদ্র বা বড় বটিকা জিহ্বার উপর শুষ্ক দিলেই চলিতে পারে। আরক হইলে তাহা পরিষ্কার জলেব সহিত মিশাইয়া লইযা খাইতে হয়। কি করিযা ঔষধের ফোটা ফেলিবে তাহাব চিত্রময় প্রতিরূপ পুস্তকের প্রারম্ভে প্রদত্ত হইয়াছে। যে পাত্রে ঔষধ প্রস্তুত করিবে তাহা বেশ পরিষ্কাব, গন্ধশূন্য হওয়া চাই; কাচের, চীনা মাটীর, পাথরের বা মৃত্তিকার পাত্রেতে ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারা যায়। ঔষধ প্রস্তুত কবার পর তাহা একখানি কাগজে বা পাথরের পাত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখিযা দিবে। ঐ পাত্র হইতে আর একটী ছোট পাথরের বাটী বা কাচের চামচে ঔষধ ঢালিযা লইয়া রোগীকে খাইতে দিবে; সেই বাটী বা চামচ ঔষধেব পাত্রের মধ্যে কখনও ডুবাইও না। প্রত্যেক বার ঔষধ সেবনের পব ঐ ছোট বাটী বা চামচ জল দিযা ধৌত করিয়া রাখিবে। প্রত্যেক বার প্রত্যেক ঔষধের জন্য পৃথক ২ পাত্র হইলে ভাল হয়। সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহারের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়।

সময়।—দুইবার ঔষধ সেবনের পক্ষে প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল উৎকৃষ্ট সময়। পুরাতন রোগে এই দুই সময়ে ঔষধ সেবন করিলে যথেষ্ট। তিনবার ঔষধ সেবন আবশ্যক

হইলে আহারের ২।৩ ঘটা পরে দুই প্রহরের সময়ে এক মাত্রা ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। ওলাউঠা প্রভৃতি নতন ও সাংঘাতিক রোগে রোগের প্রকৃতি অনুসারে ঔষধ প্রযুজ্য।

মাত্রা।—প্রথমতঃ কোন ডাইলুশন বা ক্রম ব্যবহার করিতে হইবে তাহা স্থির করা আবশ্যক। ইহা স্থির করিতে বহু অভিজ্ঞতা চাই। সাধারণতঃ তরুণ পীড়ায় নিম্ন ও মধ্য ডাইলুসন যথা ১ম, ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ও ১২শ এবং পুরাতন পীড়ায় ৩০শ ১০০, ২০০ বা ততোধিক ডাইলুসন ব্যবহৃত হয়। পূর্ণ বয়স্ক রোগীর পক্ষে ১ ফোটা আরক, যে ডাইলুসন হউক না কেন, এক কাঁচ্চা পরিষ্কার জলে মিশাইয়া এক বার খাইতে দিতে হয়; বয়সের অল্পতা অনুসারে এক ফোটা দুই বার বা চারিবার ভাগ করিয়া দিতে হয়।

ক্ষুদ্র বটিকা ৪টা এবং বড় বটিকা ১টা বা ২টা এবং ট্রাইটু-রেশন বা চূর্ণ এক গ্রেণ মাত্রা মুখে ফেলিয়া দিয়া খাইতে হয়। বালকদিগের পক্ষে ইহার অর্দ্ধ ও শিশুদিগের পক্ষে ইহার সিকি মাত্রা। বটিকা জলে দ্রব করিয়াও খাইতে দেওয়া যায়।

মাত্রার পুনঃ প্রয়োগ।—প্রয়োজনানুমত এবং পীড়ার গতি অনুসারে কখন প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর, কখন দিন ২।৩ বার এবং কখন বা সপ্তাহে, এক বার মাত্র ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া হয়। ওলাউঠা, আক্ষেপ, ক্রুপ প্রভৃতি কঠিন পীড়ায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বা ১৫ মিনিট অন্তর ঔষধ দেওয়া গিয়া থাকে।

পুরাতন রোগে যত অল্প ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, ততই ভাল। ঔষধে উপকার দর্শিলে মাত্রা কমাইয়া দিয়া ক্রমশঃ বন্ধ করিয়া দিবে।

হোমিওপ্যাথি মতে দুই বা ততোধিক ঔষধ একত্র মিশাইয়া খাওয়া নিষিদ্ধ। যখন একটী ঔষধে সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া না যায়, তখন দুইটী ঔষধ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পর্য্যায় ঔষধ প্রয়োগ যত কম করা যায় ততই ভাল।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সকল অতি পরিষ্কার গন্ধশূন্য, এবং যেখানে রৌদ্রের তাপ লাগে না এরূপ স্থানে রক্ষা করিবে। কর্পূর প্রায় সকল ঔষধেরই প্রতিষেধক, তজ্জন্য যে ঘরে ঔষধ রাখিবে সে ঘরে কর্পূর রাখা নিষিদ্ধ। ঔষধ সেবন কালে পরিষ্কার জলে এবং পরিষ্কার কাচ, মৃত্তিকা অথবা পাথরের পাত্রে ঔষধ প্রস্তুত করিবে এবং তখন কোন প্রকার তীব্র মসলা বা গন্ধযুক্ত পদার্থ, অম্ল, কর্পূর ব্যবহার করিবে না। ঔষধ সেবনের এক ঘণ্টা পরে ও এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কিছু খাওয়া বা ধূম পান নিষেধ।

বাহ্য প্রয়োগের নিমিত্ত অমিশ্র মূল আরক ব্যবহৃত হয়। ঐ অমিশ্র মূল আরক হইতে কখন লোশন, কখন লিনিমেণ্ট, কখন বা মলম প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৯ ভাগ পরিষ্কার জল, অলিভ বা নারিকেল তৈল অথবা মাখমে এক ভাগ অমিশ্র মূল আরক মিশাইলে যথাক্রমে লোশন, লিনিমেণ্ট অথবা মলম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

নিম্নে সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় কয়েকটী ঔষধের তালিকা প্রদত্ত হইল। তাহাতে যে যে ক্রম উল্লিখিত হইল তাহাই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ পীড়ায় যে বিশেষ বিশেষ ক্রম আবশ্যক তাহা সেই স্থলেই লিখিত হইবে।

প্রধান প্রধান ঔষধসমূহের তালিকা।

ঔষধ	ক্রম	ঔষধ	ক্রম
অরম্	৬	কালি-আইয়ড	৩
আর্সেনিক্	৬,৩০	কালি-বাইক্রমিকম	৬
আর্ণিকা	৩	কল্চিকম্	৬
আইরিস্	৬	কালি-হাইড্রো	৬
আর্টিকা	৬	কফিয়া	৩
ইপিকা	৩	ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব	৬
ইউফ্রেসিয়া	৩	কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস	৬,৩
ইগ্নেসিয়া	৩	কলোসিন্থ্	৬
একোনাইট	৬	কলিন্সোনিয়া	৬
এণ্টিমনিয়ম-টার্ট	৬	ক্যানাবিস্	৩
এণ্টিমনিয়ম-ক্রুড	৬	ক্যান্থারিস্	৬
এসিড্ নাইট্রিক্	৩	ককুলস	৩
এসিড্ ফস্ফরিক্	৬	চায়না	৬
এপিস্	৬	জেল্সিমিনম্	৩
ওপিয়ম	৩	ডিজিটেলিস	৩
ক্যামমিলা	৬	ড্রসেরা	৬

ঔষধ	ক্রম	ঔষধ	ক্রম
ডক্কামারা	৬	লাইকোপোডিয়ম	৬
নক্সভমিকা	৬,৩০	সাইলিসিয়া	৬,৩০
পল্‌সাটিলা	৬	সল্‌ফর	৬,৩০
পডোফাইলম্	৬	সিপিয়া	৬
ফসফরস	৩	সিনা	৩,২০০
বেলেডনা	৩	সিকেলি	৬
ব্রাইওনিয়া	৬,৩০	সিমিসিফিউগা	৩
ভেরাট্রম-এল্বম	৬	স্যাবাইনা	৩
ভেরাট্রম-ভিরিডি	৬	স্পঞ্জিয়া	৩
মার্কুরিয়স-কর	৬,৩০	ষ্ট্রামোনিয়ম্	৬
মার্কুরিয়স-সল্	৬	ষ্টাফিসেগ্রিয়া	৬
মার্কুরিয়স আইয়ড	৬	হেপার-সল্	৬
মস্কস্	৬	হাইড্রেসটিস্	৩
রসটক্স	৩	হামামেলিস্	৩
লেকেসিস্	৬	হায়োসায়েমাস	৬

অত্যাবশ্যকীয় ২৪টী ঔষধের নাম।

ঔষধ	ক্রম	ঔষধ	ক্রম
১—আর্সেনিক	৬	৪—একোনাইট্	৩
২—আর্নিকা	৬	৫—ক্যামমিলা	৬
৩—ইপিকা	৬	৬—কফিয়া	৩

ঔষধ	ক্রম	ঔষধ	ক্রম
৭—ক্যালকেরিয়া-কার্ব	৬	১৬—ব্রাইওনিয়া	৬
৮—কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস্	৬	১৭—ভেরাট্রম্	৬
৯—চায়না	৬	১৮—মার্কুরিয়স-সল	৬
১০—জেলসিমিনম্	৩	১৯—রসটক্স্	৩
১১—ড্রসেরা	৬	২০—সলফর	৬
১২—নক্সভমিকা	৬	২১—সাইলিসিয়া	৬
১৩—পল্সাটিলা	৬	২২—স্পঞ্জিয়া	৩
১৪—ফসফরস্	৩	২৩—সিনা	৬
১৫—বেলেডনা	৩	২৪—হেপার-সল্	৬

বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ ।

আর্নিকা ক্যালেণ্ডুলা

ক্যান্থারিস্ আর্টিকা

হামামেলিস্ লিডম্

রুবিণির স্পিরিট ক্যাম্ফর।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

১—অনিদ্রা ।

অনেক সময়ে ইহা কোন না কোন রোগের সহকারী লক্ষণ। বহু দিন ধরিয়া অনিদ্রা থাকিলে শীঘ্রই মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া সাংঘাতিক ফল উৎপন্ন হয় ।

চিকিৎসা—বেলেডনা—ঘুমাইবার অত্যন্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও ঘুমাইতে পারে না। সন্ধ্যাকালে নিদ্রালু বোধ হয় কিন্তু ঘুম হয় না। মানসিক উদ্বেগ, অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা এবং ভয়প্রদ দৃশ্য বশতঃ অনিদ্রা।

কফিয়া—মানসিক চিন্তা বা উত্তেজনা থাকিলে কিম্বা বহু দিন রোগীর সেবাশুশ্রূষায় রাত্রি জাগিয়া হইলে। অকারণে শিশুদিগের অনিদ্রা।

জেলসিমিনম—সাধারণ অনিদ্রায় ব্যবহৃত হয়।

ইগ্নেসিয়া—কফিয়ার পরে কোন কোন সময়ে ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ উত্তেজনার পরে অবসাদ হইলে কিম্বা নিদ্রিতাবস্থায় অত্যন্ত অস্থিরতা থাকিলে। শোক, চিন্তা, বিষন্নতা বশতঃ অনিদ্রা।

নক্সভমিকা—অত্যন্ত মনোনিবেশ, মানসিক চিন্তা, রাত্রি জাগিয়া পাঠ বা পরিপাক শক্তির হ্রাসবশতঃ হইলে। সকালে সকালে শয়ন করে, রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত বেশ নিদ্রা হয়, ৩ টার সময় জাগিয়া উঠে, ৫টা পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকে, তখন আবার নিদ্রা যায় ও বেলা পর্য্যন্ত ঘুমায় কিন্ত তাহাতে তৃপ্তি বোধ হয় না।

পল্‌সাটিলা—পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মিলে বা রাত্রিতে অতি ভোজন করিলে। কিছুতেই ঘুম হয় না এবং শুইতেও ইচ্ছা করে না।

সহকারী উপায়—সন্ধ্যাকালে স্নান বা শীতল জলে গা

মোচা, শয়ন-গৃহে বায়ু চলিতে দেওয়া, অধিক রাত্রিতে অধিক আহার পরিত্যাগ, নিদ্রার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে মন স্থির ও শান্ত রাখা, প্রত্যুষে উঠা, কঠিন শয্যায় শয়ন করা, যথোপযুক্ত পরিশ্রম ও ব্যায়াম করা অত্যাবশ্যক। যাহাদের রাত্রিতে নিদ্রা হয় না তাহাদের উচ্চ বালিসে শয়ন করা উচিত নহে। নিদ্রা না হইলে কোন একটি ভাল বিষয়ে গাঢ় মনঃসংযোগ করিতে থাকিলে সহজেই নিদ্রা আইসে।

২—অঞ্জনি।

লক্ষণ—চক্ষুর পাতার কিনারায় স্ফোটকের ন্যায় হইয়া অত্যন্ত বেদনা ও যন্ত্রণা হয়। পূঁজ বাহির হইয়া গেলেই উপশম বোধ হয়।

চিকিৎসা।—পল্‌সাটিলা—প্রধান ঔষধ, বিশেষতঃ নিম্ন পাতার অঞ্জনিতে। অঞ্জনি হইবা মাত্র এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে আর পূঁজ হইতে বা পাকিতে পায় না। অত্যন্ত প্রদাহ থাকিলে পলসাটিলার পূর্ব্বে দুই এক মাত্রা একোনাইট দেওয়া যাইতে পারে।

ষ্টাফিসেগ্রিয়া—উভয় পাতারই অঞ্জনি, বিশেষতঃ উপর পাতায়। যদি প্রায়ই সদাসর্ব্বদা অঞ্জনি হয় এবং না পাকিয়া শক্ত হইয়া থাকে। সলফার দিলেও পুনঃ পুনঃ অঞ্জনি হওয়া নিবারিত হয়।

গ্রাফাইটিস।—পুনঃ পুনঃ অঞ্জনি, পাতার কিনারায় ক্ষত।

মাত্রা।—তরুণাবস্থায় এক ফোঁটা ঔষধ এক কাঁচ্চা

জলে দিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা সেবনীয়।০ পুরাতন অবস্থায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় দিন দুই বার ঔষধ ব্যবস্থা।

সহকারী উপায়—প্রথমে গরম জলের সেক দিবে; একটু বড় হইলে পুল্টিস লাগাইবে। পাকিয়া আপনি না ফাটিয়া গেলে ছুঁচ দিয়া একটু গালিয়া দিবে। বান্ধিয়া রাখিয়া চক্ষুকে বিশ্রাম দিবে ও আলোক হইতে রক্ষা করিবে।

৩—অপাক।

জীবন অগ্নিশিখার ন্যায়। ইন্ধন ভিন্ন অগ্নিশিখা জ্বলে না; খাদ্য ভিন্ন জীবন-শিখা নির্ব্বাণ হইয়া যায়। অগ্নি হইতে উত্তাপ দেহ হইতেও উত্তাপ নির্গত হয়। এই উত্তাপ সংরক্ষণ ও দেহের সদত ক্ষয়পূরণ প্রভৃতি কারণে খাদ্যের প্রয়োজন। যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া দ্বারা আমাদের আহার্য্য বস্তু সকল রক্তে পরিণত হইয়া শরীরকে পরিপুষ্ট করে, সেই পরিপাক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিলে যে পীড়া জন্মে তাহারই নাম অপাক।

লক্ষণ—অবস্থা ভেদে অপাকের নানারূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত লক্ষণ গুলি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

ক্ষুধামান্দ্য, পেটফাঁপা, গা বমি বমি, তিক্ত, অম্ল বা দুর্গন্ধময় উদ্গার, জিহ্বা অপরিষ্কার, মুখ বিস্বাদ, বুক জ্বালা, মাথাধরা, পেট বেদনা, আহারে অনিচ্ছা, আহারের পর অত্যন্ত ক্লেশ বোধ, কখন কোষ্ঠবদ্ধ, কখন বা উদরাময়।

কারণ—অপরিমিত আহার, গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, মদ্যপান, অসম্পূর্ণ চর্ব্বণ ও তাড়াতাড়ি আহার, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, যথোপযুক্ত ব্যায়ামের অভাব, রাত্রি জাগরণ, ঠাণ্ডা লাগা, অনবরত পারিবারিক ও সাংসারিক চিন্তা, প্রভৃতি নানাবিধ কারণে অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই পীড়ার চিকিৎসার সময়ে ঐ সমস্ত কারণগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে। পীড়ার কারণ দূরীভূত না করিয়া হাজার ঔষধ প্রয়োগেও কোন ফল দর্শে না।

চিকিৎসা—তরুণ অবস্থায়—নক্সভমিকা, পল্‌সাটিলা (গুরুপক্ক, ঘৃতপক্ক বা তৈলাক্ত পদার্থ খাইয়া), আইরিস (বমি, পেটের পীড়া ও মাথাধরা), আর্সেনিক, কলো-সিন্থ (অম্ল ও ফল খাইয়া); হাইড্রাসটিস (পাকস্থলীর অক্ষমতা)।

পুরাতন অবস্থায়—নক্সভমিকা, পলসাটিলা, হেপার সলফর, ব্রাইওনিয়া, কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস, ক্যালকেরিয়া, সল্‌ফর, মার্কুরিয়স।

শিশুদিগের—ক্যালকেরিয়া, ইপিকা, মার্কুরিয়াস, নক্স-ভমিকা পলসাটিলা।

বৃদ্ধদিগের—কার্ব্ব-ভেজ, নক্স-মশ্চেটা, ব্যারাইটা।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের—আর্সেনিক, ফেরাম, ইপিকা, ল্যাকেসিস, ক্রিয়াজোট, ফসফরাস, পলসাটিলা।

মানসিক অবস্থা হেতু—নক্সভমিকা (কার্য্য চিন্তা বশতঃ);

ইগ্নেসিয়া (শোকবশতঃ); একোনাইট ; চায়না বা নক্সভমিকা (রাত্রিজাগরণ বশতঃ)।

শরীর ক্ষয়কারী নিঃসরণ, যথা উদরাময়, রক্তস্রাব ও পুঁজ নির্গমন বশতঃ—চায়না, এসিড ফস্‌ফরিক্, ফসফরস, কার্ব্ব-ভেজ, ক্যালকেরিয়া। ঠাণ্ডা লাগিলে—একোনাইট, আর্সেনিক্, মার্কুরিয়স্, পল্‌সাটিলা।

অতি বা অনিয়মিত ভোজন হেতু—এণ্টিম-ক্রুড, ইপিকা, নক্স, পলসাটিলা। মদ্য পান হেতু—কার্ব্ব-ভেজ, ল্যাকেসিস, নক্স, সলফার। চা পান হেতু—ফেরাম বা থুজা। তামাক খাওয়া হেতু—ককুলাস, ইপিকা, নক্স, পল্‌সাটিলা।

ক্ষুধামান্দ্য—ক্যালকেরিয়া, চায়না। অতিরিক্ত ও অনিয়মিত ক্ষুধা—চায়না, সিনা। বমনোদ্রেক—ইপিকা, এণ্টিমনি-ক্রুড্। হিক্কা—নক্সভমিকা, জেলসিমিনম্, আর্সেনিক। মুখে জলউঠা—ব্রাইওনিয়া, লাইকোপোডিয়ম, নক্সভমিকা।

নক্সভমিকা—প্রাতঃকালে মুখে পচা বা তিক্ত আস্বাদ ; সর্ব্বদা অম্ল উদ্গার ; পেটে বেদনা ও ভারী বোধ ; আহারের পর পেটে কামড়ানী ও ভার ; মুখে জলউঠা বিশেষতঃ মদ্যপায়ীদিগের ; মল অত্যন্ত কঠিন—বাহ্যের সর্ব্বদা চেষ্টা হয়, কিন্তু কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। যাহারা মদ খায়, অপরিমিত আহার করে, অত্যন্ত ভাবে ও বসিয়া বসিয়া কাজ করে তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত।

পল্‌সাটিলা—মেদ ও তৈলাক্ত পদার্থ ভক্ষণ হেতু

অপাক ; জিহ্বা শ্বেত বা হলুদবর্ণ ক্লেদযুক্ত ; প্রাতঃকালে মুখ বিস্বাদ ; আহারের পর উদ্গার ; মুখ দিয়া জলউঠা ; পেট কামড়ানি ; তরল মলত্যাগ, বিশেষতঃ রাত্রিতে। মৃদু-প্রকৃতির স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এই ঔষধ উত্তম।

ব্রাইওনিয়া—অত্যন্ত গরমের পর ঠাণ্ডা জল খাইয়া হইলে ; খাদ্যে অনিচ্ছা, এমন কি তাহার গন্ধ পর্য্যন্ত অসহ্য ; আহারের পর পাকস্থলীতে বেদনা ও ভারী বোধ ; সকল দ্রব্যেরই তিক্ত আস্বাদ বোধ হয় ; অত্যন্ত মাথাধরা ; কোষ্ঠবদ্ধ ; মল শুষ্ক ও কঠিন।

লাইকোপোডিয়ম—দুর্ব্বল রোগীদিগের অপাক ; বিলম্বে জীর্ণ হয় ; আহারের পর নিদ্রালুতা ; পেট ফাঁপা ; বাহ্যে পরিষ্কার হয় না। পেট ফাঁপা ও কোষ্ঠবদ্ধে লাইকোপোডিয়ম এবং পেট ফাঁপা ও উদরাময়ে কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস উপকারী।

আর্সেনিক—ফল ও অম্লদ্রব্য খাইয়া ; খাওয়ার পর বমনোদ্রেক ও বমন ; পেটে জ্বালা বোধ ; অত্যন্ত জল পিপাসা, অনেকবার একটু একটু জল খাওয়া ; অস্থিরতা ; পেটে পাথর চাপান ন্যায় ভারী বোধ।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব—কোমরে কিছুই আটিয়া রাখিতে পারে না ; মুখে অম্ল আস্বাদ ; অম্ল বমন ; মাথাধরা ; উদরাময় ; অল্প পরিশ্রমেই শ্রান্তি বোধ ; কাশী ও দুর্ব্বলতা।

সলফর—এই ঔষধ পুরাতন অবস্থায়, বিশেষতঃ অর্শ থাকিলে নক্সভমিকার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়।

অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগের সময়েও মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ এক এক মাত্রা দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

মাত্রা।—প্রতিদিন দুইবার করিয়া।

সহকারী উপায়—এই পীড়ার চিকিৎসায় নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঔষধ ব্যবহার করিবে :—

১ম।—উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া ধীরে ধীরে আহার করিবে; খাদ্য দ্রব্য লালার সহিত সম্পূর্ণরূপে বিমিশ্রিত ও দন্তদ্বারা পিষ্ট হইয়া চূর্ণীকৃত না হইলে সহজে পরিপাক হয় না। যেমন তাড়াতাড়ি কোন কাজ সুসম্পন্ন হয় না, তাড়াতাড়ি ভোজনও তেমনি পরিপাক ক্রিয়ার প্রধান বিঘ্নকারী।

২য়।—আহারের সময় ও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট রাখা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে ক্ষুধা অনুসারে যথোপযুক্ত আহার করিবে।

৩য়।—উদর পূর্ণ করিয়া খাওয়া অবিধেয়। ইহাতে পাকাশয়ের রসের নির্গমন ও ভুক্ত পদার্থের সহিত বিমিশ্রণের হানি হয়।

৪র্থ।—সহজে পরিপাক হয় অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করিবে। এবিষয়ে বিশেষ কোন নিয়ম উল্লেখ করা এক রূপ অসম্ভব। যাঁহার যে দ্রব্য সহ্য হয়, তাঁহার সেই দ্রব্য ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

৫ম।—পানীয় দ্রব্যের মধ্যে পরিষ্কৃত শীতল জল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। মদ্যপানাদি একবারে নিষিদ্ধ; ইহাতে অপকার

ব্যতীত কোনই উপকার দর্শে না। ভোজনের সময় অতিরিক্ত জল পান দূষনীয়,—অতিরিক্ত জলপানে পাকস্থলীর উত্তাপ হ্রাস ও উহার রস অধিক জল মিশ্রিত হইয়া অধিকতর তরল হওয়ায় উহার ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে। আমাদের ধাতুতে অধিক বরফ খাওয়াও এই কারণে দূষনীয়।

৬ষ্ঠ।—আহারের সময় মানসিক অবস্থার উপর পরিপাক ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে; তজ্জন্য দুঃখিত, শোকার্ত্ত, রাগান্বিত, বিরক্ত অন্তঃকরণে ভোজন করা অন্যায়। প্রফুল্ল মনে ও স্থির ভাবে পরিবারস্থ আত্মীয় স্বজনের সহিত একত্র বসিয়া গল্প ও কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে আহার করা কর্ত্তব্য।

৭ম।—পূর্ণ আহারের পরক্ষণই কঠিন মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম অবিধেয়। তদ্রূপ অত্যন্ত পরিশ্রান্তির পরই আহার করা অন্যায়। তাড়াতাড়ি ভাত মুখে দিয়াই দৌড়াদৌড়ি স্কুলে বা আফিসে যাওয়ায় আজকাল এত অজীর্ণ রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠা, শীতল জলে স্নান, নিয়মিত পরিশ্রম ও ব্যায়াম, প্রফুল্লতা ও আমোদ, শারীরিক স্বাস্থ্য বিধানের প্রধান উপকরণ।

৪—অর্শ।

লক্ষণ—মলদ্বারের শিরা স্ফীত ও চর্ম্ম শক্ত হইয়া বলি উৎপন্ন হয়। মলদ্বারের ভিতর হইলে তাহাকে অন্তর্ব্বলি এবং বাহিরে হইলে বহির্ব্বলি কহে। ঐ বলি হইতে কখন রক্ত পড়ে, কখন পড়ে না। বলি কখন একটী, কখন বা অনেক

গুলি একত্র থোকা করা হয়। এই বলিসকলের মধ্যে চুলকানি, খোঁচাবেঁধা, দপদপানি, টনটনানি, জ্বালা প্রভৃতি নানা প্রকার কষ্ট অনুভূত হয়। কখন বাহ্যের সঙ্গে, কখন ফোটা ফোটা এবং কখন বা অতি প্রচুর রক্তস্রাব হয়।

চিকিৎসা—সাধারণ অর্শ—নক্সভমিকা, সলফার, পডোফাইলম। কোষ্ঠবদ্ধ বশতঃ অর্শ—সলফর, ইস্কুলস, নক্সভমিকা, কলিন্সোনিয়া, কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস। গর্ভাবস্থায় অর্শ—এলোজ, কলিন্সোনিয়া, নক্সভমিকা। রক্তস্রাবযুক্ত অর্শ—হামামেলিস, সলফর (কাল্চে রক্ত); ইস্কুলস, একোনাইট, এলোজ (প্রচুর রক্তস্রাব); চায়না (প্রচুর রক্তস্রাবের পর)। রক্তস্রাব হয় না—পর্য্যায়ক্রমে নক্সভমিকা ও সলফর। অত্যন্ত বেদনা—একোনাইট। জ্বালা ও চুলকানি —ক্যাপসিকম, আর্সেনিক। রস পড়ে, রক্ত পড়ে না— মার্কুরিয়স, ইস্কুলস, পলসাটিলা। অর্শ পাকিলে—মার্কুরিয়াস।

একোনাইট—যদি অত্যন্ত বেদনা, প্রদাহ, লাল বর্ণের রক্তস্রাব থাকে। অর্শের টাটানিতে ইহা উপকারী।

আর্সেনিক—অত্যন্ত বেদনা, অসহ্য জ্বালা ও দুর্ব্বলতা থাকিলে। মদ্যপায়ীদিগের অর্শ।

কলিন্সোনিয়া—পুরাতন অর্শ, তৎসঙ্গে অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ। অধিক রাত্রিতে বৃদ্ধি, প্রাতে হ্রাস।

হামামেলিস—বেদনা ও রক্ত স্রাব। প্রচুর রক্ত স্রাবে ইহা উপকারী। স্বল্প রক্তস্রাবে অধিক দুর্ব্বলতা।

হাইড্রেসটিস—যখন কোষ্ঠবদ্ধই প্রধান উপসর্গ হইয়া উঠে।

নক্সভমিকা—যাহারা কেবল বসিয়া থাকে ও অতি পুষ্টি-কারক দ্রব্য সদত ভক্ষণ করে তাহাদের অর্শে উপকারী; মদ্যপায়ী; কোষ্ঠবদ্ধ কিন্তু বারে বারে মলত্যাগের ইচ্ছা; হারিস বাহির হয়।

সলফার—পুরাতন অর্শে ইহা অতি উপকারী ঔষধ। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ।

নক্সভমিকা ও সলফর্—ইহা অর্শের অব্যর্থ মহৌষধ। এক ফোটা সলফর প্রাতঃকালে এবং নক্সভমিকা রাত্রিতে শয়নকালে এক সপ্তাহকাল ব্যবস্থা; পরে ৪।৫ দিন বন্ধ রাখিয়া আবার ঔষধ ব্যবহার করিবে।

সহকারী উপায়—মাংস এবং সর্ব্বপ্রকার গরম মসলা, লঙ্কা মরিচ প্রভৃতি উষ্ণ দ্রব্য আহার নিষিদ্ধ। প্রত্যহ শীতল জল ব্যবহার, যথানিয়মিত পরিশ্রম, অপাচ্য ভক্ষণ পরিত্যাগ অত্যাবশ্যক। যাহাতে কোষ্ঠ সরল থাকে এরূপ আহারই উত্তম, তজ্জন্য অর্শ-রোগীর পক্ষে জলযোগ কালে ফলমূল ভক্ষণ উপকারী। প্রত্যহ রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে বাহ্যে যাওয়া অর্শ-রোগীর পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম। স্নান আহারের সময় নির্দ্দিষ্ট রাখা অর্শ-রোগীর পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য।

৫—অত্যান্ত রজঃস্রাব।

লক্ষণ—ইহা কোন কোন সময়ে সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। ঋতুর সময়ে এবং তদ্ভিন্ন অন্য সময়েও জরায়ু

হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে। অতিরিক্ত রক্তক্ষয় বশতঃ রোগী দুর্ব্বল, হস্ত পদ শীতল ও শাদা বর্ণ, চক্ষু বসিয়া যায়, কর্ণে তালা লাগে, দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মে এবং পরিশেষে মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা—পুষ্টকায় ব্যক্তির প্রবল রক্তস্রাব—বেলেডনা, ফেরাম, প্লাটিনা, স্যাবাইনা।

দুর্ব্বলদিগের রজঃস্রাব—চায়না, সিকেলি।

গর্ভাবস্থায়, প্রসবের বা গর্ভস্রাবের পর রক্তস্রাব—বেলে-ডনা, ক্যামমিলা, ফেরাম, প্লাটিনা, স্যাবাইনা, ইপিকা। ঋতু বন্ধ হইবার সময়ে রক্তস্রাব—পলসাটিলা, ল্যাকেসিস, প্লাটিনা।

ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব—নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে অতিরিক্ত পরিমাণে এবং অধিক কাল স্থায়ী রজঃস্রাব; রক্তস্রাবের পূর্ব্বে স্তন ফুলা ও বেদনা; মাথাধরা ও পেটে বেদনা।

বেলেডনা—প্রচুর উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত, উহা অতিশয় গরম বোধ হয়। চক্ষু মুখ রক্তবর্ণ, নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত, রক্তে দুর্গন্ধ। প্রসবের পর রক্তস্রাব।

ক্যামমিলা—কাল চাপ চাপ রক্ত, মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল লাল-বর্ণ তরল রক্ত। স্রাব কখন থাকে না, কখন আবার হয়। শীতল বায়ুর জন্য ইচ্ছা।

ক্রকাসভমিকা—কাল চাপ চাপ রক্ত; রক্তস্রাব প্রথমে থামিয়া আবার হয়; রক্তস্রাবের ঠিক পূর্ব্বেই পেটে খিলধরার ন্যায় বেদনা, বমনোদ্রেক, মাথাধরা, কোষ্ঠবদ্ধ, বারে বারে বাহ্যে যাওয়ার চেষ্টা।

স্যাবাইনা—অত্যন্ত অধিক রজঃস্রাব; রক্তস্রাবের পূর্ব্বে প্রসবের ন্যায় বেদনা ; রক্ত লাল বর্ণ। অল্প নড়িলে চড়িলেই স্রাব হয়।

সিকেলি—দুর্ব্বল ও রক্তহীন রোগীর পক্ষে এই ঔষধ উত্তম। রক্ত কৃষ্ণবর্ণ ও তরল। বৃদ্ধ বয়সে ঋতু বন্ধ হইবার সময় অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে এই ঔষধ ইপিকার সহিত পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া যায়।

চায়না—রক্তাল্পতা ; কাল জমাট থাকিয়া থাকিয়া বাহির হয় ; অত্যন্ত রক্তস্রাব বশতঃ দুর্ব্বলতা,কানে তালা ধরে, মূর্চ্ছা যায়, হাত পা ঠাণ্ডা, মুখ ও হাত নীলবর্ণ। অত্যন্ত অধিক রক্তস্রাবে সিকেলির সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়। জরায়ুর দুর্ব্বলতা বশতঃ রক্তস্রাব।

আর্ণিকা—রক্ত উজ্জ্বল লাল বর্ণ কিম্বা জমাট বান্ধা ; অধিক পরিশ্রম, পতন বা আঘাতজনিত পীড়া হইলে এই ঔষধ উৎকৃষ্ট।

সহকারী উপায়—সকল প্রকার মানসিক চিন্তা ও উদ্বেগ, পরিশ্রম এবং ভ্রমণ একবারে নিষিদ্ধ। রক্তস্রাব নিবারণের জন্য পৃষ্ঠের নীচে বালিস দিয়া পাদদেশ উচ্চ ও মস্তক প্রদেশ নীচ করিয়া রোগী নিস্তব্ধ ভাবে চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিবে। অতিরিক্ত রক্তস্রাবে শীতল জল পান, সর্ব্ব-শরীর শীতল রাখা, পায়ে, পৃষ্ঠদেশে ও তলপেটে শীতল জল প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। কোন প্রকার উষ্ণ দ্রব্য ব্যব-

হার নিষিদ্ধ। যাহাদের অত্যন্ত অধিক রজঃস্রাব হয়, তাহাদের কিছুকাল স্বামী-সহবাস ত্যাগ করা আবশ্যক। ঋতুর সময়ে স্বামী-সহবাস দোষে অনেক সময়ে এই পীড়া জন্মে।

৬—আঙ্গুলহাড়া।

লক্ষণ—ইহা অতি কষ্টদায়ক পীড়া। আঙ্গুলের অগ্রভাগে প্রদাহ হইয়া পূঁজ জন্মে। উত্তাপ, অসহ্য বেদনা, দপ্‌দপানি, লালবর্ণ প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। আঙ্গুল হইতে সমগ্র হাত বেদনাযুক্ত হয়।

চিকিৎসা—আঘাত লাগিয়া—লিডাম। পূঁজ জন্মিবার পূর্ব্বে—হেপার, ল্যাকেসিস; পরে—সাইলিসিয়া, সলফার।

সাইলিসিয়া—আঙ্গুলহাড়ার একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগের সূত্রপাত হইতেই এই ঔষধ তিন ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়। সূত্রপাতে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে আর পূঁজ হইতে পারে না। প্রথমে শুদ্ধ সাইলিসিয়া ব্যবহারে অনেক সময় পীড়া দমন হইতে দেখা গিয়াছে। অত্যন্ত জ্বর প্রভৃতি থাকিলে একোনাইট ও সাইলিসিয়া পর্য্যায়ক্রমে দিবে।

আর্সেনিক—যখন স্ফীত স্থান কাল্‌চে্‌বর্ণ, অত্যন্ত জ্বালা বা দুর্গন্ধযুক্ত।

একোনাইট ও বেলেডনা—জ্বর, প্রদাহ, মস্তিষ্ক লক্ষণ প্রভৃতি থাকিলে এই দুইটীর মধ্যে একটী প্রয়োগ করিতে হয়। অত্যন্ত বেদনা, প্রদাহিত স্থান রক্তবর্ণ, দপ্‌দপানি, পিপাসা, অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণে এই দুই ঔষধ পর্য্যায়ক্রমেও ব্যবহৃত হয়।

মার্কুরিয়স—রোগের অনেক সময় দেওয়া যায়। রাত্রিকালে অসহ্য বেদনা ও ধীরে ধীরে পূঁজ হইলে এই ঔষধ উত্তম।

হেপার সলফার—পূঁজ জন্মিলে এই ঔষধ উত্তম।

ফ্লুরিক এসিড—মৃতহাড় থাকিলে ইহা বাহির করিয়া দেয়।

নিবারণের উপায়—এপিসে নিবারণ না হইলে সলফার; মার্কুরিয়াসে না হইলে ল্যাকেসিস; সাইলিসিয়ায় নাহইলে ফ্লুরিক এসিড। পূঁজ জন্মিবার পূর্ব্বে নাইট্রিক এসিড জলে মিশাইয়া আঙ্গুলে লাগাইলে আঙ্গুলহাড়া মূলেই বিনষ্ট হয়। ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব সেবনে পুনঃ পুনঃ হওয়া নিবারণ হয়।

সহকারী উপায়—রোগের সূত্রপাত মাত্রই অঙ্গুলি গরম জলে বার বার ডুবাইয়া রাখা ও হাত নীচু করিয়া না রাখিয়া উচু করিয়া রাখা উপকারী। বেদনা দূর করিবার জন্য গরম পুল্টিস দিবে। আবশ্যক হইলে কাটিয়া দেওয়া যায়, কিন্তু কাটিবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত, যেন আঙ্গুলের ক্ষুদ্র ধমনী না কাটিয়া যায়। ঘা হইলে ক্যালেণ্ডুলার লোসন দিয়া ধৌত করিবে।

৭—আঁচিল।

আঁচিল কষ্টকর নহে, তবে সময়ে সময়ে দেখিতে খারাপ দেখায়। মুখে হইলে মুখশ্রীর হানি করে। বহু সংখ্যক আঁচিল হইতে আরম্ভ হইলে ঔষধ দ্বারা তাহা নিবারণ করা উচিত।

চিকিৎসা।—থুজা আঁচিলের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আঁচিলের উপর থুজার মূল অমিশ্র আরক দিন দুই তিন বার করিয়া লাগান আবশ্যক এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে থুজা ৬ষ্ঠ ক্রম সেবনীয়। এই রূপ এক সপ্তাহ কিম্বা দশ দিন করিলে উপকার জানিতে পারা যাইবে। উপকার দর্শিলে ঐ ঔষধ আরও কএক দিবস ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। উপকার না হইলে রসটক্স ঐরূপ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যবহৃতব্য।

বহুসংখ্যক আঁচিল হইতে থাকিলে সলফার ৩০ ক্রম এক দিন অন্তর একবার করিয়া এক কিম্বা দুই সপ্তাহকাল ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে। আঁচিল সর্ব্বদা হাত দিয়া টিপিলে বা নাড়িলে শীঘ্র বৃদ্ধি পায়। আঁচিল ছিঁড়িয়া ফেলিলে অত্যন্ত রক্ত পড়ে।

৮—আমরক্ত।

লক্ষণ—আমরক্ত বা আমাশয় অতিশয় ভয়ানক পীড়া। এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ অন্ত্রের প্রদাহ এবং ক্ষত, বাহ্যে পুনঃপুনঃ এবং আম ও রক্ত যুক্ত, বাহ্যের সময় কোঁথ ও বেগ দেওয়া, তরুণ অবস্থায় জ্বরও থাকে। সাধারণ পীড়ায় কেবল আম নির্গত হইতে থাকে কিন্তু পীড়ার কাঠিন্য অনুসারে আমের সহিত রক্ত, খালি রক্ত, মাছধোয়া জলের মত, কখন বা পচা দুর্গন্ধময় বাহ্যে হইয়া থাকে; পীড়ার বর্দ্ধিতাবস্থায় অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র বাহ্যে হয়, রোগীও উত্থানশক্তি রহিত হয়। শেষে প্রলাপ, হিক্কা, শীতল ঘর্ম্ম, মস্তক সঞ্চালন, ইত্যাদি অশুভ লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

তরুণাবস্থা হইতে রোগ পুরাতন আকার ধারণ করে। পুরাতন হইয়া গেলে যদিও রোগের তত প্রাবল্য থাকে না, কিন্তু পীড়া অতি দুঃসাধ্য ও কষ্টকর হইয়া উঠে।

চিকিৎসা—একোনাইট—পীড়ার প্রথমাবস্থায়, বিশেষতঃ তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে প্রতি ঘণ্টায় এই ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য লাভ করে। একোনাইটে উপকার না দর্শিলে ক্যামমিলা, নক্স, মার্কুরিয়াস বা পলসাটিলা দিবে।

কলোসিস্থ—ইহা প্রায় সকল প্রকার আমরক্তে ব্যবহার করা যায়। বাহ্যে রক্ত মিশ্রিত আম, নাভির চতুর্দ্দিকে অসহ্য বেদনা ও কামড়ানি, পেট ফাঁপা ও বেদনা যুক্ত—হাত দিতে দেয় না, অসহ্য বেদনায় রোগী উপুড় হইয়া পড়ে এবং পেটে বালিস দিয়া চাপিয়া ধরে। ইহা মার্কুরিয়সের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মার্কুরিয়স-কর্—রক্ত মিশ্রিত আমাশয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। বাহ্যের পর অত্যন্ত বেগ ও প্রস্রাব বন্ধ।

নক্সভমিকা—বার বার অল্প বাহ্যে, বাহ্যে তরল রক্তমিশ্রিত, বাহ্যের পর আরাম বোধ।

ইপিকা—গা বমি বমি বা বমন, অত্যন্ত কোঁথ পাড়া, পেটে বেদনা, মল প্রথমে আম, পরে রক্তযুক্ত আম।

সলফর—অত্যন্ত সাংঘাতিক অবস্থায় এবং অন্যান্য ঔষধে কোন ফল না দর্শিলে। পেটে অত্যন্ত বেদনা, এমন কি হাত দেওয়া যায় না। রোগ পুরাতন আকার ধারণ করিলে মধ্যে

মধ্যে সলফর ও নক্সভমিকা প্রয়োগ উপকারী। বাহ্যে হইয়া গেলেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বেগ থাকে।

রসটক্স—ঠিক মাছধোয়া জলের মত, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

ফসফরস—বেদনাশূন্য আম ও রক্তস্রাব, গুহ্যদ্বার খোলা থাকে।

লাইকোপোডিয়ম—পুরাতন আমাশয় পীড়া, পেটে অতিশয় বায়ু জন্মে। কোঁথ পাড়া, অনুভব যেন আরও বাহ্যে হইবে।

মাত্রা।—নূতন ও প্রথমাবস্থায় প্রত্যেক ঘণ্টায় ঔষধ সেবনীয়। মৃদু প্রকারের হইলে দুই তিন ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দেওয়া যায়। পুরাতন পীড়ায় দিন ২ বার সেবনই যথেষ্ট।

সহকারী উপায়—পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সহজে পরিপাক হয় এরূপ লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা। প্রবলাবস্থায় আরারুটই সুপথ্য। সহ্য হইলে দুধ, কাঁচা বেল সিদ্ধ করিয়া তাহার জল খাইতে দিলে আহার ঔষধ দুই হয়। আবশ্যক মতে মৎস্য ও মাংসের ঝোলও দেওয়া যাইতে পারে। পেটে বেদনা নিবারণার্থ পুল্টিস বা ফ্লানেল দিয়া গরম জলের সেক অত্যন্ত উপকারী। রোগীকে শীতল জল ও খাদ্য ঠাণ্ডা করিয়া খাইতে দিবে। পুরাতন আমাশয়ে কাঁচা বেল পোড়া সুপথ্য।

৯—আম্বাত।

লক্ষণ—বিছুটি লাগার ন্যায় গায়ে চাকা চাকা বাহির হয় ও ফুলিয়া উঠে, চুলকায় ও জ্বালা করে। আহারের

দোষে, হিম লাগিয়া এবং কখন কখন জ্বরের সঙ্গে এই পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। আম্বাত পুরাতন হইয়া গেলে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কারণ নির্ণয় করিতে না পারিলে আরোগ্য হওয়া কঠিন হয়।

চিকিৎসা—এপিস—উৎকৃষ্ট ঔষধ। অত্যন্ত ফুলা, হুলফুটানবৎ বা জালাযুক্ত চুলকানি।

একোনাইট—অত্যন্ত জ্বর থাকিলে।

ডল্কামারা—হিম লাগিয়া হইলে। অজীর্ণ বা রজঃশূল থাকিলে পলসাটিলা। খাওয়ার দোষে এই পীড়া জন্মিলে অর্থাৎ পেটের দোষ থাকিলে এণ্টিম-ক্রুড উপকারী।

রসটক্স—চিংড়ী মৎস্য বা কর্কট প্রভৃতি খাইয়া আম্বাত হইলে এবং বাতের ন্যায় বেদনা থাকিলে।

আর্টিকা—অনেকের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ; বিশেষতঃ আম্বাত বসিয়া গিয়া পেটের পীড়া, বমন প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে।

পুরাতন আম্বাতে ক্যালকেরিয়া ও সলফার উৎকৃষ্ট ঔষধ। রাত্রিতে চুলকানি বৃদ্ধি হইলে সলফর সেবনীয়।

সহকারী উপায়—হিম বা ঠাণ্ডা লাগান নিষিদ্ধ। গরমজলে স্নান করিবে। আহারের বিশেষ নিয়ম রাখিবে; অপাচ্য ভক্ষণ একবারে ত্যাগ করিবে।

১০—উদরাময়।

লক্ষণ—পুনঃ পুনঃ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাতলাও

জলবৎ বাহ্যে হইতে থাকে, তৎসঙ্গে বমনোদ্রেক বা বমি, পেট ফাঁপা, পেটকামড়ানি, দুর্গন্ধ উদ্গার প্রভৃতি নানা প্রকার উপসর্গ থাকে। বাহ্যে কখন পাতলা, কখন জলবৎ; কখন আম, পিত্ত বা রক্তযুক্ত। অনেক সময়ে সামান্য উদরাময়ের প্রতি অমনোযোগী হওয়ায় উহা কঠিন ও সাংঘাতিক ওলা-উঠা রোগে পরিণত হয়। তরুণ উদরাময় অনেক সময়ে আহার ও চিকিৎসার দোষে পুরাতন আকার প্রাপ্ত হয়;—উহাতে রোগীর শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অপরিমিত ভোজন, অপাচ্য দ্রব্য ভক্ষণ, অপরিষ্কৃত ও দূষিত জল পান, হিম, ঠাণ্ডা বা অত্যন্ত গরম লাগান, মানসিক আবেগ প্রভৃতি নানা কারণ বশতঃ উদরাময় জন্মিয়া থাকে।

অন্যান্য অনেক রোগের লক্ষণস্বরূপ উদরাময় উপস্থিত হয়, যথা যক্ষ্মা-কাশ, জ্বরাতিসার, আতিসারিক বিকার জ্বর, প্রভৃতি রোগে উদরাময় হইয়া থাকে।

নূতন উদরাময়—আর্সেনিক, ক্যামমিলা, ডল্কামারা, পলসাটিলা, নক্সভমিকা, পডোফাইলাম।

পুরাতন উদরাময়—ক্যালকেরিয়া, গ্রাফাইটিস, চায়না, ফসফরস, সলফার, নাইট্রিক এসিড।

অপাচ্য দ্রব্য ভক্ষণহেতু—পলসাটিলা, এণ্টিম-ক্রুড, নক্স-ভমিকা, ইপিকা। হিম প্রভৃতি বায়ুর পরিবর্ত্তন হেতু—ক্যাম্ফর (অত্যন্ত শীত করিয়া); একোনাইট (ঘাম বন্ধ হইয়া);

ব্রাইওনিয়া (উত্তাপ হইতে হঠাৎ ঠাণ্ডা হওয়ায়); ডল্কামারা (ভিজিয়া); কলোসিন্থ (পেটে কামড়ানি ও শূল বেদনা থাকিলে)।

গ্রীষ্মকালের উদরাময়—চায়না (সামান্য উদরাময়); ভেরাট্রম (হাত পায়ে খিল ধরা থাকিলে); আইরিস (বমন ও মাতা ধরা থাকিলে); আর্সেনিক (অত্যন্ত পিপাসা ও দুর্ব্বলতা); এসিড্ ফসফরিক্।

মানসিক উদ্বেগ হেতু—ক্যামোমিলা (রাগ), ইগ্নেসিয়া (শোক), ওপিয়ম (ভয়)।

অন্যান্য লক্ষণ যথা বমন থাকিলে ইপিকা; মলে ভাত প্রভৃতি অজীর্ণ পদার্থ থাকিলে আর্সেনিক, চায়না; রক্ত বাহ্যে মার্কুরিয়স-কর, ক্যাপসিকম, ইপিকা; পৈত্তিক উদরাময়ে পডোফাইলম, চায়না, মার্কুরিয়স, আইরিস।

জলপান করার পর উদরাময়—আর্সেনিক, ক্রোটন, পডোফাইলম।

আহারের পর উদরাময়—আর্সেনিক, ক্রোটন, লাইকোপোডিয়ম, ফসফরস।

প্রাতঃকালীন উদরাময়—নেট্রম-সলফ, লাইকোপোডিয়ম, ফসফরস, পডোফাইলম, সলফার।

রাত্রিকালীন উদরাময়—আর্সেনিক, চায়না, পডোফাইলম, পলসাটিলা।

বৃদ্ধদিগের উদরাময়—আর্সেনিক, ফসফরস, সিকেলি।

শিশুদিগের—ক্যামমিলা, ইপিকা, মার্কুরিয়স

দন্তোদগম সময়ে—ক্যালকেরিয়া, ক্যামমিলা, ইপিকা।

গর্ভাবস্থায়—ডল্কামারা, লাইকোপোডিয়ম, সিপিয়া, ক্যামমিলা, চায়না, নক্স, সলফার।

সূতিকাবস্থায়—এণ্টিম-ক্রুড, ডল্কামারা।

মলের বর্ণ দেখিয়া অনেক সময়ে ঔষধ নির্ব্বাচনকরিতে হয়; যথা—রক্তযুক্ত—মার্কুরিয়স; নক্স, সলফার; পুজযুক্ত—ফসফরস, ল্যাকেসিস, সাইলিসিয়া, মার্কুরিয়স, সলফর; পৈত্তিক—আইরিস, চায়না, ক্যামমিলা, মার্কুরিয়স, পডোফিলাম; হরিদ্রাবর্ণ—ডল্কামারা, ইপিকা, ক্যামমিলা, চায়না। সবুজ—ক্যামমিলা, মার্কুরিয়াস, সলফার, পলসাটিলা; অজীর্ণ—চায়না, ক্যালকেরিয়া; অসাড়ে—ফসফরাস, সিকেলি।

ক্যাম্ফর—হঠাৎ তরুণ উদরাময়, শীত বোধ, কম্প, পাকাশয়ে ও অন্ত্রে অত্যন্ত বেদনা, হাত পা ঠাণ্ডা। পাঁচ ফোঁটা চিনির সহিত ২০।৩০ মিনিট অন্তর চারি পাঁচ বার খাইবে।

পলসাটিলা—তৈল বা ঘৃত পক্ক গুরুপাক দ্রব্য হইতে;—গা বমি বমি, উদ্গার, মুখে তিক্ত আস্বাদ। রাত্রিকালীন উদরাময়।

চায়না—গ্রীষ্মকালে পেটের পীড়া, মল জলবৎ হরিদ্রাবর্ণ, ক্ষুধা রহিত, মলের সহিত অপাক দ্রব্য নির্গমন, দুর্ব্বলতা, বেদনাশূন্য তৃষ্ণা, পেট ফাঁপা।

এণ্টিম-ক্রুড—জলবৎ উদরাময়, তৎসঙ্গে পেটের দোষ, ক্ষুধা রহিত, দুধের ন্যায় শাদা জিহ্বা, উদ্গার ও বমন হয়।

বৃদ্ধদিগের পর্য্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ; গর্ভবতী ও শিশুদিগের উদরাময়।

মার্কুরিয়স—রক্তযুক্ত বাহ্যে, বাহ্যের পূর্ব্বে পেটবেদনা, পরে অত্যন্ত কোঁথ দেওয়া; রাত্রিতে বৃদ্ধি।

ব্রাইওনিয়া—গ্রীষ্মকালের পীড়ায়, বরফ খাইয়া বা শরীর অত্যন্ত গরম হইলে শীতল জল খাইলে।

এলোজ—উদরাময়, মলের বেগ ধারণে অক্ষম।

সিনা—কৃমি থাকিলে, বাহ্যে সাদা, নাক খোঁটা, শাদা বা ঘোলা প্রস্রাব, ঘুমাইতে ঘুমাইতে চীৎকার করিয়া উঠে ও দাঁত কিড়মিড় করা।

এসিড-ফস—পুরাতন, দুর্ব্বলকারী, বেদনাশূন্য, ইত্যাদি লক্ষণে।

কলোসিন্থ—বাহ্যে হলুদবর্ণ ও পাতলা, পেটে অসহ্য বেদনা যেন পাথরে পিষিতেছে, কিছু খাইলে বৃদ্ধি।

ইপিকা—সবুজ রং বাহ্যে, বমনোদ্রেক বা বমি, পেট ফাঁপা ও বেদনা।

নক্সভমিকা—অতিরিক্ত ভোজন বা মানসিক চিন্তা বশতঃ, কখন কোষ্ঠবদ্ধ, কখন উদরাময়।

সলফর—পুরাতন উদরাময়; প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই তাড়াতাড়ি মলত্যাগের চেষ্টা, তৎসঙ্গে পেট কামড়ানি ও কোঁথ পাড়া।

সহকারী উপায়—উদরাময়ে পথ্যের সুব্যবস্থাই

প্রধান ঔষধ। তরুণ অবস্থায় সাগু, আবারুট বা বার্লি পথ্য। ক্রমশঃ দুগ্ধ চুনের জলের সহিত খাইতে দেওয়া যায়। পুরাতন অবস্থায় পুরাতন চাউল এবং টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল পথ্য। অনেক সময়ে জল বায়ু পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। উদরাময়ে দুগ্ধ কুপথ্য।

১১—উপদংশ।

(গরমির পীড়া।)

অপবিত্র স্ত্রীসহবাস-জনিত জননেন্দ্রিয়ে এক প্রকার ক্ষত হইয়া থাকে। এইরূপে উপদংশ বিষ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে, শরীরে নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন করে। উপদংশের তিনটি বিশেষ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়;—প্রথমে যেখানে ক্ষত হয় সেই বিষসংযুক্ত স্থানে এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রন্থিসমূহে পীড়া আবদ্ধ থাকিলে প্রথম অবস্থা; এই সময়ে জ্বর থাকে। রক্ত দূষিত হইয়া মুখ, গলা, চর্ম্ম প্রভৃতি স্থান আক্রান্ত হইলে দ্বিতীয়াবস্থা। দ্বিতীয়াবস্থায় গাত্রে নানা প্রকার চর্ম্মরোগ, অস্থি মধ্যে ও সন্ধি সমূহে বেদনা উপস্থিত হয়। বহুদিন পরে অস্থি, মজ্জা, আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকল আক্রান্ত হইলে তৃতীয়াবস্থা। এই অবস্থায় মুখাভ্যন্তরে ও কণ্ঠ মধ্যে ক্ষত, চর্ম্মের উপর ক্ষত, অস্থি, মাংসপেশী প্রভৃতির নানা প্রকার পীড়া দেখা দেয়।

উপদংশ অতি কঠিন পীড়া; অযথা পারদ-ঘটিত ঔষধ ব্যবহারে এই পীড়া দ্বিগুণতর কঠিন হইয়া উঠে। এই পীড়া

অতি সাধারণ। বিষ-গ্রহণের (অর্থাৎ অপবিত্র স্ত্রী সহবাসের) পর ৩ হইতে ৬ দিনের মধ্যে একটী অত্যন্ত লাল দাগ বা ফুস্কুড়ি দেখা দেয়। পরে উহা চুলকাইতে থাকে এবং নিকটবর্ত্তী স্থান প্রদাহিত হইয়া উঠে। ক্রমশঃ ফুস্কুড়ি হইতে বৃহৎ গোলাকার ঘা উৎপাদিত হয় এবং ঐ ঘা হইতে পরে পূঁজ নির্গত হইতে থাকে।

উপদংশ বিষ শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে চিরকালের জন্য স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া যায়। আজীবন সময়ে সময়ে কোন না কোন প্রকার পীড়া উৎপন্ন হইয়া রোগীকে যন্ত্রণা দিতে থাকে। উপদংশ বিষ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না এমন পীড়াই নাই। এই বিষ পিতা হইতে পুত্রে কুলগত হইয়া দাঁড়ায়। পিতার দোষে শিশু সর্ব্বাঙ্গে উপদংশ-ক্ষত লইয়াই ভূমিষ্ঠ হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা—প্রথমাবস্থায়—মার্কুরিয়স-সল উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার ৬ষ্ঠ ডাইলুশন সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। পীড়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইলে এবং ৬ষ্ঠ ক্রমে উপকার না দর্শিলে ২য় চূর্ণ দিন দুইবার করিয়া ব্যবস্থা করা যায়।

নাইট্রিক-এসিড—পূর্ব্বে অধিক পারা ব্যবহার করিলে।

বেলেডনা—কুচকি ফুলিলে এবং বেদনা হইলে। আর্সেনিক-আয়ড ও সলফর প্রথমাবস্থায় উত্তম ঔষধ।

দ্বিতীয়াবস্থায়—এসিড নাইট্রিক, কেলি-হাইড্রো, মার্কুরিয়স, আর্সেনিক, অরম্ উৎকৃষ্ট।

তৃতীয়াবস্থা—কেলি-হাইড্রো, অরম্, এসিড ফস্ফরিক, ফসফরস, আর্সেনিক।

কেলি-হাইড্রো—দ্বিতীয়াবস্থায়, বিশেষতঃ তৃতীয়াবস্থায়, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। অস্থিতে বেদনা ও ফুলা, ক্ষত, চর্ম্মরোগ প্রভৃতি লক্ষণ ইহা ব্যবহারে শীঘ্রই দূর হয়। নাসিকা হইতে পুঁজ ও রক্তসংযুক্ত দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন।

অরম্—নাসিকা হইতে পুঁজ ও রক্তসংযুক্ত দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা নির্গমন; মুখ ও নাসিকায় ক্ষত; উপদংশ বিষ ও পারা দোষ সংযুক্ত রোগে বিশেষ উপকারী।

পৈতৃক উপদংশ—মার্কুরিয়স, এসিড নাইট্রিক, সলফর্ উত্তম।

পারার দোষে নাইট্রিক এসিড উপকারী; উপদংশ দোষ নিবারণের জন্য হেপার-সলফর উপকারী; উপদংশ দোষ-জনিত অস্থিতে বেদনায় মার্কুরিয়স, কালি-আইয়ডি, মেজে-রিয়ম। অস্থি ফুলায় ফ্লুরিক এসিড, এসিড-ফস, ষ্টাফিসে-গ্রিয়া, সাইলিসিয়া। অস্থিক্ষয় বা অস্থিনাশে সাইলিসিয়া, ক্যালকেরিয়া, ফসফরস।

সহকারী উপায়—সকল প্রকার মানসিক ও শারী-রিক পরিশ্রম ত্যাগ করিবে। স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর লঘু আহার বিধেয়। সকল প্রকার গরম দ্রব্য, মাদক সেবন নিষিদ্ধ। শরীর ও ক্ষত স্থান সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। উপদংশ রোগীর সংস্পর্শ পরিবর্জ্জনীয়। কোন প্রকার পারদ

ঘটিত ঔষধ, তাহা আভ্যন্তরিক সেবনই হউক অথবা বাহ্যিক লাগানই হউক, কখন ব্যবহার করিবে না। একটী বিষকে দূরীভূত কবিতে গিয়া আর একটী বিষকে শরীর মধ্যে ডাকিয়া আনা যুক্তিসিদ্ধ নহে। উপদংশ বিষেব সহিত পারার দোষ সংমিশ্রিত হইয়া মহা অনিষ্টসাধন করিতেছে। হাতুড়ে বা অশিক্ষিত চিকিৎসকেব ঔষধ কখন ব্যবহার করিবে না, কাবণ তাহাবা আশু সুফল প্রদর্শনের জন্য পারদঘটিত ঔষধ গোপনে প্রযোগ করিয়া থাকে।

১২—ঋতুশূল।

লক্ষণ—ঋতুশূল বা বাধক বেদনা অত্যন্ত কষ্টদায়ক পীড়া। ঋতুর অব্যবহিত পূর্ব্বে অথবা ঋতুর সঙ্গে অসহ্য বেদনা এবং ইহার সহিত কষ্টকব বমনোদ্রেক বা বমি, মাথাধরা, হিক্কা প্রভৃতি উপসর্গ সকল কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। রজঃস্রাবের সহিত বেদনা হ্রাস হইয়া আইসে।

চিকিৎসা—ক্যামোমিলা—যদি প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা, কাল চাপ চাপ রক্ত স্রাব, বারে বারে প্রস্রাবের ইচ্ছা, অত্যন্ত অস্থিরতা থাকে।

সিমিসিফিউগা—প্রদাহযুক্ত ঋতুশূলে উপকারী,—বিশেষতঃ তাহার সঙ্গে আক্ষেপ, হাতে পায়ে খিল ধরা এবং পৃষ্ঠে ও উরুদেশে বেদনা, মাথা ধরা। বাতের ধাতু। স্বল্প রক্তজমাট

নক্সভমিকা—ঘন রজঃস্রাব, বমনোদ্রেক, কোষ্ঠবদ্ধ, বেদনা অসহ্য, দুর্ব্বলতা, মাথাঘোরা।

পলসাটিলা—থাকিয়া থাকিয়া রজঃস্রাব হয়, পেটের ভিতরে পাথর চাপা বলিয়া বোধ হয়, গরমে বৃদ্ধি।

ককুলস—কর্ত্তনবৎ বেদনা, কয়েক ফোটা মাত্র কাল জমাট রক্ত নির্গত হয়, তৎসহ পেট ফাপা, বমনোদ্রেক, বক্ষে বেদনা ও কষ্ট বোধ, ঋতুশূলের পর অর্শ। ঋতুরুদ্ধ বশতঃ আক্ষেপ।

প্লাটিনা—প্রত্যেক ঋতুর সময়ে আক্ষেপ ও চীৎকার; কতক কাল, কতক তরল, কতক জমাট বান্ধা।

সিপিয়া—রোগের পুরাতন এবং ধাতুর দুর্ব্বলাবস্থায়, আধ-কপালে মাথাধরা, ঋতুকালে দন্তশূল, কোষ্ঠবদ্ধ, রক্তস্রাব কখন বেশী ও বহুদিন স্থায়ী, কখন কম ও ক্ষণস্থায়ী।

সহকারী উপায়—গরম জলের সেক এবং গরম গরম জলপানে অনেক সময়ে উপকার দর্শে। বেদনাযুক্ত ঋতু উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সলফর এবং ক্যালকেরিয়া পর্য্যায়-ক্রমে ব্যবহার করিবে। বাধক বেদনা সন্তানোৎপত্তির প্রধান বিঘ্নকারী।

১৩—ওলাউঠা।

লক্ষণ—এই পীড়া কোন দূষিত বিষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সচরাচর এই রোগের তিনটী বিভিন্ন অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

১ম অবস্থা—রোগের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি, যথা ভেদ, বমন, নাড়ী ক্ষীণ হওয়া, হাত্ পায়ে খিল লাগা, পেট্ টানিয়া ধরা, রোগীর পাড়ু হওয়া ইত্যাদি।

২য় অবস্থা—রোগের চরম সীমা; রোগী সম্পূর্ণ পাড়ু, নাড়ী নাই অথবা অতি ক্ষীণ, চোখ মুখ বসা, প্রস্রাব বন্ধ, ভেদ বমি বন্ধ অথবা প্রথমাবস্থা অপেক্ষা সামান্য ভাবে চলিতেছে, শরীর হিম ও ঘর্ম্মাক্ত।

৩য় অবস্থা—প্রতিক্রিয়ার অবস্থা। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সমূহ ক্রমশঃ হ্রাস ও বন্ধ হইয়া উত্তপ্ত হয় ও এমন কি জ্বর উপস্থিত হয়। ইহার পর রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে থাকে।

চিকিৎসা—একোনাইট—হঠাৎ জলবৎ বাহ্যে, তৎসঙ্গে শীত ও জ্বর, হিম বা ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে, অত্যন্ত পিপাসা, অস্থিরতা, পেটে নাভির নিকট অত্যন্ত বেদনা, গাত্র উত্তপ্ত, দ্রুত ও পূর্ণনাড়ী। ইহা প্রথমাবস্থায় প্রয়োগ করা বিধেয়। পতনাবস্থায় যখন সর্ব্বাঙ্গ শীতল, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দুর্ব্বল, নাড়ী পাওয়া যায় না অথবা অতি সূক্ষ্মভাবে পাওয়া যায়, অস্থিরতা, মৃত্যুভয় ও উদ্বেগ থাকে তখন ইহা উপকারী।

আর্সেনিক—অত্যন্ত পাতলা বাহ্যে, গুহ্যদ্বারে জ্বালা, বিছানায় ছট্‌ফট্ করা, অসহ্য জল পিপাসা,—বারে বারে কিন্তু অল্প পরিমাণে জল খায়, জল খাইবা মাত্র বমি, শরীর

শীতল ও ঘর্ম্মযুক্ত, কিন্তু রোগীর দেহের ভিতরে অসহ্য জ্বালা ও উত্তাপ বোধ, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, নাড়ী প্রায় বিলুপ্ত।

ভেরাট্রম-এল্বম—অত্যন্ত অধিক জলবৎ বাহ্যে, হাত পায়ে খিল ধরা, অত্যন্ত অধিক জল পিপাসা,—একেবারে অধিক জল পান করে, বমি ও দুর্ব্বলতা।

ইপিকা—অত্যন্ত বমনোদ্রেক বা বমি থাকিলে।

কুপ্রম—হাত পায়ে বা বুকে অত্যন্ত খিল ধরা থাকিলে।

কুপ্রম-আর্সেনিক—কুপ্রম ও আর্সেনিক উভয়ের লক্ষণ থাকিলে যথা হস্ত পদাদিতে খিল ধরা, উদরের ভিতরে অসহ্য বেদনা এবং বেদনার জন্য চীৎকার করা, তৎসঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, নাড়ী বিলুপ্তপ্রায়, ইত্যাদি লক্ষণে উপকারী। এইরূপ অবস্থায় কুপ্রম ও আর্সেনিক পর্য্যায়-ক্রমে ব্যবহার করা অপেক্ষা এই ঔষধ ফলপ্রদ। ইহার ৬ষ্ঠ বিচূর্ণ ব্যবহৃত হয়।

মার্কুরিয়স-কর—রক্তমিশ্রিত ভেদ।

কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস—নাড়ী বিলুপ্ত, মৃতবৎ চেহারা, সর্ব্বাঙ্গ শীতল।

উপসর্গগুলি ও তাহার সংক্ষেপ চিকিৎসা এই ঃ—

বমনোপদ্রব ও হিক্কা—ইপিকা, ট্যাবেকম, নক্সভমিকা, কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস।

বিকার—ওপিয়ম, রসটক্স, ষ্ট্রামোনিয়ম, এপিস।

মূত্ররোধ—আর্সেনিক, বেলেডনা, ক্যান্থারিস, টেরিবিন্থ।

পেটফাঁপা—ওপিয়ম, নক্সভমিকা, কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস।

কৃমির উপদ্রব—সিনা।

এই পীড়া সাংঘাতিক,—অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জীবন সংশয় হইয়া উঠে। এই পীড়ার সূত্রপাত মাত্রই সুযোগ্য চিকিৎসকের হস্তে চিকিৎসাভার ন্যস্ত করিবে। এই পীড়ার সমুচিত বর্ণনা ও চিকিৎসা বিবরণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অসম্ভব।

মাত্রা—রোগীর অবস্থানুসারে ১০, ২০, ৩০ মিনিট, এক বা দুই ঘটা অন্তর ঔষধ প্রযুজ্য। রোগের প্রারম্ভে প্রত্যেক দাস্তের পর ঔষধ দেওয়ার নিয়ম ভাল।

সহকারী উপায়—চারিদিকে ওলাউঠা রোগ আরম্ভ হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিবে ঃ—

১। কুপ্রম বা ভেরেট্রম্ এক ফোটা জলে দিয়া ৪ ভাগ করিয়া প্রত্যহ একবার করিয়া সেবন করিবে।

২। সহজ পাচ্য খাদ্য ভক্ষণ করিবে। অনিয়মিত ও অপরিমিত আহার, রাত্রি জাগরণ, সুরাপান ইত্যাদি পরিত্যাগ করিবে।

৩। নদী বা পুষ্করিণীর জল পরিষ্কার করিয়া পান করিবে। প্রথমে জল গরম করিয়া পরে কয়লা ও বালি দিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে।

৪। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে; কাপড়, বিছানা, ঘর প্রভৃতি পরিষ্কার রাখিবে।

৫। বাড়ীতে কাহারও এই রোগ হইলে রোগীর মল, মূত্র ও বমি অন্য কোন পাত্রে লইয়া বাটী হইতে অনেক দূরে ফেলিয়া দিবে এবং রোগীর কাপড়, বিছানা প্রভৃতি পোড়াইয়া ফেলিবে। নদী বা পুষ্করিণীতে রোগীর মল-সংযুক্ত বস্ত্রাদি ধৌত করিবে না।

৬। রোগীর ব্যবহৃত ঘর বিশেষ পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ না করিয়া ব্যবহার করিবে না। ঘরে কার্বলিক লোসন ছিটাইয়া দিবে, গন্ধক পোড়াইবে, সন্ধ্যাকালে ধুনা দিবে, এবং কিছু দিন পর্য্যন্ত সেই ঘরের সমস্ত দুয়ার জানালা খুলিয়া রাখিয়া গৃহ মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হইতে দিবে।

১৪—কাউর।

লক্ষণ—চর্ম্মের প্রদাহ, রস পড়ে, শুষ্ক মামড়ি পড়িয়া থাকে, চুলকায়, বিশেষতঃ রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়। সচরাচর শিশুদিগের পায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। কাণের পৃষ্ঠে হইলে তাহাকে কাণচটা কহে।

চিকিৎসা—রসটক্স—পুরু মামড়ি, রস নির্গমন, চুল-কানির পর জ্বালা, ক্রমাগত চুলকায় ও শুড় শুড় করে।

সলফর—মাথায় ও কাণের পিঠে, দুর্গন্ধযুক্ত, ফাটিয়া রক্ত পড়ে, অসহ্য চুলকানি থাকিলে এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন বিধি।

আর্সেনিক—পুরাতন রোগে, বিশেষতঃ দিবা রাত্রি জ্বালা থাকিলে।

ডল্কামারা—জলবৎ রস পড়ে, চুলকাইলে রক্ত পড়ে, শীত ও বর্ষাকালে বৃদ্ধি।

ক্রোটন—বমন ও উদরাময় থাকিলে।

মার্কুরিয়স ও হেপার-সলফার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সহকারী উপায়—পীড়ার স্থান সাবান দিয়া ধৌত করিয়া সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। পরিষ্কার করিয়া তৈল উত্তপ্ত করিয়া প্রযোগ করিবে। যত পরিষ্কার রাখা যাইবে, রোগ তত শীঘ্রই আরোগ্য হইবে। শীতল জলে স্নান ও গাত্র পরিষ্কার রাখা অত্যাবশ্যক। রোগীকে অধিক চুলকানি হইতে নিবারণ করিবে। ঘায়ের রস যাহাতে সুস্থ স্থানে না লাগে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। যেখানে রস লাগে সেই খানেই ঘা হয়।

১৫—কাণ কামড়ানি।

লক্ষণ—এই রোগ সামান্য হইলেও যন্ত্রণা অসহ্য। হঠাৎ অসহ্য বেদনা, কখন কখন বেদনা এত প্রবল যে প্রলাপ উপস্থিত হয়; কাণে হাত দিতে পারা যায় না; কাণের মধ্যে নানা প্রকার অস্বাভাবিক শব্দ; বধিরতা; শ্রবণ-পথ লালবর্ণ ও স্ফীত ইত্যাদি। কোন প্রকার প্রদাহ না থাকিলেও কাণের মধ্যে ভয়ানক বেদনা হয় এবং প্রায়ই হিম লাগিয়া এবং দাঁতের গোড়া ফুলিয়া কাণ কামড়াইয়া থাকে কখন কখন কাণে জল গেলে, কাণের ভিতর সজোরে শীতল

বায়ু প্রবেশ করিলে, কাণ খোঁচাখুঁচি করিলে এবং কর্ণ মধ্যে স্ফোটক হইলে কাণ কামড়ায়।

চিকিৎসা।—একোনাইট—ঠাণ্ডা লাগিয়া তরুণ প্রদাহ।

বেলেডনা—খোঁচা বিঁধা বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা, বেদনার কষ্টে প্রলাপ বকা, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য।

মার্কুরিয়স-সল—টন্ টন্ করে; তাপ দিলে এবং বিছানায় শুইয়া থাকিলে বেদনা বৃদ্ধি, কাণ ফুলিয়া নিকটস্থ গ্রন্থি পর্য্যন্ত স্ফীত হয়, বেদনা গণ্ড ও দন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; কাণ হইতে পূঁজ পড়ে।

জেলসিমিনম্—বেদনা থাকিয়া থাকিয়া হইলে।

পলসাটিলা—বেদনা অসহ্য হইয়া উঠিলে এবং কিছুতেই উপশম না হইলে এই ঔষধে অনেক সময় আশ্চর্য্য উপকার দর্শে। ঠাণ্ডা লাগান বা হঠাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া কাণ কামড়ানি; কর্ণ মধ্যে খোঁচা বিদ্ধ বা ছিঁড়িয়া পড়ার ন্যায় বেদনা; অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা ও অস্থিরতা।

ক্যামোমিলা—উৎকৃষ্ট ঔষধ। কাণের মধ্যে স্ফীত, অত্যন্ত বেদনা, প্রদাহ এবং কাণ হইতে অধিক পরিমাণে পূঁজ নির্গত হইলে। কাণে তালা ধরিয়া থাকিলে ইহা উপকারী। শিশুদিগের কাণ কামড়ানিতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। পূর্ব্বোক্ত ঔষধ দ্বারা প্রদাহ নিবারিত হইলে পর পলসাটিলা প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে।

সহকারী উপায়—ফ্লানেল দিয়া কিম্বা ভুষির পুটলী

করিয়া গরম সেক দিবে। পুল্‌টিস দিলে বিশেষ উপশম বোধ হয়। যাহাতে শীতল বায়ু প্রভৃতি প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য কাণের ছিদ্র একটু তুলা দ্বারায় বন্ধ করিয়া রাখিবে। বেদনায় অস্থির হইয়া কাণের মধ্যে যাহা তাহা প্রয়োগ করা অবিধেয়; তাহাতে বেদনা উপশমিত হওয়া দূরে থাকুক বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। আবশ্যক বোধ করিলে ঈষদুষ্ণ তৈল কর্ণ মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

১৬—কাণ হইতে পূঁজ পড়া।

চিকিৎসা—পলসাটিলা—সাধারণ পূঁজ পড়ায় উৎকৃষ্ট ঔষধ। হামের পর কাণে পূঁজ হইলে এই ঔষধ দিতে হয়।

ক্যালকেরিয়া ও সলফর—পীড়া অধিক দিনের হইলে এবং রোগীর ধাতু দুর্ব্বল হইলে এই দুই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। ক্যাল্‌কেরিয়া প্রতিদিন দুইবার করিয়া এক সপ্তাহ কাল, ৪ দিবস পরে সলফর একবার করিয়া তিন চারি দিন দিতে হয়।

মার্কুরিয়স্‌—কাণে ঘা, পূঁজ দুর্গন্ধ, ঘন বা রক্তযুক্ত, কাণের নিকটবর্ত্তী গ্রন্থিসমূহ ফুলা ও বেদনাযুক্ত। বসন্ত রোগের পর কাণে পূঁজ হইলে ইহা দিতে হয়।

হেপার-সল্‌ফ—পারা ব্যবহার দোষে কাণে পূঁজ হইলে ইহা উপকারী।

আর্সেনিক—জ্বালাযুক্ত পূঁজস্রাব, যেখানে পূঁজ লাগে সেখানে ঘা হয়; রুগ্নধাতু।

সহকারী উপায়—কাণ সদা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। কাণ হইতে পুঁজ গড়াইয়া কাণের বাহিরে যাহাতে না লাগে তৎপ্রতি মনোযোগী হইবে, কেননা এইরূপে পুঁজ লাগিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত ঘা হইতে দেখা যায়। কাণে সাবধানে পিচকারী দিবে, কারণ অনেক সময় পিচকারী দেওয়ার দোষে পীড়া আরোগ্য হইতে পারে না। ৫ আউন্স পরিষ্কার জলে এক ড্রাম কার্ব্বলিক এসিড ও এক ড্রাম গ্লিসিরিন, মিশাইয়া কাণে পিচকারী দিবে। পীড়া পুরাতন হইলে শারীরিক স্বাস্থ্য বিধানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। রুগ্ন ধাতুর পক্ষে কডলিভার-অইল খাওয়া ভাল।

১৭—কামলা।

লক্ষণ—ইহাকে পাণ্ডুরোগ বা নেবা কহে। চক্ষু, মুখ-মণ্ডল, গাত্রের চর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত স্থান হরিদ্রা বর্ণ হইয়া যায়। ঘর্ম্ম কাপড়ে লাগিলে হলুদবর্ণ দাগ থাকিয়া যায়, কোষ্ঠবদ্ধ, বালকদিগের হইলে প্রায়ই উদরাময়, মুখে তিক্ত আস্বাদ, কর্দ্দমের ন্যায় কাল মল, অল্প অল্প গাঢ় লালবর্ণ প্রস্রাব, কাপড়ে প্রস্রাব লাগিলে হলুদ বর্ণ দাগ উৎপন্ন হয়, কখন কখন জ্বরও বর্ত্তমান থাকে। সমস্ত শরীর চুলকাইতে থাকে। যদ্যপি পিত্তশিলা বা পাথরি হইয়া পিত্ত নির্গমন বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে অত্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। থাকিয়া থাকিয়া অত্যন্ত কষ্টকর বেদনা, বমন, হিক্কা প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া রোগীকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে।

কারণ—ভাল করিয়া পিত্ত উৎপন্ন অথবা উৎপন্ন হইয়া নির্গত হইয়া যাইতে না পারিলে রক্তে উহা শোষিত হয়, সুতরাং রক্তের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সর্ব্বত্র পরিচালিত হইয়া থাকে। পাথরী হইয়া পিত্ত বহির্গমন রুদ্ধ হইয়া, যকৃতের পীড়াবশতঃ, জলবায়ুর দোষে, আহারাদির অনিয়ম ও মদ্য পানাদি হেতু এই পীড়া হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—মার্কুরিয়স—যকৃতের পীড়াবশতঃ পাণ্ডু-রোগে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। একোনাইট প্রয়োগে জ্বর ও প্রদাহাদি নিবারণ হইলে পর মার্কুরিয়স ব্যবহৃতব্য। দিবসে তিন চারি মাত্রা সেবনীয়।

চায়না—যাহারা পূর্ব্বে এলোপ্যাথিক ঔষধের সহিত অতিরিক্ত মাত্রায় পারা খাইয়াছে তাহাদের পক্ষে এবং দুর্ব্বলতা ও পিত্তযুক্ত উদরাময় থাকিলে ইহা প্রযুজ্য।

ক্যামমিলা—শিশুদিগের পক্ষে।

নক্সভমিকা—কোষ্ঠবদ্ধ, যকৃৎ প্রদেশ টিপিলে বেদনা; মদ্যপান; অতিরিক্ত ভোজন ও রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি কারণে পাণ্ডুরোগ। মার্কুরিয়সের পরে এই ঔষধ ব্যবহারে প্রায় সকল স্থলেই বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চেলিডোনিয়ম—পাণ্ডুরোগ, তৎসঙ্গে যকৃত ও দক্ষিণ স্কন্ধদেশে বেদনা, তিক্ত অস্বাদ, গাঢ় লালবর্ণ জিহ্বা।

সহকারী উপায়—লঘু ও সহজ পথ্য ব্যবস্থা। মৎস্য মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। যকৃতের বেদনা থাকিলে প্রতিদিন

দুই তিনবার করিয়া ফ্লানেল দিয়া গরম জলের সেক দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। যকৃতের ক্রিয়া মান্দ্য বশতঃ রোগ উৎপন্ন হইলে এবং রোগ পুরাতন আকার ধারণ করিলে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ভ্রমণ ও ব্যায়াম, পরিমিত আহার, জলবায়ু পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক।

১৮—কাশী।

ফুস্‌ফুস্ হইতে সশব্দে বায়ু বহির্গমনের নাম কাশী। কাশী একটী পীড়া নহে—ইহা কোন কোন পীড়ার আনু-ষঙ্গিক লক্ষণ। কোন পীড়াবশতঃ ফুস্‌ফুস্ ও শ্বাসনলী মধ্যে শ্লেষ্মা জমিলে উহা বাহির করিয়া দেওয়াই কাশীর উদ্দেশ্য। ইহা প্রায়ই কোন সাংঘাতিক পীড়ার পূর্ব্ব লক্ষণ; সুতরাং কাশীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

কাশী দুই প্রকার;—শ্লেষ্মা উঠিলে তাহাকে তরল এবং কোন রূপ শ্লেষ্মা না উঠিলে তাহাকে কঠিন বা শুষ্ক কাশী বলা যায়।

১ম—শুষ্ক কাশী।

চিকিৎসা—একোনাইট—শুষ্ক তরল কাশী, তৎসঙ্গে অস্থিরতা, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, মাথাধরা, পিপাসা, গলার ভিতর শুষ্কতা ও জ্বালা বোধ, অল্প প্রস্রাব, কোষ্ঠবদ্ধ। কাশীর সহিত জ্বর থাকিলে উপকারী।

বেলেডনা—শুষ্ক অবিশ্রান্ত খক্ খক্ করিয়া কাশী, গলা শুড় শুড় করিয়া কাশী আসে, যেন গলার ভিতর ধূলা পড়িয়াছে,

মাথাধরা, মুখ লাল বর্ণ ও উষ্ণ, মস্তকে রক্তাধিক্য, রাত্রিতে বৃদ্ধি, রোগী নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে।

আর্সেনিক—প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া কাশী, বুক ও পেট বেদনা, শ্লেষ্মার সহিত জমাট রক্ত উঠে।

ব্রাইওনিয়া—ইহাতে শুষ্ক কাশী সরল করে। কাশীতে গেলে বোধ হয় যেন বুক ও মস্তক ফাটিয়া যাইতেছে, কাশীবার পূর্ব্বে বমি, কাশিবার সময় বুকে যেন ছুঁচ ফুটার ন্যায় বেদনা; সরল কাশী শ্লেষ্মা শাদা বা হলুদবর্ণ, কখন বা রক্ত মিশ্রিত।

নক্সভমিকা—শুষ্ক কাশী, গলায় সর্দ্দি বসিয়া গেলে এবং কিছুতেই না উঠিলে, কাশীতে পাকস্থলীতে বেদনা, মাথাধরা, কাশীতে গেলে বোধ হয় যেন মাথা ফাটিয়া যায়, কাশী প্রাতঃকালে এবং আহারের পর বৃদ্ধি।

ফস্ফরস—গলা খুস খুস করিয়া অবিশ্রান্ত শুষ্ক কাশী, উচ্চৈঃস্বরে পড়িলে, কথা কহিলে, হাসিলে এবং গান করিলে কাশীর বৃদ্ধি। শ্লেষ্মা ফেনাযুক্ত, চট্‌চটে, লবণাক্ত, পচা এবং রক্ত মিশ্রিত।

সন্ধ্যাকালে শুষ্ক কাশী—সলফর, হেপার-সল, সিপিয়া, আর্সেনিক, এসিড-ফস্।

প্রাতঃকালে—এলুমিনা, এণ্টিম-টার্ট।

রাত্রিকালে—পলসাটিলা, নক্সভমিকা, ক্যামমিলা, ক্যাল-কেরিয়া, মার্কুরিয়স, বেলেডনা।

২য়—তরল কাশী।

চিকিৎসা—এণ্টিমনিয়ম-টার্ট—গলা ঘড় ঘড় করে; বুক শ্লেষ্মাপূর্ণ, আহারের পর কাশীতে কাশীতে বমি, শিশু-দিগের দাঁত উঠিবার সময় কাশী, বৃদ্ধদিগের পুরাতন কাশী।

ইপিকা—শ্বাস-রোধকারী কষ্টদায়ক কাশী, কাশীর সময় বোধ হয় যেন বুক শ্লেষ্মা পূর্ণ কিন্তু শ্লেষ্মা উঠিতেছে না, শিশুরা কাশিতে কাশিতে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া নীলবর্ণ হইয়া পড়ে, বমনোদ্রেক ও বমন।

মার্কুরিয়স্‌-সল্‌—পুরাতন তরল কাশী, রাত্রিতে এবং বর্ষাকালে বৃদ্ধি, গলা হইতে বুক পর্য্যন্ত জ্বালা ও বেদনা, সর্দ্দির মথাধরা, সর্দ্দি, পেটের পীড়া ও জ্বর। শ্লেষ্মা লবণাক্ত, পচা, রক্তবর্ণ বা জলবৎ।

আর্সেনিক—বারে বারে একটু একটু জল পান, অস্থি-রতা; হাঁপানি ও শ্বাস কষ্ট, বিশেষতঃ সিঁড়িতে উঠিতে, শ্লেষ্মা অল্প উঠে কিন্তু উঠিতে অত্যন্ত কষ্ট।

সলফর—সবুজ বর্ণের মিষ্ট গয়ার, চর্ম্ম রোগ, বুকে শ্লেষ্মা ঘড়্‌ ঘড়্‌ করে, প্রাতঃকালে কাশীর বৃদ্ধি, দুর্ব্বল ও কৃশ লোকের পক্ষে উপযোগী। কাশী কিছুতেই উপ-শম বোধ হয় না, বুকে চাপিয়া ধরার ন্যায় বোধ। দিবা ভাগে সরল কাশী, শাদা বা হলুদ বর্ণ গয়ার উঠে কিন্তু রাত্রিতে শুষ্ক।

৩য়—স্বরভঙ্গের সহিত কাশী।

চিকিৎসা—মার্কুরিয়স-সল—সামান্য সর্দ্দির জন্য কাশী ও স্বরভঙ্গ।

ফসফরস—পীড়া কঠিনতর হইলে, অত্যন্ত কাশী ও স্বরভঙ্গ, কিম্বা কাশীর সঙ্গে বুকে অত্যন্ত বেদনা।

স্পঞ্জিয়া—স্বরভঙ্গ ও স্বরবন্ধ, স্বরভঙ্গের সহিত কাশী ও সর্দ্দি। মার্কুরিয়সে উপকার না হইলে ইহা দেওয়া যায়।

হেপার সলফর—স্বরভঙ্গের সহিত সবল কাশীতে উত্তম ঔষধ। সজোরে দলা দলা শ্লেষ্মা উঠে, ঠাণ্ডা লাগিলে বৃদ্ধি, পুরাতন অপাকের সহিত কাশী।

অপাকের সহিত কাশী—নক্সভমিকা, ভিরাট্রম, ব্রাইওনিয়া।

শিশুদিগের কাশী—ক্যামোমিলা, পলসাটিলা, জেলসিমিনম, এণ্টিমনি-টার্ট।

বমির সহিত কাশী—ইপিকা, এণ্টিমনি-টার্ট, ড্রসেরা।

বক্ষে বেদনার সহিত কাশী—ব্রাইওনিয়া, ফসফরস, সলফর।

রক্ত উঠার সহিত কাশী—ইপিকা, আর্নিকা, ফসফরস, সলফর।

পুরাতন কাশী—লাইকোপোডিয়ম, নেট্রম মার, স্পঞ্জিয়া, বেলেডনা, সলফর, ফসফরস।

সহকারী উপায়—অনেক সময় রোগী চেষ্টা করিয়া কাশী দমন করিতে পারে। যাঁহাদের সর্ব্বদাই সর্দ্দি ও কাশী

হয়, তাঁহাদের পক্ষে প্রতি দিন শীতল জলে স্নান এবং বুক, পিঠ, গলা প্রভৃতি শীতল জলে রগড়ান বিধেয়। পরিষ্কার স্থানে বাস, উপযুক্ত ব্যায়াম, পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন, ধূলা-জনতাপূর্ণ ও দুর্গন্ধময় স্থান পরিত্যাগ, কাশী রোগীর পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয়। শুষ্ক কাশীতে মুখে সর্ব্বদা মিশ্রি রাখা ভাল। গলা শুড় শুড় করিয়া সর্ব্বদা কাশী আসিলে গরম সেক দেওয়া মন্দ নহে। কাশী সহজে আরোগ্য না হইলে বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করাইয়া সুচিকিৎসকের ব্যবস্থা লইবে।

৪র্থ—হুপিং কাশী।

লক্ষণ—হুপিং কাশী সংক্রামক ও বহুব্যাপক পীড়া। ইহা প্রধানতঃ শিশুদিগেরই পীড়া। সুস্থকায় শিশুদিগের হুপিং কাশী তত কষ্টকর হয় না, কিন্তু রুগ্ন ও দুর্ব্বল-শরীর শিশুদিগের পক্ষে ইহা অতি কষ্টকর, এমন কি সময়ে সময়ে সাংঘাতিক পীড়া।

প্রথমে সামান্য সর্দ্দি, স্বরভঙ্গ ও কাশী উপস্থিত হয়। এই কাশী থাকিয়া থাকিয়া উপস্থিত হয়। অনেকক্ষণ অন্তর কাশী এক এক বার এমন প্রবল বেগে উপস্থিত হয় যে, বালকগণের মুখমণ্ডল রক্তিমাবর্ণ কিম্বা প্রায় কালিমাবর্ণ হইয়া উঠে, বোধ হয় যেন দম আট্‌কাইয়া যায়। "হুপ্" শব্দের ন্যায় এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়। দুই তিন ঘণ্টান্তর কাশী হয়, কাশী রাত্রিতে বৃদ্ধি হয়।

চিকিৎসা।—ইপিকা—রোগের প্রথমাবস্থায়, শুষ্ক কাশী, বোধ হয় যেন শ্বাস বন্ধ হইবে, প্রচুর শ্লেষ্মা বমন। দুই তিন ঘণ্টান্তর এক এক মাত্রা সেবনীয়।

ড্রসেরা—উচ্চৈঃস্বরে কাশী, স্বরভঙ্গ, কাশী পুনঃ পুনঃ, ঘর্ম্ম বাহির হয়, খাদ্য ও শ্লেষ্মা বমন হয়। প্রত্যেক কাশীর পর এক এক মাত্রা।

কুপ্রম—সাংঘাতিক প্রকার হুপিং কাশী, আক্ষেপ উপস্থিত হয়, সমস্ত শরীর শক্ত ও মুখ লালবর্ণ হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় গলায় শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করিলে কুপ্রমের সহিত পর্য্যায়ক্রমে এণ্টিমনি-টার্ট দেওয়া যায়।

সিনা—কৃমি লক্ষণের সহিত হুপিং কাশী।

কালি-বাইক্রম—শ্লেষ্মা আঠাবৎ শক্ত ও প্রচুর, গলায় লাগিয়া থাকে এবং তজ্জন্য বমি হয়।

বেলেডনা—রাত্রিতে কাশী বৃদ্ধি, গলায় বেদনা, মস্তকে রক্তাধিক্য, চক্ষু লালবর্ণ, নাসিকা দিয়া রক্ত পড়া। সাধারণ প্রকার হুপিং কাশীতে একোনাইটের পরে বেলেডনা উপকারী।

সহকারী উপায়—সহজ পাচ্য ও পুষ্টিকারক পথ্য পরিমিত পরিমাণে দেওয়া উচিত। পথ্য দুষ্পাচ্য ও পরিমাণে অধিক হইলে নিশ্চিত কাশী বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তজ্জন্য সাগু বা বার্লির জল সুপথ্য। অল্প অল্প মিশ্রি খাইতে দেওয়া ভাল। শিশু যাহাতে সন্তুষ্ট ও ক্রীড়াশীল থাকে তাহা করা কর্ত্তব্য, কারণ রাগ প্রভৃতি কারণে উত্তেজিত

হইলে তৎক্ষণাৎ কাশী বৃদ্ধি হয়। গলায় শর্ষপ তৈল তপ্ত করিয়া সর্ব্বদা মালিস করা ও গলা ভিজাইয়া রাখা উপকারী। আবশ্যক বিবেচনা করিলে বুকে ও গলায় গরম জলের ফোমেণ্ট করা যাইতে পারে।

৫ম—ঘুংরি কাশী।

লক্ষণ—ঘুংরি কাশীও শিশুদিগের পীড়া। ইহা শিশুদিগের একটী অতি সাংঘাতিক পীড়া। প্রথমে সামান্য সর্দ্দি বলিয়া বোধ হয়, তৎসঙ্গে জ্বর, স্বরভঙ্গতা, প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। এইরূপ স্বরভঙ্গতা শুনিলেই ঘুংরি কাশী বলিয়া সন্দেহ জন্মায়। এইরূপ দুই তিন ঘটার পরে রাত্রিতে রোগ বৃদ্ধি হয়, কাশী প্রবল হয়, শিশু মস্তক বালিসের পশ্চাৎ দিকে ঝুলাইয়া দেয়, শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হয়, নিশ্বাস-প্রশ্বাস সুচারু-রূপে না লইতে পারায় মুখমণ্ডল লালবর্ণ হইয়া উঠে। দুই চারি দিনের মধ্যে রোগ সাংঘাতিক হইতে পারে এবং দুর্ব্বলতা, শ্বাসবন্ধ অথবা আক্ষেপাদিবশতঃ মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসা—প্রথম লক্ষণে—একোনাইট পর্য্যায়ক্রমে স্পঞ্জিয়া।

বর্দ্ধিতাবস্থায়—কালি-বাইক্রম, স্পঞ্জিয়া, এণ্টিমনি-টার্ট, হেপার-সলফার।

স্বরভঙ্গতা ও কাশী—হেপার-সলফার, ফসফরাস, কার্ব্ব-ভেজ, সলফার।

একোনাইট—জ্বর থাকিলে।

হেপার্-সলফর—গলার ভিতরে শীঘ্র শীঘ্র শ্লেষ্মা জমে, শ্বাস-রোধের ভয়।

কালি-বাইক্রম—শ্লেষ্মা আঠাবৎ ও শক্ত থাকিলে হেপার-সলফর অপেক্ষা ইহা উৎকৃষ্ট।

স্পঞ্জিয়া—দিন রাত্রি ঘং ঘং কাশী, নিশ্বাসে কষ্ট হওয়া।

এণ্টিমনি-টার্ট—গলায় শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করে কিন্তু তুলিয়া ফেলিতে পারে না; শীতল ও লালবর্ণ মুখমণ্ডল; দুর্ব্বলতা ও শীতল ঘর্ম্ম।

মাত্রা—রোগ কঠিন হইলে প্রতি ১০।১৫ মিনিট অন্তর এবং তত কঠিন না হইলে দুই তিন ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা সেবনীয়।

সহকারী উপায়—যাহাতে রোগীকে কোন প্রকার উত্তেজিত করে এরূপ কোন কাজ করা উচিত নহে। গলায় ফ্লানেল দিয়া গরম জলের সেক দেওয়া ভাল। পা গরম রাখা ভাল। রোগের প্রাদুর্ভাব কালে জলই একমাত্র পথ্য। সময়ে সময়ে সাগু বা বার্লির জল দেওয়া যাইতে পারে। হঠাৎ দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে আহারের দিকে একটু দৃষ্টি রাখা ভাল। শিশু স্তনপান করিলে প্রসূতিরও আহারের নিয়ম রাখা একান্ত আবশ্যক।

১৯—ক্রিমি।

লক্ষণ—অক্ষুধা বা অতিরিক্ত অস্বাভাবিক ক্ষুধা, ঘন ঘন প্রস্রাব, প্রস্রাব ঘোলা, মুখ চোক রক্তহীন, নাকখোঁটা,

গুহ্যদ্বার চুলকান, ঘুমাইতে ঘুমাইতে দাঁত কিড়মিড় করা এবং চীৎকার করিয়া উঠা।

চিকিৎসা—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব—পুরাতন পীড়া, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল। ইহাতে ক্রিমির ধাতু নষ্ট করে।

সিনা—ক্রিমির উৎকৃষ্ট ঔষধ। মুখ দিয়া জল উঠা, গা বমি বমি, পেটকামড়ানি, নাক ও গুহ্য দ্বার চুলকান, শাদা ঘোলা প্রস্রাব প্রভৃতি ক্রিমি লক্ষণে ইহা নির্দ্দিষ্ট।

ইগ্নেসিয়া—গুহ্যদ্বার অত্যন্ত চুলকান, স্নায়বিক উত্তেজনা, মূর্চ্ছা।

টিউক্রিয়াম—গুহ্যদ্বার অত্যন্ত চুলকান, অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি।

মার্কুরিয়স—ক্রিমিবশতঃ পেটের পীড়া, পেটে বেদনা, বাহ্যের সময় কোঁথ পাড়া, ক্রিমি হেতু নাসিকা দিয়া রক্ত পড়া।

সলফর—অন্যান্য ঔষধ ব্যবহারের পর শেষে এই ঔষধ দেওয়া যায়। ইহাতে ক্যালকেরিয়ার ন্যায় ক্রিমির ধাতু নষ্ট করে।

সহকারী উপায়—লবণ ও জলের পিচকারী উত্তম। সকল প্রকার মিষ্ট, পচা, অপাচ্য খাদ্য নিষিদ্ধ। দাড়িম্বের শিকড়ের ছাল সিদ্ধ করিয়া খাইলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

২০—কোষ্ঠবদ্ধ।

আহারের অনিয়ম, আলস্য ও নির্জ্জন বাস, বারে বারে জোলাপ লওয়া, যকৃতের ক্রিয়া স্থগিত ও অন্ত্রের দুর্ব্বলতা-

বশতঃ এই পীড়া হইয়া থাকে। ঔষধ সেবনে অন্ত্রের পেশী সমুদয়কে সতেজ ও বলিষ্ঠ করিয়া সুস্থাবস্থায় আনিতে পারিলেই রোগ দূর হয়।

চিকিৎসা—নক্সভমিকা—তরুণ বা পুরাতন সকল প্রকার পীড়াতেই এই ঔষধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বারে বারে বাহ্যের চেষ্টা হয় কিন্তু খোলসা হয় না। অতিরিক্ত মদ্য ও ধূমপানবশতঃ পীড়া হইলে ইহা উপকারী।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের কোষ্ঠবদ্ধ—নক্সভমিকা, ওপিয়াম সিপিয়া।

সূতিকাবস্থায—ব্রাইওনিয়া, প্লাটিনা।

গাড়িতে ভ্রমণ করিয়া—প্লাটিনা, এলুমিনা।

আদৌ মলত্যাগের চেষ্টা হয় না—নক্সভমিকা।

যখন মল অতিশয় কঠিন—ল্যাকেসিস, প্লম্বম, সিপিয়া সলফার।

মল ছাগল নাদির মত—সাইলিসিয়া, ল্যাকেসিস।

ব্রাইওনিয়া—মলত্যাগের চেষ্টাই থাকে না, মাথাধরা, যকৃতের দিকে বেদনা, মল শুষ্ক ও কঠিন।

ওপিয়ম—অন্ত্রের মল বহিষ্করণের ক্ষমতা রহিত হইলে বৃদ্ধদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

কলিন্সোনিয়া—পুরাতন অর্শ থাকিলে।

হাইড্রাস্টিস্—উৎকৃষ্ট ঔষধ। অমিশ্র আরক বা ১x ডাইলুসন ব্যবহৃত হয়।

পডোফাইলম—শক্ত, শুষ্ক কঠিন মল, বাহ্যে গেলে মোটেই বাহ্যে হয় না, পেটে বেদনা।

পুরাতন পীড়ায়

নক্সভমিকা ও সলফর—সপ্তাহে দুইবার নক্স ও দুইবার সলফর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিবে। হাইড্রাসটিস্ উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঐ ঔষধে কোন উপকার না দর্শিলে ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব বা গ্রাফাইটিস দেওয়া যাইতে পারে।

সহকারী উপায়—কখন জোলাপ ব্যবহার করিবে না। সামান্য কোষ্ঠবদ্ধ হইলে জোলাপ লওয়া অভ্যাস বড়ই দূষনীয়। আজ কাল অনেককেই সপ্তাহে বা মাসে দুই এক বার জোলাপ লইতে দেখা যায়; ইহাতে পীড়া দূর না হইয়া ক্ষণিক উপ-শমের পর বরং বৃদ্ধি হয়। জল এই পীড়ার মহৌষধ,—প্রত্যহ প্রত্যূষে শীতল জল পান ও শীতল জলে স্নান অত্যন্ত উপকারী। পেটে শুটলে থাকিলে বা বহুদিন কোষ্ঠবদ্ধ থাকিয়া অত্যন্ত কষ্ট ও যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে, গরম জলের সহিত সাবান গুলিয়া পিচকারী দেওয়া যায়। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে শৌচে যাওয়া, মলত্যাগের চেষ্টা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করা, নিয়ম মত ভ্রমণ ও ব্যায়াম প্রভৃতি সামান্য সামান্য নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

পথ্য সম্বন্ধেও বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। দুগ্ধ, সরবত প্রভৃতি পানীয় যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবস্থা করা যায়। মাংসাহার ভাল নহে। পরিপক্ক ফল যথা পেঁপে, আম্র,

আর্তা প্রভৃতি অত্যন্ত উপকারী। চোকল মিশ্রিত ময়দার রুটি, দধি, ঘোল প্রভৃতিতে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে।

২১—ক্রন্দন।

শিশুরা অনেক সময়ে অত্যন্ত ক্রন্দন করিয়া থাকে। যখনই কান্দে তখনই যে কেবল ক্ষুধার জন্য কান্দে এমন নহে; তজ্জন্য যখন তখন শিশু কান্দিবামাত্র তাহাকে স্তন্যপান করাইয়া থামাইবার চেষ্টা নিষ্ফল ও অন্যায়। শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া তাহার অভাব, কষ্ট বা পীড়া স্থির করিতে হয়। অস্থিরতার সহিত ক্রন্দনে বিরক্তি বা অসুবিধা, পেটের দিকে পা গুটাইয়া ক্রন্দনে পেট কামড়ানি, মুখে আঙ্গুল পুরিয়া ক্রন্দনে দাঁত উঠার বেদনা, কাশিবার সময় ক্রন্দনে বুকে বেদনা বুঝায়।

চিকিৎসা—বেলেডনা—কোন বাহ্যিক কারণ না দেখিতে পাইলে ইহা দেওয়া যায়।

একোনাইট— জ্বর থাকিলে,—গা উত্তপ্ত, নাড়ী দ্রুত।

ক্যামোমিলা—ক্রমাগত পেটের দিকে পা গুটাইয়া ক্রন্দন পেট ফাঁপা ও পেটে বেদনা; বাহ্যে পাতলা।

ক্যাম্ফর—ক্যামোমিলায় কোন উপকার না হইলে এবং শিশুর অত্যন্ত বেদনা বোধ হইতেছে জ্ঞান হইলে ইহা পরিষ্কার চিনির সহিত মিশাইয়া মুখে অল্প অল্প দেওয়া যায়।

ব্রাইওনিয়া—কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে।

সহকারী উপায়—পেটে গরম জল দিয়া ফ্লানেলের সেক, গরম তৈল দিয়া পেটে মালিস, পায়ের উপর উপুড়

করিয়া শুয়াইয়া পিঠে আস্তে আস্তে চাপড়ানয় উপকার দর্শে।

২২—গ্রন্থি-স্ফীতি।

(বিচি আওড়ান।)

নানা কারণে শরীরের নানা স্থানের গ্রন্থি স্ফীত হইয়া থাকে। বেদনা, ফুলা, লালবর্ণ, শক্ত হওয়া, টন্‌টন্ করা প্রভৃতি লক্ষণসকল দেখিতে পাওয়া যায়। হিম লাগিয়া বা অন্য কোন কারণবশতঃ গলা, ঘাড বগল, কুচ্‌কি ইত্যাদি নানা স্থানের বিচি আওড়াইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা—বেলেডনা—প্রদাহযুক্ত ফুলা, উত্তাপ, টন্‌টন্ করা।

ক্যালকেরিয়া—গলা, ঘাড, বগল ও কুচ্‌কির বিচি ফুলিয়া শক্ত হইয়া থাকিলে এবং বিশেষতঃ তৎসঙ্গে কাণ দিয়া পুঁজ পড়া ও শ্রবণ-শক্তির হ্রাস থাকিলে ইহা উপকারী। ইহা প্রায়ই সলফরের পরে ব্যবহৃত হয়।

মার্কুরিয়স—গর্মির পীড়া হইতে হইলে ইহা বিশেষ উপকারী।

রসটক্স—সামান্য গ্রন্থি-স্ফীতির ইহা একটি উত্তম ঔষধ।

সলফর—পারা ব্যবহার, চর্ম্মরোগ, স্ক্রফুলা ইত্যাদি কারণবশতঃ বিচি ফুলা, শক্ত হইয়া থাকা বা পাকা।

হেপার-সল্‌ফ—বিচি ফুলিয়া থাকিলে ও পূজ জমিলে ইহা দেওয়া যায়।

হামের পর গ্রন্থি-স্ফীতি:—মার্কুরিয়স-আওড, ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব, লাইকোপোডিয়ম।

নূতন গ্রন্থি-স্ফীতি:—বেলেডনা, রসটক্স, হেপার-সলফর, সাইলিসিয়া।

পুরাতন গ্রন্থি-স্ফীতি:—আওডিয়ম, মার্কুরিয়স-আওড, কালি-আওড, ক্যালকেরিয়া, সলফর।

সহকারী উপায়—বেদনাযুক্ত স্থান গরম কাপড়ে আবৃত করিয়া রাখিবে, হিম লাগাইবে না বা জলে ভিজাইবে না। বেদনা স্থানে চূন লাগাইলে অনেক সময়ে উপকার দর্শে। সামান্য গ্রন্থি-স্ফীতিতে টিংচার আওডিন লাগাইলে সারিয়া যায়। ফ্লানেল দিয়া গরম জলের সেক দিলেও উপশম বোধ হয়।

২৩—গলগণ্ড।

কণ্ঠের সম্মুখস্থিত একটী গ্রন্থি স্ফীত হইয়া এইরূপ আকার ধারণ করে। গলগণ্ড বৃহদাকারের হইলে শ্বাসনালীর উপর চাপবশতঃ নিশ্বাস রুদ্ধ করে। কেহ কেহ বলেন পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের, বিশেষতঃ যাহারা অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করে তাহাদের এই পীড়া বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। গলগণ্ড স্থান ও জলের দোষে জন্মিয়া থাকে।

চিকিৎসা—স্পঞ্জিয়া—প্রায়ই ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় দুই বার করিয়া ৩ দিন খাইয়া এক সপ্তাহকাল বন্ধ দিবে। আবার ঐরূপ খাইয়া বন্ধ দিবে।

পুল্‌স—যদ্যপি শিরাসকল অত্যন্ত স্ফীত, পূর্ণ ও বেদনা-যুক্ত হয়।

আওডিন—স্পঞ্জিয়ায় কোন ফল না দর্শিলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। গলগণ্ড অত্যন্ত কঠিন, দুরারোগ্য, এবং কোন বিশেষ লক্ষণ না থাকিলে ইহা প্রযুজ্য।

মার্কুরিয়স-আওড—অত্যন্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী গলগণ্ড এবং যখন উহা ঔষধ ব্যবহার সত্ত্বেও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সেবনের নিয়ম স্পঞ্জিয়ার ন্যায়।

ক্যালকেরিয়া—উত্তম ঔষধ।

গলগণ্ডের সূত্রপাত মাত্র ঔষধ প্রয়োগ করা ভাল, কারণ উহা বড় হইয়া উঠিলে আর বড় একটা আরোগ্য হয় না।

২৪—গলক্ষত।

লক্ষণ—গলমধ্যদেশ স্ফীত ও রক্তবর্ণ, গলাধঃকরণে ও শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট এবং কখন কখন বা জ্বর থাকে। পীড়া সামান্য আকারের হইলে শীঘ্রই আরাম হইয়া যায়; ভীষণ আকারের হইলে গলদেশে ক্ষত এবং শ্বাসনলী পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়; তখন শ্বাসরোধ এবং নাসিকা দিয়া কথা বাহির হইতে থাকে। সর্দ্দি, অতি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, গান বা বক্তৃতা করা, পারা খাইয়া বা গর্ম্মির পীড়াতে গলক্ষত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—বেলেডনা—গলমধ্যদেশ রক্তবর্ণ, গলাধঃকরণে বেদনা।

মার্কুরিয়স—বোধ হয় যেন গলার ভিতর কি একটা রহি-

যাছে, রাত্রিকালে পীড়ার বৃদ্ধি, কথন কথন অতিশয় লালা নিঃসরণ।

ল্যাকেসিস—গলার ভিতর শুড় শুড় করে, তজ্জন্য বারে বারে কাশীতে হয় এবং নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার ন্যায় বোধ হয়। গলায় বেদনা, কামড়ানি এবং জ্বালা।

আর্সেনিক—অতিশয় দুর্ব্বলতা থাকিলে এবং গলার ভিতর পচিয়া যাওয়ার মত হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

একোনাইট—গলার ভিতর শুষ্কতা, উত্তাপ, স্বরভঙ্গ, এবং আনুষঙ্গিক জ্বর থাকিলে এবং পীড়া সর্দ্দিবশতঃ হইলে প্রথমাবস্থায় ইহা ব্যবহার করিবে।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব—বেলেডনা ও মার্কুরিয়াসে কোন ফল না দর্শিলে; যদ্যপি টন্সিল গ্রন্থিদ্বয় প্রদাহিতহয়।

সহকারী উপায়—একখণ্ড কাপড় শীতল জলে ভিজাইয়া পরে নিংড়াইয়া ফেলিয়া উহা গলার চতুর্দ্দিকে জড়াইবে এবং তাহার উপর কলার পাত বা গটাপার্চা দিয়া তদুপরি দুই তিন পুরু ফ্লানেল জড়াইবে। রাত্রিতে শয়নের সময় এইরূপ করিলে গলার বেদনার শীঘ্রই উপশম হয়।

ব্যারিষ্টার, ধর্ম্ম-প্রচারক, ব্যবসায়ী, গায়ক, বক্তা প্রভৃতি যাহাদের স্বরযন্ত্রের অযথা সঞ্চালন হয় তাহাদের দাড়ী রাখা ভাল।

২৩—গর্ভাবস্থার পীড়া।

গর্ভাবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বিশেষ উপসর্গ দেখিতে

পাওয়া যায়; তজ্জন্য উহাদের চিকিৎসা পৃথক লিখিত হইল। গর্ভাবস্থার পীড়াসমূহের চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা ও মনোযোগের আবশ্যক। কোন উপসর্গ অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও স্বাস্থ্য হানিকর না হইলে ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে।

১—বমন।

মুখ দিয়া জল উঠা, গা বমি বমি ও বমন গর্ভসঞ্চারের প্রথম ও একটী প্রধান লক্ষণ। ইহা প্রায়ই প্রাতঃকালে, আহারের পূর্ব্বে ও পরে হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—ইপিকা—সদত অত্যন্ত গা বমি বমি থাকে, পৈত্তিক বা শ্লেষ্মা বমন হয়।

নক্সভমিকা—অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মুখ দিয়া অত্যন্ত জল উঠিলে মার্কুরিয়স দিবে।

পলসাটিলা—সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে বমন হইলে ইহা উত্তম।

প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া গরম দুধ খাইলে অনেক সময় উপকার দর্শে।

২—কোষ্ঠবদ্ধ।

গর্ভাবস্থায়, বিশেষতঃ পূর্ণাবস্থায়, কোষ্ঠবদ্ধ স্বাভাবিকই লক্ষণ। ইহা পীড়া বলিয়া মনে করা উচিত নহে, তবে যখন কোষ্ঠবদ্ধ হেতু কোন যন্ত্রণা, ক্ষুধামান্দ্য, অনিদ্রা, অপাক প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয় তখনই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

চিকিৎসা—নক্সভমিকা—উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে কোন

ফল না হইলে ব্রাইওনিয়া দিবে। অন্য কোন ঔষধে ফল না দর্শিলে অনেক সময়ে সিপিয়া দেওয়া যায়।

কোন প্রকার জোলাপ একেবারে নিষিদ্ধ। দুগ্ধ, পক্ক সুমিষ্ট ফল, শীতল জল পান ও শীতল জলে প্রত্যহ স্নান উত্তম।

৩—উদরাময়।

গর্ভাবস্থায় উদরাময় বা পেটের পীড়া অত্যন্ত খারাপ পীড়া। ইহাতে শরীর দুর্ব্বল হইয়া গর্ভ নষ্ট হইতে পারে।

চিকিৎসা—ক্যামোমিলা—উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পলসাটিলা—ক্যামোমিলার পর দেওয়া যায়, বিশেষতঃ যদি মল সবুজবর্ণ ও জলবৎ এবং মলত্যাগের পূর্ব্বে বেদনা থাকে।

সলফর—অন্যান্য কোন ঔষধে ফল না দর্শিলে ইহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বুকজ্বালা থাকিলে চায়না এবং আহারের অনিয়ম বশতঃ হইলে পলসাটিলা দেওয়া যায়। মুখে টক বা তিক্ত আস্বাদ বোধ হইলে নক্সভমিকা অথবা উহা চায়নার সহিত পর্য্যায়-ক্রমে ব্যবহার করা যায়।

আহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। যাহাতে পীড়া শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য হয় তৎপ্রতি মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

৪—গর্ভস্রাব।

ইহা গর্ভাবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক পীড়া। ইহাতে যে কেবল ভ্রূণের জীবন নষ্ট হয় এমত নহে, প্রসূতির জীবনও

সংশয় হইয়া উঠে। একবার গর্ভস্রাব হইলে পুনর্ব্বায় ঠিক সেই সময়ে আবার এই বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা থাকে।

লক্ষণ—ঋতুর পূর্ব্বে শরীরে যেরূপ অসুস্থতা বোধ হয়, ইহার প্রথমেও ঠিক সেইরূপ অনুভব হইতে থাকে। পরে অসহ্য বেদনা, অল্প বা অধিক রক্তস্রাব, পরে জল বাহির হইয়া ভ্রূণের নির্গমন হইয়া থাকে। নানা প্রকার বাহ্যিক কারণ যথা পতন, আঘাত, পা পিছলাইয়া যাওয়া, অত্যন্ত ভারী দ্রব্য তোলা, শোক দুঃখ প্রভৃতি অত্যন্ত মানসিক উদ্বেগ জন্য গর্ভস্রাব হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—সিকেলি—অত্যন্ত প্রসব বেদনা ও তৎসঙ্গে কাল জমাট রক্ত নির্গত হয়। পূর্ণগর্ভ নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে ইহা আরও উত্তম।

স্যাবাইনা—গর্ভস্রাব, প্রচুর উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব, জরায়ুতে উত্তাপ ও বেদনা বোধ। যাহাদের প্রায় তৃতীয় মাসে গর্ভ নষ্ট হইয়া যায় তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

একোনাইট—নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত, রক্তের উত্তেজনা বিশিষ্ট লক্ষণ সকল উপস্থিত থাকিলে ইহা বা ইহার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ বিধেয়। ভয়জনিত গর্ভস্রাবে এবং অত্যন্ত মৃত্যু-ভয় উপস্থিত থাকিলে ইহা উপকারী।

আর্নিকা—পতন, আঘাত, অত্যন্ত পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে হইলে ইহা অন্য ঔষধের সঙ্গে প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ আশ্চর্য্য ফল দর্শে। গর্ভস্রাবের পূর্ব্ব লক্ষণে যখন শরীর

"অসুখ অসুখ" করিতে থাকে, তখন এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে গর্ভস্রাবের আশঙ্কা একেবারে দূর হইয়া যায়।

সহকারী উপায়—সামান্য রক্ত দেখা দিলে রোগী স্থির হইয়া শুইয়া থাকিবে এবং যতক্ষণ না সমস্ত আশঙ্কা একেবারে দূরীভূত হয়, ততক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকিবে। কেবল মাত্র পা স্থির রাখা উদ্দেশ্য নহে; সমগ্র শরীরের বিশ্রাম অত্যাবশ্যকীয়। গর্ভাবস্থায় স্বামী সহবাস, মানসিক চিন্তা ও উদ্বেগ, অধিক পরিশ্রম, অস্বাস্থ্যকর আহার পরিবর্জ্জনীয়।

নিবারণের উপায়—যাহাদের একবার গর্ভস্রাব হইয়াছে তাহাদের পুনরায় গর্ভসঞ্চার হইলে, বিশেষতঃ ঠিক যে সময়ে একবার গর্ভ নষ্ট হইয়াছে সেই সময়ে, বিশেষ সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য। একবার যে সময়ে গর্ভস্রাব হইয়াছে তাহার দুই তিন মাস পূর্ব্ব হইতে দিন একবার দুইবার করিয়া সিকেলি বা স্যাবাইনা সেবন করিবে। যদি প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে পূর্ব্বে এরূপ বিপদ ঘটিয়া থাকে তবে স্যাবাইনা এবং শেষাশেষী সময়ে ঘটিয়া থাকিলে সিকেলি প্রয়োগ করিবে। শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অন্যান্য নিয়মসকল প্রতিপালনও আবশ্যক।

৫—পা-ফুলা।

গর্ভের পূর্ণাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের পা, উরুদেশ এবং এমন কি স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত ফুলিয়া থাকে। জরায়ু মধ্যে ভ্রূণের ভারে নিম্নাঙ্গে যথারূপ রক্ত-সঞ্চালনের ব্যাঘাতই ইহার প্রধান কারণ।

চিকিৎসা—আর্সেনিক—পা শীতল, ফুলার সহিত অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, দুর্ব্বল নাড়ী।

এপিস—শীঘ্র শীঘ্র অত্যন্ত অধিক ফুলা, প্রস্রাবের কষ্ট।

চায়না—উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি কারণে দুর্ব্বলতা হেতু হইলে।

সলফার—পূর্ব্বকার চর্ম্মরোগ গর্ভাবস্থায় বিলুপ্ত হইয়া গেলে ইহা বিশেষ উপকারী।

সহকারী উপায়—বসিয়া থাকিবার সময় পা উচ্চ স্থানে রাখিবে। ভ্রমণ অপেক্ষা দাঁড়াইয়া থাকা দূষনীয়। রাত্রিকালে শয়নের পর ফুলা বেশ কমিয়া যায়।

২৬—চক্ষু-প্রদাহ।

(চোক-উঠা।)

লক্ষণ—চক্ষুর শ্বেত অংশ লালবর্ণ, চক্ষুতে উত্তাপ ও বেদনা, বালি পড়ার ন্যায় কর্ কর্ করে। আলোক অসহ্য, চক্ষু শুষ্ক বোধ বা অবিশ্রান্ত জল পড়ে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে কখন জ্বরও থাকে। চক্ষুতে ধূলি, ধূম, রৌদ্র, অপরিশুদ্ধ বা শীতল বায়ু, তেজস্কর জ্যোতিঃ লাগা প্রভৃতি কারণ বশতঃ এই পীড়া উৎপন্ন হয়।

১ম—তরুণ চক্ষু-প্রদাহ।

চিকিৎসা—একোনাইট—প্রায় সকল প্রকার তরুণ প্রদাহে, বিশেষতঃ অত্যন্ত বেদনা এবং আলোক অসহ্য হইলে উপযোগী। দ্রুত নাড়ী, গাত্র শুষ্ক, পিপাসা, ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে।

আর্নিকা—কোন প্রকার চোট বা আঘাতবশতঃ চক্ষু প্রদাহ উপস্থিত হইলে।

আর্সেনিক—হিম লাগিয়া দুর্ব্বল দেহ ব্যক্তির চোক উঠিলে, চক্ষুতে জ্বালাজনক পিচুটি পড়িলে, চক্ষুতে অত্যন্ত জ্বালা ও বেদনা এবং গরম বোধ হইলে।

বেলেডনা—চক্ষু অত্যন্ত লালবর্ণ, আলোক অসহ্য, চক্ষুর চারিদিকে ও ভিতরে কামড়ানির ন্যায় বেদনা। এই ঔষধ কখন কখন একোনাইটের সহিত পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া যায়।

ইউফ্রেসিয়া—হিম লাগিয়া চোক উঠা, চক্ষু দিয়া অত্যন্ত জল পড়া, চক্ষুতে বালি পড়ার ন্যায় কষ্ট বোধ, কপালে ও নাসিকার গোড়ায় সর্দ্দি লাগার ন্যায় বেদনা। চক্ষু দিয়া অত্যন্ত জল পড়াই ইহার প্রধান লক্ষণ।

মার্কুরিয়স-সল—প্রথমে জল, শেষে পিচুটি ও পূঁজ পড়া, চক্ষুর পাতা লাগিয়া থাকে, চক্ষুতে অত্যন্ত বেদনা ও চুলকানি। ইহা প্রায়ই বেলেডনার পর ব্যবহৃত হয়।

পলসাটিলা—চক্ষুতে ছুঁচ বিদ্ধের ন্যায় বোধ, বহির্বায়ুতে গমন করিলেই চক্ষু দিয়া অত্যন্ত জল পড়ে, চক্ষুর পাতা স্ফীত।

হেপার-সলফার—পূঁজযুক্ত চক্ষু-প্রদাহ।

আর্জেণ্টম-নাইট্রিকম—শিশুদিগের পূঁজযুক্ত চক্ষু প্রদাহে ইহা একটী মহৎ ঔষধ। চোক উঠিলে চক্ষুতে আর্নিকার লোসন প্রয়োগ উপকারী।

সহকারী উপায়—চক্ষুর উত্তেজক সকল প্রকার দ্রব্য হইতে চক্ষুকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং রোগীকে অর্দ্ধ বা সম্পূর্ণ অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে চক্ষু ঈষৎ উষ্ণ জলে বা দুধে জলে মিশাইয়া ধৌত করিলে ভাল হয়। চোক উঠার সঙ্গে জ্বর থাকিলে পথ্য সম্বন্ধে সাবধানতার আবশ্যক। যত দিন পর্য্যন্ত চক্ষু সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হয়, ততদিন রৌদ্র, আলোক বা ধূলায় বাহির হইবে না। চক্ষুতে আলোক ও ধূলা হইতে রক্ষা করিবার জন্য নীল বা সবুজ রঙ্গের চসমা ব্যবহার করিবে।

২য়—পুরাতন চক্ষু-প্রদাহ।

লক্ষণ—অনেক সময় তরুণ অবস্থায় তাচ্ছিল্য বা অমনোযোগ হেতু চক্ষু প্রদাহ (চোক উঠা) পুরাতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তরুণ অবস্থা সম্পূর্ণ না যাইতে যাইতেই কার্য্য-ক্ষেত্রে বাহির হইলেই পীড়া আরাম হইতে না পাইয়া পুরাতন হইয়া যায়।

চিকিৎসা—সলফর—প্রথম ব্যবহৃত হয়।

ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব—সলফারের পর প্রয়োগ করিতে হয়।

হেপার-সল্‌ফ—বেলেডনা বা মার্কুরিয়সের পর উৎকৃষ্ট ঔষধ। যদ্যপি পীড়া আরোগ্য হইতে বহু দিন বিলম্ব হয় তবে ইহা ব্যবহার করিবে।

২৭—চুলকানি পাঁচড়া।

ইহা ছোঁয়াচে রোগ। এই পীড়া চর্ম্মের নিম্নে একেরাস

নামক এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম কীট হইতে উৎপন্ন হয়। চুলকান এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ। এই কীট সকল প্রায়ই শরীরের কোমল অংশসকল আক্রমণ করে। বালকদিগের পাছা, উরু, পা ও হাতে প্রায়ই এই রোগ হইয়া থাকে। সামান্য ফুস্কুড়ি হইতে ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গে ঘা হয়; ইহাই পাঁচড়া। পাঁচড়ার ঘার বিবরণ বাহুল্য।

চিকিৎসা—সলফার—চুলকানি ও পাঁচড়া উভয় রোগেরই ইহা একমাত্র উৎকৃষ্ট ঔষধ। দিবসে দুই তিন বার খাইতে দেওয়া যায়। অসহ্য চুলকানি ;—চামড়া ছিড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়, চুলকানি রাত্রিকালে বৃদ্ধি, চুলকানির পর জ্বালা ইত্যাদি সলফারের লক্ষণ।

এতদ্ব্যতীত শুষ্ক চুলকানিতে মার্কুরিয়স ও সলফর ৩।৪ দিন অন্তর পর্য্যায়ক্রমে যত দিন না কোন উন্নতি বা পরিবর্ত্তন দেখা যায়। কোন নূতন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কার্ব্ব-ভেজিটেব্লিস্ বা হেপার্ প্রযুজ্য।

পাঁচড়ায় সলফার ও লাইকোপোডিয়ম পর্য্যায়ক্রমে ৩।৪ দিন অন্তর ব্যবস্থা। পাঁচড়া শুকাইয়া আসিলে কার্ব্ব-ভেজিটেব্লিস বা মার্কুরিয়স দিবে। সলফার ও লাইকোপোডিয়মে কোন ফল না দর্শিলে দিন একমাত্রা করিয়া কষ্টিকম দিবে। ইহাতেও কোন ফল না হইলে এক দিন অন্তর এক মাত্রা করিয়া মার্কুরিয়স প্রয়োগ করিবে।

সহকারী উপায়—গন্ধকের মলম বাহ্যিক প্রয়োগে

বিশেষ উপকার দর্শে। প্রথমে গরম জল ও সাবান উত্তম রূপে ধৌত করিয়া ঐ মলম লেপন করিবে। পীড়িত ব্যক্তির কাপড়, গামছা অন্য কেহ ব্যবহার করিবে না। পীড়া আরোগ্য হইয়া গেলেও পুরাতন বস্ত্রাদি রজকের বাড়ী না দিয়া কখন ব্যবহার করিবে না, কারণ কীট সকল উহাতে সংলগ্ন থাকে এবং পরে গাত্রে পুনঃ প্রবেশ পূর্ব্বক পীড়া উৎপাদন করে। ঔষধ অপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই এ পীড়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। পীড়ার যন্ত্রণায় যে সে মলম ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

২৮—জ্বর।

জ্বর নানাপ্রকার আছে, তন্মধ্যে সর্দ্দি জ্বর, সামান্য জ্বর, এক জ্বর, সবিরাম ও ম্যালেরিয়া জ্বর, সান্নিপাতিক বিকার জ্বর এবং আতিসারিক বিকার জ্বর প্রধান। শেষোক্ত পীড়া দুইটী সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও সাংঘাতিক। অধিকাংশ রোগের সঙ্গেই জ্বর থাকে অথবা শেষে জ্বর আসিয়া উপস্থিত হয়; তখন কেবল জ্বরের চিকিৎসা না করিয়া সেই সেই রোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

জ্বর কাহাকে বলে সকলেই জানেন। যদিও জ্বরকালে প্রত্যেক শরীরে প্রায় ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তথাপি জ্বরের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে:—

১ম। গাত্রের উত্তাপ বৃদ্ধি। ইহা জ্বরের একটী প্রধান

লক্ষণ। উত্তাপ পরীক্ষা করিতে তাপমান যন্ত্র (থার্ম্মিটার) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাপমান যন্ত্রের ৯৮.৪ ডিগ্রি গাত্রের স্বাভাবিক উত্তাপ; ১০১ ডিগ্রি হইলে সামান্য জ্বর, ১০৩ পর্য্যন্ত মধ্যম, ১০৫ বা ১০৬ হইলে ভয়ানক জ্বর বলা গিয়া থাকে। তাপমান যন্ত্র দ্বারা জ্বর পরীক্ষা অতি সহজ; যাঁহারা নাড়ী দেখিতে জানেন না তাঁহাদের একটী করিয়া এই যন্ত্র রাখা কর্ত্তব্য। তাপমান যন্ত্র কাচনির্ম্মিত, সুতরাং অতি ভঙ্গপ্রবণ। বিশেষ সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে না পারিলেই ইহা বড় ভাঙ্গিয়া যায়।

২য়। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম যথা নাড়ী দ্রুত হয়। নাড়ীর দ্রুততা বা বেগ জ্বরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও বিশেষ লক্ষণ। নাড়ীতে বেগ হয় নাই, অথচ জ্বর হইয়াছে এমন কখনই হইতে পারে না। অতি সামান্য মাত্র জ্বরও নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা অনুভূত হয়। নাড়ী দেখা অভ্যাসের ও অভিজ্ঞতার কাজ।

৩য়। নিঃস্রবের পরিবর্ত্তন। গাত্র শুষ্ক, প্রায়ই ঘাম থাকে না; কোষ্ঠবদ্ধ, মুখ শুষ্ক; প্রস্রাব লালবর্ণ ও অল্প ইত্যাদি।

৪র্থ। শ্বাস ক্রিয়ার ব্যতিক্রম। স্বাভাবিক অপেক্ষা নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হইয়া থাকে।

৫ম। স্নায়ুবিধানের বিশৃঙ্খলা। কম্প, পরিশ্রান্তি, শিরঃপীড়া, গাত্র বেদনা, অস্থিরতা, প্রলাপ প্রভৃতি স্নায়ুবিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

৬ষ্ঠ। সাধারণ লক্ষণ। আহার ও সমীকরণ অপেক্ষা তন্ত সকলের অধিকতর ক্ষয় হেতু শরীর দুর্ব্বল ও কৃশ, মাংসপেশী ও মেদের হ্রাস, রক্তাল্পতা ঘটিয়া থাকে।

জ্বর অধিক দিন স্থায়ী হইলে শরীরের বিভিন্ন যন্ত্র সকলও ক্রমশঃ আক্রান্ত হয়। প্লীহা ও যকৃৎ বর্দ্ধিত হওয়ায় রোগীর অতি শোচনীয় অবস্থা উৎপন্ন হয়। তজ্জন্য, জ্বর যাহাতে পুরাতন হইয়া না পড়ে তাহার বিশেষ চেষ্টা প্রথম হইতে করা কর্ত্তব্য।

১ম, সর্দ্দি জ্বর।

লক্ষণ—প্রথমে শীত করিয়া সামান্য জ্বর এবং তৎসঙ্গে সর্দ্দি ও কাশী, নাসিকা রুদ্ধ, হাঁচি, চক্ষু দিয়া অনবরত জল পড়া ও লালবর্ণ, গলায় ও মস্তকে বেদনা, মস্তকে ভার বোধ ইত্যাদি থাকে। জলে ভিজিয়া, শীতল বায়ু অথবা হঠাৎ অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা গরম লাগিয়া, শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হওয়ার পরে হঠাৎ ঠাণ্ডা করায় সর্দ্দি ও জ্বর হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—একোনাইট—যখন অত্যন্ত জ্বর, উত্তপ্ত ও শুষ্কগাত্র, ঘন ঘন নিশ্বাস থাকে তখন ইহা ব্যবস্থা। সর্দ্দির প্রারম্ভে এই ঔষধ প্রযুক্ত হইলে পীড়া অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়, তজ্জন্য সর্দ্দি বা সর্দ্দিজনিত সকল রোগেই সর্ব্ব প্রথমে এই ঔষধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ক্যাম্ফর—প্রথমে যখন শীত বোধ এবং সর্দ্দি লাগিবার উপক্রম বোধ হয় তখন ইহা প্রযুক্ত হইলে বিশেষ ফল

দর্শে। প্রতি অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টান্তর দুই তিন ফোটা ক্যাম্ফর প্রযুজ্য।

নক্সভমিকা—যখন কপালে ভারবোধ, দিবসে নাসিকা দিয়া সর্দ্দি পড়ে কিন্তু রাত্রিতে নাসিকা বন্ধ, মাথা ভার, এবং গাত্রে বেদনা থাকে।

আর্সেনিক—যদি নাসিকা দিয়া অতিরিক্ত জলবৎ ও জ্বালাজনক সর্দ্দি নির্গমন, নাসিকার চতুর্দ্দিকে বেদনা, শরী-রের অত্যন্ত দুর্ব্বলতা কিম্বা গরমে আরাম বোধ হয়।

ক্যামোমিলা—যখন গলাভাঙ্গা, শ্বাসপথে সর্দ্দি ঘড় ঘড় করে, যেখান হইতে সর্দ্দি নির্গমন হয় সেখানে বেদনা, কিম্বা কম্প অথচ শরীরের অভ্যন্তরে গরম বোধ থাকে।

কালি-আইয়ড্—নাসিকা হইতে অতিরিক্ত ঘন সর্দ্দি নির্গমন অথচ জ্বালাশূন্য এবং প্রদাহ থাকে।

মার্কুরিয়স-সল—যদি অত্যন্ত হাঁচি ও নাসিকা হইতে অতিরিক্ত সর্দ্দি নির্গমন এবং তৎসঙ্গে বেদনা কিম্বা গলাভাঙ্গা এবং ঘর্ম্মের উদ্রেক থাকে।

ফসফরস—যদি অত্যন্ত সর্দ্দি, গলাভাঙ্গা, বুকে বেদনা, শুষ্ক কাশী থাকে।

সহকারী উপায়—সর্দ্দি লাগিলে দুই একদিন বাড়ীতে এবং ঈষৎ উষ্ণ গৃহে আবদ্ধ থাকা ভাল। গরম জলে স্নান কিম্বা গরম জলে পা ধোয়া উৎকৃষ্ট উপায়। স্নান বা পা ধোয়ার পর গরম কাপড় গায়ে দিলে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে,

তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। যাঁহাদের সদাসর্ব্বদা সর্দ্দি লাগিবার আশঙ্কা থাকে তাঁহাদের প্রতি দিন শীতল জলে অবগাহন অত্যুত্তম। শিশুদিগের যাঁহাতে সর্দ্দি না লাগে তাহাতে গা ও পা ভাল করিয়া আবৃত রাখা উচিত। মাথায় টুপি দিয়া পা খুলিয়া রাখা অতি অন্যায়; মাথা অপেক্ষা পা আগে গরম রাখা উচিত। ঠাণ্ডায় যাইবার সময়ে মুখ দিয়া নিশ্বাস না লইয়া নাসিকা দিয়া নিশ্বাস লইলে সর্দ্দি না লাগিবার সম্ভব।

২য়, সামান্য জর।

ঠাণ্ডা লাগান, ভিজা কাপড়ে থাকা, জলে ভিজা, অতি-রিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, আহারের অনিয়ম প্রভৃতি কারণে এই জর হইয়া থাকে। প্রথমে শীত করিয়া বা কম্প দিয়া জর আরম্ভ হয়, পরে গা শুষ্ক ও উত্তপ্ত, গায়ে বেদনা, পিপাসা, মাথাধরা, নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত, ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস, ক্ষুধা মান্দ্য এবং অল্প প্রস্রাব।

এই জরের সহিত যদি অন্য কোন যান্ত্রিক প্রদাহ না থাকে তবে ইহা শীঘ্রই আরাম হইয়া যায়।

চিকিৎসা—একোনাইট—অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। একো-নাইট ৩য় ক্রম এক এক ফোটা দুই তিন ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিলে ঘর্ম্ম হইয়া গাত্রের তাপ অল্প হইয়া ক্রমশঃ জর ছাড়িয়া যায়।

বেলেডনা—যদি প্রলাপ বকা, অজ্ঞানতা, চক্ষু-কণীনিকার

বিস্তৃতি, শিরঃপীড়া থাকে। ইহা একোনাইটের সহিত পর্য্যায়ক্রমেও দেওয়া যায়।

ব্রাইওনিয়া—মাথাবেদনা, কাশী এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, জিহ্বার হরিদ্রা বর্ণ ময়লা, কোষ্ঠবদ্ধ, গাত্রে বেদনা, জলপানের পর পিত্তবমন, অতিশয় তৃষ্ণা, মুখ লালবর্ণ।

পেটের দোষ বেশী থাকিলে—ইপিকা, নক্সভমিকা, পলসাটিলা।

পৈত্তিক লক্ষণ বেশী থাকিলে—একোনাইট, ব্রাইওনিয়া, নক্সভমিকা।

শ্লৈষ্মিক লক্ষণ প্রবল থাকিলে—মার্কুরিয়স, পলসেটিলা, রসটক্স।

কৃমি লক্ষণ প্রবল থাকিলে—সিকুটা, সিনা, মার্কুরিয়াস, স্পাইজিলিয়া।

অজীর্ণ হেতু জ্বর হইলে—ইপিকা, পলসেটিলা, এণ্টি-মোনিয়ম, নক্সভমিকা, সলফার।

সহকারী উপায়—রোগীর গৃহ নির্জ্জন, শীতল ও বায়ুযুক্ত, বিছানা পরিষ্কার এবং রোগীর পছন্দ মত হইবে। বিছানার চাদর সর্ব্বদা বদলাইয়া জলে কাচিয়া দিবে। পিপাসা নিবারণার্থে ঘন ঘন অল্প অল্প শীতল বা বরফ জল পান করিতে দিবে। পথ্য সাগু, বার্লি বা আরারুট। জ্বর আরোগ্যের সহিত অন্য পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

৩য়, একজ্বর।

জ্বর না ছাড়িয়া যদি ক্রমাগত ভোগ করিতে থাকে অথবা

সকালে গায়েব উত্তাপ একটু মাত্র হ্রাস হইযা বৈকালে পুনরায বৃদ্ধি হয তবে তাহাকে একজ্বর বা স্বল্প-বিরাম জ্বর (বেমিটাণ্ট-ফিভাব) কহে। প্রথমে শীত হইযা পবে উষ্ণতা বৃদ্ধি, গাত্রদাহ, পিপাসা, গাত্র শুষ্ক কোষ্ঠবদ্ধ, বমি, পেটে বেদনা, মাথাধবা উপস্থিত হয। পীড়া কঠিন না হইলে দুই এক সপ্তাহেব অধিক কাল ভোগ করে না। সমযে সমযে একজ্বর সাংঘাতিক হয, সহজে না গিযা যদি পীড়া ভযানক আকাব ধাবণ করে তাহা হইলে শবীবেব তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয, ১০৫।১০৬ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিযা থাকে, বোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত হয, এবং প্রলাপ লক্ষণ সকল দেখা যায। বালকদিগের একজ্বরে প্রায়ই এইরূপ অবস্থা হইয়া উঠে।

চিকিৎসা—একোনাইট উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্দ্দি জন্য জ্বব, গাত্রে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণে ইহা উপকাবী।

বেলেডনা—মস্তিষ্ক লক্ষণ যথা মাথাধরা, প্রলাপ, মুখ রক্তিমাবর্ণ, অনিদ্রা, পিপাসা, অস্থিরতা থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে।

ভেবেট্রম-ভিবিডি—মাথাব সম্মুখ দিকে অত্যন্ত বেদনা, বমনোদ্রেক ও দুর্ব্বলতা।

জেলসিমিনম্—স্বল্পবিরাম জ্বরে এই ঔষধ উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ স্নায়বীয় লক্ষণ প্রকাশ হইলে।

সহকারী উপায়—সবিরাম জ্বর দেখ।

৪র্থ, সবিরাম জ্বর।

এই জ্বরই আমাদের দেশে আজ কাল সমধিক প্রবল। ম্যালেরিয়া বিষের সহিত সংমিলিত হইয়া ইহা আরও ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে। বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া নাই এমন স্থান নাই বলিলেও হয়। তাহার উপর কুইনাইনের অপ-ব্যবহারে দ্বিগুণ অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে।

এই জ্বর ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয়। ইহার তিনটী পৃথক অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়—১ম শীতাবস্থা, ২য় উষ্ণাবস্থা, ৩য় ঘর্ম্মাবস্থা। প্রথমে কম্প দিয়া বা শীত করিয়া জ্বর আরম্ভ হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরা, পিপাসা, গাত্রে বেদনা থাকে। অর্দ্ধ ঘণ্টা হইতে ৩।৪ ঘণ্টার পর উষ্ণাবস্থা আরম্ভ হয়; এই অবস্থায় চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ, অত্যন্ত পিপাসা, পূর্ণ ও দ্রুত নাড়ী, অস্থিরতা থাকে। ইহার ঘণ্টা কয়েক পরেই ঘর্ম্মা-বস্থা উপস্থিত হয়। ঘর্ম্ম হইলে রোগী সুস্থ বোধ করে, অন্যান্য কষ্ট ও যন্ত্রণা প্রায়ই দূর হইয়া যায়। পুনরায় জ্বরাক্রমণ পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিরামকালে রোগী সুস্থ থাকে।

এই জ্বর প্রায়ই এই তিন প্রকারের মধ্যে একটী না একটী রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিদিন অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার পর, (একাহিক) এক দিন অন্তর অর্থাৎ ৪৮ ঘণ্টার পর (দ্ব্যহিক) এবং দুই দিন অন্তর অর্থাৎ ৭২ ঘণ্টার পর (ত্র্যহিক) জ্বর হইয়া থাকে।

এই জ্বরের আনুষঙ্গিক লক্ষণ—ক্ষুধা মান্দ্য, রক্তাল্পতা, প্লীহা

ও যকৃতের বিবৃদ্ধি এবং পরিশেষে শোথ, কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময়, মুখক্ষত ইত্যাদি।

চিকিৎসা—চায়না—জ্বরের পূর্ব্বে গা বমি বমি, মাথাধরা ও ক্ষুধা। শীতের পূর্ব্বে এবং ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা। কান ভোঁ ভোঁ, মাথাঘোরা, কাশীতে বা হেঁট হইতে প্লীহা ও যকৃৎ প্রদেশে বেদনা। শীত অধিককাল থাকে, ঘর্ম্ম অধিক হয়, ক্ষুধামান্দ্য, জল ভাল লাগে না। ম্যালেরিয়া প্রদেশে এই ঔষধ সমধিক উপকারী। কুইনাইন এই জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ তাহার আর সন্দেহ নাই কিন্তু উহার অপব্যবহারে এত কুফল ফলিতে দেখা যায়।

আর্সেনিক—পুরাতন কম্প জ্বর; যখন তিনটী অবস্থা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না, জ্বালাযুক্ত উত্তাপ; অপরিতৃপ্ত তৃষ্ণা, অত্যন্ত [illegible]তা; প্লীহা যকৃতে বেদনা; পাকস্থলীতে বেদনা; [illegible] এবং শোথ যখন কুইনাইন অতিরিক্ত ব্যবহৃত [illegible] পালাজ্বর, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, বা দিনরাত্রি [illegible] উপকারী।

নক্সভমিকা [illegible] ই রাত্রিতে জ্বর বা অতি প্রত্যুষে; শীত ভয়ানক [illegible] স্থায়ী; গাত্রের উত্তাপ বেশী—উত্তাপ সত্ত্বেও [illegible] থাকিতে চায়। শীতের সময় মাথার বেদনা; [illegible] মাথাধরা, মাথাঘোরা, মুখ লালবর্ণ, বুকে বেদনা এবং [illegible]

ইপি[illegible] এবং উষ্ণতা বেশী, হাই তুলিয়া গা

মোড়ামুড়ি দিয়া এবং মুখে জল উঠিয়া জ্বর আইসে; বাহ্যিক উত্তাপ প্রয়োগে শীত বৃদ্ধি; শীতের সময় তৃষ্ণা থাকে না কিন্তু উষ্ণাবস্থায় তৃষ্ণা থাকে; অধিক বমনেচ্ছা বা বমি, বিজ্বর-কালে পেটের গোলমাল থাকে।

পলসেটিলা—বৈকালে বা সন্ধ্যাকালে জ্বর, এককালে শীত এবং উষ্ণাবস্থা, পিপাসা-শূন্য জ্বর অথবা কেবল উষ্ণাবস্থায় পিপাসা, মুখ বিস্বাদ, জিহ্বা অপরিষ্কার, পেটের অসুখ।

ভেরেট্রম—জ্বরের সময় অতিশয় ভেদ, রোগী অতিশয় দুর্ব্বল, শীত অধিকক্ষণ স্থায়ী, অতিরিক্ত ও বহুক্ষণস্থায়ী ঘর্ম্ম, শীত বা ঘর্ম্মাবস্থায় তৃষ্ণা।

ব্রাইওনিয়া—শীতাবস্থা অধিক, সর্ব্ব অবস্থাতেই তৃষ্ণা, শুষ্ককাশী, সঙ্গে সঙ্গে বুকে ছুচ ফোটার ন্যায় বেদনা, ঐরূপ প্লীহা ও যকৃৎ স্থানে বেদনা, কঠিন মল ও কোষ্ঠবদ্ধ।

সহকারী উপায়—উৎকৃষ্ট স্থানে গিয়া জল বায়ু পরি-বর্ত্তন অত্যাবশ্যক; ইহাতে সত্বরেই বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া স্থানে অতি প্রত্যুষে বা সন্ধ্যার পর বাহিরে ভ্রমণ ভাল নহে, একতলা ঘর অপেক্ষা উচ্চ বিতল গৃহে শয়ন করিবে। অতিরিক্ত পরিশ্রম, আহারের অনিয়ম, রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি পরিবর্জ্জনীয়।

পথ্য—নূতন অবস্থায় জলসাগু, বার্লি প্রভৃতি লঘু পথ্য বিজ্বর কালে দিবে। পুরাতন অবস্থায় এবং পেটের কোন প্রকার দোষ না থাকিলে প্রাতঃকালে অন্ন, মৎস্যের ঝোল,

দুগ্ধ এবং বৈকালে রুটি, দুগ্ধ বা দুধসাগু। রাত্রিতে আহার নিষিদ্ধ। অমাবস্যা পূর্ণিমায় সাবধানে থাকা উচিত।

মুখে ক্ষত, চর্ম্ম পাণ্ডুবর্ণ, প্লীহা যকৃতে অত্যন্ত বেদনা, উদরাময় বা আমরক্ত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে পীড়া কঠিন জানিবে। পেটের গোলমাল থাকিলে পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। স্নানাহার সম্বন্ধে বিশেষ নিয়মে না থাকিলে জ্বর পুনঃপুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে।

২৯—দদ্রু।

ইহা ছোঁয়াচে রোগ। রোগের স্থানে প্রত্যেক লোমকূপে এক প্রকার কীট জন্মে, চুলকায়, রস পড়ে ও জ্বালা করে। ইহা অনেক সময়ে অসাধ্য তবে প্রথমাবস্থায় ঔষধ পরীক্ষা করা উচিত; যাহাতে রক্তের দূষিত অবস্থা গিয়া কীটোৎপত্তি নিবারিত হয় তজ্জন্যই ঔষধ প্রয়োগ বিধি।

চিকিৎসা—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব্ব—উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিপিয়া—প্রথমে ব্যবহৃত হইলে পীড়া আর বৃদ্ধি পায় না।

সলফর—পীড়া অসাধ্য বোধ হইলে, অসহ্য চুলকানি, জ্বালা করে।

সহকারী উপায়—সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকিবে। কার্বলিক সাবান ব্যবহার উত্তম। এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির কাপড় গামছা প্রভৃতি অন্য কাহারও ব্যবহার করা উচিত নহে। গোয়াপাউডার, এসিটিক এসিড, টিংচার আইওডিন প্রভৃতি

বাহ্যিক প্রয়োগে অনেক সময়ে উপকার দর্শে। যথেচ্ছা বাহ্ ঔষধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

৩০—দন্ত-বেদনা।

লক্ষণ—এ পীড়া অত্যন্ত সাধারণ। দন্ত-বেদনা কখন এক দাঁতে কখন বা বহু দাঁতে, এবং তথা হইতে মুখ, কাণ, গলা, এবং মস্তক পর্য্যন্ত বেদনাযুক্ত বোধ হয়। দাঁত নড়িয়া, গর্ভাবস্থায়, হিম লাগিয়া ও কখন কখন বা পোকা লাগিয়া, এবং পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত বশতঃ এই রোগ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—একোনাইট—সর্দ্দি লাগিয়া দাঁতে বেদনা, জ্বরভাব, শীতল জলে ক্ষণিক আরাম বোধ।

ক্রিযাজোট—দাঁতে পোকা লাগিযা দন্ত বেদনায় ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই অবস্থায় মার্কুরিয়াসও উৎকৃষ্ট। ইহা যে কেবল বেদনায় উপকারী তাহা নহে; ইহা সেবনে দাঁতে পোকা খাওয়া স্থগিত হয়।

ক্যামমিলা—শীতল বাতাস লাগিয়া বা ঘাম বন্ধ হইয়া হইলে। অসহ্য বেদনা, রাত্রিতে এবং বিছানায় শুইলে বৃদ্ধি, গরম দ্রব্য আহারে যন্ত্রণা, দাঁতের গোড়া ও গাল ফুলা, কখন মাথার এক দিক পর্য্যন্ত বেদনা। শিশুদিগের দন্তোদ্গমের সময়, বিশেষতঃ তাহার সঙ্গে সঙ্গে উদরাময় থাকিলে, ইহা বিশেষ উপকারী।

মার্কুরিয়স্-সল্—দাঁতে পোকা লাগিয়া মুখের এক দিক—

কাণ, গ্রন্থি, রগ পর্য্যন্ত—একেবারে বেদনাযুক্ত, বেদনার সঙ্গে লালা নিঃসরণ, শীতল জলে ক্ষণিক উপশম, আহারে এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি। গর্ভাবস্থায় দন্ত বেদনায়ও মার্কুর্ষিয়স উপকারী।

পলসাটিলা—মুখে কোন দ্রব্য দিলেই বেদনা, সন্ধ্যাকালে, রাত্রিতে এবং গরমে বেদনা বৃদ্ধি। দাতের বেদনার সঙ্গে সঙ্গে কাণ কামড়ানি ও মাথাধরা। খোলা বায়ুতে বেড়াইলে বেদনা হ্রাস কিন্তু উষ্ণ গৃহ মধ্যে বৃদ্ধি হয়।

আর্সেনিক—বেদনা হাত দিলে বেদনার দিকে শুইলে, বিশ্রাম ও ঠাণ্ডা প্রয়োগে বৃদ্ধি, সঞ্চালনে এবং গরম প্রয়োগে উপশম। পীড়া আরাম হইয়া গেলেও যাহাতে পুনরায় না হয় তজ্জন্য কিছু দিন ইহা ব্যবহার করা উত্তম।

ষ্টাফিসেগ্রিয়া—দাঁত কাল হইয়া যায়, আহারের সময়ে বা শীতল জলপানে মাড়ীতে বেদনা, পোকায় খাওয়া গর্ত্ত-যুক্ত দাঁতে বেদনা।

বেলেডনা—দাঁতে খোঁচা বেঁধা ও দপদপানি, অনেক গুলি দাঁতে একেবারে বেদনা বোধ সুতরাং কোনটিতে বেদনা নির্দ্দেশ করা যায় না, বেদনা নড়িয়া বেড়ায়, ঠাণ্ডা ও গরম উভয়েতেই বেদনা বৃদ্ধি, মস্তকে রক্তাধিক্য ও মাথাধরা।

ব্রাইওনিয়া—বেদনা উত্তাপে বৃদ্ধি, শীতল জলে ক্ষণিক উপশম, খোলা বায়ুতে বেড়াইলেও উপশম। যে পার্শ্বে বেদনা সেই পার্শ্বে শয়নেও বেদনা হ্রাস হয়।

নক্সভমিকা—চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা, আহারের পরে

দন্ত-বেদনা, নিশ্বাস লইলে ও গরমে আরাম বোধ কিন্তু মানসিক চিন্তায় বেদনা বৃদ্ধি।

ঠাণ্ডা লাগিয়া—একোনাইট, বেলেডনা, ক্যামমিলা, মাকুরিয়াস।

দাতে পোকা লাগিয়া—ক্রিয়াজোট, ষ্টাফিসেগ্রিয়া, মার্কুরিয়াস।

অপাক বশতঃ—ব্রাইওনিয়া, নক্সভমিকা, পলসাটিলা।

স্নায়ব বেদনা—বেলেডনা, ক্যামমিলা, নক্সভমিকা, আর্সেনিক।

সহকারী উপায়—প্রত্যহ সকালে ও আহারান্তে দন্ত শীতল জলে ভালরূপ ধৌত করিবে। যাঁহাদের দাতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়ে (পানসে দাঁত) তাহাদের পক্ষে দাঁতন করা বিশেষ উপকারী। অতিরিক্ত গরম বা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা পদার্থ দাঁতের সহিত সংস্পর্শ করা অতীব অন্যায়, কারণ তাহাতে দাঁত একেবারে নষ্ট হইতে পারে। অনেকের বিশ্বাস তামাক বা চুরুটে দাঁতের গোড়া শক্ত হয়, এটি সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। তামাকে, আমাদের বিশ্বাস দাত নষ্ট করে। প্রতি দিন রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে, বিশেষতঃ মাংসাহারের পর, মুখ ভালরূপ ধুইয়া শয়ন করিবে।

দাঁতের গোড়া নষ্ট হইয়া গেলে উহা উঠাইয়া ফেলা উচিত। উঠাইবার পূর্ব্বে ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিয়া বেদনা বা আনুষঙ্গিক উৎপাতসকল দূর করতঃ দাঁত রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত।

৩১—দন্তোদ্গম।

(দাঁত উঠা।)

লক্ষণ—দন্তোদ্গম যদিও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তথাপি অনেক সময়ে ইহা কষ্টদায়ক এবং দুর্ব্বল ও রুগ্ন শিশুদিগের পক্ষে এমন কি সাংঘাতিক হইয়া উঠে। কাশী, উদরাময়, অস্থিরতা, অনিদ্রা, আক্ষেপ, মুখ দিয়া লালা নিঃসরণ প্রভৃতি নানা প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হয়। পরিপাক যন্ত্রের ব্যতিক্রম বিশেষ রূপে পরিলক্ষিত হয়, তজ্জন্য বমন, অক্ষুধা, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধ এবং তাহা হইতে মূর্চ্ছা ও আক্ষেপ প্রভৃতি কথন কথন দেখিতে পাওয়া যায়। এই পীড়ার সাধারণ ঔষধ ক্যামোমিলা; জ্বর না থাকিলে ইহা দিন তিন চারি বার করিয়া দেওয়া যায়।

১—কোষ্ঠবদ্ধ।

চিকিৎসা—ব্রাইওনিয়া—মল শুষ্ক, শক্ত ও বড়, বাহ্যে করিতে কষ্ট, আহার করিয়াই বমি করে।

নক্সভমিকা—বারে বারে বাহ্যে করিতে যায় কিন্তু বাহ্যে হয় না, অন্ত্রের ক্রিয়া হ্রাস, তেমন বেগ আইসে না, অক্ষুধা, শিশু ঘ্যানঘেনে।

ওপিয়ম—হঠাৎ অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ, অন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ ও একেবারে বেগ শূন্য।

২—আক্ষেপ ও মূর্চ্ছা।

(শিশুদিগের আক্ষেপ বা দড়কা দেখা।)

৩—উদবাময়।

(পেটের পীড়া।)

চিকিৎসা—ক্যামোমিলা—উৎকৃষ্ট ঔষধ। পাতলা সবুজবর্ণ দুর্গন্ধ মল, শিশু অত্যন্ত কাঁদনে শুষ্ক কাশি, নিদ্রার সময়ে চমকাইয়া উঠে, জাগিলে সদা কোলে করিয়া লইয়া বেড়াইতে হয়, অম্ল দুগ্ধ বমন করে অনিদ্রা।

ইপিকা—অত্যন্ত অধিক থাইয়া ও বমন থাকিলে; মল ফেনা ফেনা, নানা রঙ্গের বা ঘাসের ন্যায় সবুজ রঙ্গের।

মার্ক্ বিয়স সল মুখ দিয়া অত্যন্ত লালা পড়ে, বাহ্যের সময় অত্যন্ত বেগ দেয় রক্ত আমাশয়, জিহ্বা, গলা ও মাড়ীতে ঘা, পেট শক্ত ও ফুলা।

পলসাটিলা—অপরিপাক বশতঃ উদবাময়, অক্ষুধা, বাহ্যে রাত্রিতে বৃদ্ধি।

পডোফিলাম—যে দাঁত উঠিয়াছে তাহা কিড়মিড় করে, উদবাময় সবুজ বা শাদা খড়ির মত মল, ফেনা ফেনা অজীর্ণ মল, অত্যন্ত ক্ষুধা কিন্ত খাইবামাত্র বাহ্যে হয়।

৪—জ্বর।

চিকিৎসা—একোনাইট—সর্ব্ব প্রথমে দিবে, বিশেষতঃ অস্থিরতা, পিপাসা, মাড়ী স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও প্রদাহ, মাথা গরম।

বেলেডনা—দুরন্ত শিশু।

ক্যামোমিলা—একোনাইটের পর দিবে, বিশেষতঃ যদ্যপি

শিশু সর্ব্বদাই খুঁত খুঁত এবং কোলে করিয়া বেড়াইয়া লইতে চায়।

জেলসিমিনাম—অনিদ্রা, চীৎকার করিয়া কাঁদা ও এপাশ ওপাশ করা।

ব্রাইওনিয়া—গায়ে বেদনা, অত্যন্ত কাশী, শ্বাস কষ্ট, কোষ্ঠ বদ্ধ, যাহা খায় তাহাই বমন করে।

বেলেডনা—মস্তকে রক্তাধিক্য তৎসঙ্গে মুখ ও চক্ষু লাল বর্ণ, হাত পা খেচুনি, অর্দ্ধ মুদিত নেত্রে নিদ্রা যাওয়া।

জ্বরের সময় অতি অল্প মাত্র আহার দিবে। দুগ্ধ বন্ধ করিয়া অল্প অল্প বার্লির জল দিবে।

৫—অনিদ্রা ও অস্থিরতা।

চিকিৎসা—বেলেডনা—ঘুমাইতে চায় কিন্তু ঘুম হয় না ও চমকাইয়া এবং কাঁদিয়া উঠিয়া পড়ে।

একোনাইট—জ্বর থাকিলে।

ক্যামোমিলা—পেটের দোষ, পেটফাঁপা, বা আহারের অনিয়ম থাকিলে। অনেক সময় কফিয়া ও ওপিয়মেতে উপকার পাওয়া যায়। অন্য কোন বিশেষ উপসর্গ না থাকিলে, কফিয়া অনিদ্রার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সহকারী উপায়—নিদ্রার সময় অন্ধকার ঘরে স্থির ভাবে শুয়াইয়া মস্তকে হাত বুলাইলে ও আস্তে আস্তে চাপড়াইতে চাপড়াইতে সুর করিয়া গান গাহিলে অনেক সময়ে শীঘ্র ঘুম আইসে।

৬—বিলম্বে দন্তোদ্গম।

চিকিৎসা—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব—বিলম্বে দাঁত উঠা, শাদা উদরাময়, শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল, নিদ্রাকালে সমস্ত শরীর অপেক্ষা মস্তক অধিক ঘামে, পেট বড়, গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থি সকল স্ফীত।

সাইলিসিয়া—কৃমিদোষ, প্রচুর লালা স্রাব হয়, মাড়ীতে হাত দিয়া টানে, রাত্রিতে অল্প অল্প জ্বর ও মস্তক অতিশয় গরম, সন্ধ্যা কালে মস্তকে প্রচুর পরিমাণে অম্লগন্ধ ঘর্ম্ম।

অনেক সময়ে সামান্য নিয়মে যথা শক্ত জিনিষ কামড়াইতে দেওয়ায় উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। দাঁত উঠিতে অত্যন্ত কষ্ট হইলে ছুরিকা দ্বারা সামান্য একটু কাটিয়া দিলে শীঘ্রই দাঁত উঠিয়া সমস্ত যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

৩২—দুধ তোলা।

ভুক্ত দ্রব্য তুলিয়া ফেলে; কখন কখন পিত্তও উঠিয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে পেটের পীড়াও থাকে।

চিকিৎসা—পলসাটিলা—পাকস্থলীর দুর্ব্বলতা বা অপরিপাচ্য আহার বশতঃ।

ইথুজা—জমাট বা যেমন দুধ খাইয়াছে অমনি তুলিয়া ফেলে, দুধ তুলিয়া ঘুমাইয়া পড়ে এবং যেমন জাগে অমনি স্তন পান করে, দুধ আদৌ সহ্য হয় না।

ক্যামোমিলা—উৎকৃষ্ট ঔষধ। এক ফোটা সমস্ত দিনে তিন চারি বারে দেওয়া যায়।

ইপিকাক—খাদ্যে অরুচি, শ্লেষ্মা বমন, স্তনের দুধ সহ্য না হইলে।

রিয়ম—ক্যামোমিলায় উপকার না দর্শিলে ইহা দেওয়া যায়। বাহ্যে ও বমনে অম্ল গন্ধ ইহার বিশেষ লক্ষণ।

নক্সভমিকা—অরুচি, সবুজ পিত্ত বমন, কোষ্ঠবদ্ধ।

সহকারী উপায়—খাদ্যের পরিবর্ত্তন এবং পরিমাণে কম করিয়া দেওয়া উচিত। গো দুগ্ধ সহ্য না হইলে উহাতে জল মিশাইয়া বা গর্দ্দভ দুগ্ধ দেওয়া বিধেয়। বমনের পরে দুই এক ঘণ্টা মধ্যে কোন খাদ্য দেওয়া উচিত নহে।

৩৬—ধনুষ্টংকার।

লক্ষণ—কখন রক্ত দূষিত হইয়া এবং স্নায়বিক কারণ বশতঃ এবং কখন বা আঘাত বশতঃ এই রোগ হইয়া থাকে। পায়ে কাঁটা ফুটিয়া, কাচে সামান্য কাটিয়া গিয়া, এমন কি বালিকাদিগের কাণ বিধাইয়া দিয়াও ধনুষ্টংকার হইতে দেখা গিয়াছে। মুখের মাংসপেশী শক্ত ও সঙ্কুচিত, ঘাড় শক্ত, চোয়াল বদ্ধ ও গলাধঃকরণে অশক্ত, মুখমণ্ডল যাতনাযুক্ত। সমস্ত শরীরের মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়, শরীর সম্মুখ বা পশ্চাৎ দিকে ধনুকের মত বক্র হইয়া উঠে; রোগী জ্ঞান শূন্য হয় না, কেবল খেঁচুনির পরিশ্রান্তি হেতু মৃত্যু উপস্থিত হয়। খেঁচুনির সময় রোগীর চেহারা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে।

চিকিৎসা—একোনাইট—হিম লাগিয়া হইলে। চোয়াল বদ্ধ, ঘাড় শক্ত, শরীর পশ্চাৎদিকে বাঁকিয়া যায়।

ক্যামোমিলা বা সিনা—কৃমিবশতঃ হইলে।

আঘাত বশতঃ হইলে—আর্ণিকা—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক উভয় ব্যবহারই উৎকৃষ্ট।

নক্সভমিকা—শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, হস্ত পদাদি কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত, খেচুনির সময় সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকিলে এই ঔষধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বেলেডনা—অত্যন্ত অস্থিরতা, নিদ্রাকালে হঠাৎ চীৎকার বা হাত পা নাড়া, চোয়ালরুদ্ধ, কিছুই গিলিতে পারে না, অজ্ঞানে বাহ্যে প্রস্রাব ত্যাগ করিলে।

ওপিয়ম—রোগী এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে, চক্ষুতারকা বিস্তীর্ণ ও আলোক প্রয়োগে অসাড়, প্রস্রাব ও কোষ্ঠবদ্ধ, খেঁচুনি।

সহকারী উপায়—ঔষধ শীঘ্র শীঘ্র প্রয়োগ করিবে। মেরুদণ্ডে বরফ প্রয়োগে অনেক সময়ে উপকার হয়। রোগীকে নির্জ্জন গৃহে রাখিবে, কেহ যেন তাহাকে কোন প্রকারে বিরক্ত না করে, কারণ অতি সামান্য মাত্র উত্তেজিত হইলেই আক্ষেপ উপস্থিত হয়। রোগী নিস্তব্ধভাবে শুইয়া থাকিবে।

৩৪—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

সামান্য অবস্থায় কোন চিকিৎসারই প্রয়োজন করে না। অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব, অধিককাল স্থায়ী বা বার বার উপস্থিত হইলে কিম্বা তৎসঙ্গে শরীরের দুর্ব্বলতা থাকিলে চিকিৎ-

সার প্রয়োজন। যদিও ইহা সামান্য পীড়া তথাপি কোন্ সময়ে নিবারণ করা এবং কোন সময়ে নিবারণ না করা ইহা স্থির করা বিবেচনা ও সাবধানতার কার্য্য।

১ম—মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ।

চিকিৎসা—একোনাইট—অতিশয় গরম হইলে, রক্তাধিক্য ধাতু, জ্বর, পূর্ণ ও দ্রুত নাড়ী। রক্তস্রাবকালে প্রতি ১৫। ২০ মিনিট অন্তর ঔষধ প্রযুজ্য।

বেলেডনা—মুখ লালবর্ণ এবং মস্তকে রক্তাধিক্য।

সময়ে সময়ে একোনাইট ও বেলেডনা পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়।

সহকারী উপায়—মুখ শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিবে, শীতল জল নাসিকাভ্যন্তরে পিচকারি দিবে, কপালে, গলায় ও পৃষ্ঠে বরফ প্রয়োগ করিবে। মাথা উচ্চ করিয়া রাখিবে। অনেক সময় রক্তস্রাবে মস্তকে রক্তাধিক্যের উপশম হয়, অতএব সাবধান হইয়া চিকিৎসার প্রয়োজন।

মাথাঘোরা ও মস্তকে রক্তাধিক্য দেখ।

২য়—আঘাত বশতঃ।

চিকিৎসা—আর্ণিকা—অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম, চোট বা আঘাত বশতঃ হইলে।

রসটক্স—শারীরিক পরিশ্রম বশতঃ হইলে আর্ণিকার পর, কিম্বা অত্যন্ত ভারী বস্তু তুলিয়া হইলে ইহা প্রয়োগ করিবে। মাথা হেঁট করিলে এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি।

সহকারী উপায়—মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ দেখ। উপরন্ত ৩০'৪০ ফোটা আর্নিকা এক পোয়া জলে মিশাইয়া ঐ জল নাসিকায় প্রয়োগ করিবে।

৩য়—ঋতুবন্ধ বশতঃ।

ঋতুরোধ হইয়া স্ত্রীলোকের কখন কখন নাসিকা দিয়া রক্ত পড়িয়া থাকে।

চিকিৎসা—এই পীড়ায় পলসাটিলা, সিপিয়া বা ব্রাই-ওনিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঋতুবন্ধ দেখ।

৪র্থ—দুর্ব্বলতা বশতঃ।

রক্তাল্পতা হেতু কখন কখন নাক দিয়া রক্ত পড়িয়া থাকে। এই জন্য পুরাতন প্লীহা রোগীর শেষাবস্থায় কখন কখন নাক দিয়া রক্ত পড়িতে দেখা যায়। রক্তের এই পরিবর্ত্তিত অবস্থা সংশোধিত করাই চিকিৎসার উদ্দেশ্য।

চিকিৎসা—চায়না—ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

সিকেলি— চায়নায় উপকার না হইলে ইহা দেওয়া যায়।

কার্ব্বি-ভেজ—পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব, প্রায়ই পূর্ব্বাহ্ণে কিম্বা বাহ্যের বেগ দিতে গেলে।

হ্যামামেলিস—বালকদিগের, বিশেষতঃ ফোটা ফোটা কাল রক্ত পড়িলে।

ফেরাম—রক্তাল্প রোগীর রক্তস্রাব।

সহকারী উপায়—পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করিবে এবং

সর্ব্ব প্রকার উত্তেজক পদার্থ পরিত্যাগ করিবে। অনেক সময়ে জল বায়ু পরিবর্ত্তন ভাল।

৫ম—কৃমি বশতঃ।

চিকিৎসা—সিনা বা মার্কুরিয়স সল দিবে। কৃমি দেখ।

৬ষ্ঠ—বার বার রক্তস্রাব হইলে।

চিকিৎসা—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব ও সলফার দ্বারা উপকার দর্শে। সপ্তাহে দুই তিন দিন মাত্র সেবনীয়।

সহকারী উপায়—যাহাদের সদাসর্ব্বদা নাসিকা দিয়া রক্ত পড়িয়া থাকে তাহারা মিতাহারী ও পরিশ্রমী হইবে, সর্ব্ব প্রকার উত্তেজক দ্রব্য ত্যাগ করিবে এবং প্রতি দিন শীতল জলে স্নান করিবে। মদ্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উত্তেজক খাদ্য বা পানীয়, অতিরিক্ত পরিশ্রম ইত্যাদি পরিত্যজ্য।

৩৫—পক্ষাঘাত।

লক্ষণ—মস্তিষ্ক কিম্বা মেরুদণ্ডের পীড়া বা আঘাত বশতঃ গতিশক্তি রহিত হইলে তাহাকে পক্ষাঘাত বলে। এই পীড়ায় কখন অর্দ্ধ অঙ্গ অর্থাৎ দক্ষিণ বা বাম দিক, কখন শরীরের উপর বা নিম্নাংশ (কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত), কখন সমস্ত মুখের একাংশের অবশাঙ্গতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে পীড়িত স্থানের মাংসপেশী সকল ক্রমশঃ শ্লথ, শুষ্ক, সঙ্কুচিত, অসাড় এবং শক্তিহীন হইয়া থাকে

চিকিৎসা—একোনাইট—হিম লাগিয়া বা রক্তাধিক্যতা

বশতঃ হস্ত পদাদি বা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের অবসন্নতায় উৎকৃষ্ট।

ফসফরস—মেরুদণ্ড বা মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা বশতঃ অবশাঙ্গতা। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবা বা ক্ষয়কারী পীড়া হেতু হইলে উত্তম।

নক্সভমিকা—অতিরিক্ত মাদক সেবন, ইন্দ্রিয় সেবা বা মানসিক চিন্তা বশতঃ, তৎসঙ্গে অক্ষুধা, বমনেচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে উৎকৃষ্ট।

রসটক্স—বাতজনিত অবশাঙ্গতা; দক্ষিণ দিকের অবশাঙ্গতা—মূত্রাধার ও মল দ্বারের অবশাঙ্গতা।

ওপিয়ম—চক্ষুর পাতা, জিহ্বা, হস্ত পদাদির অবশাঙ্গতা; কোষ্ঠ ও প্রস্রাব বন্ধ, অজ্ঞানতা ও নিদ্রা, চক্ষু অৰ্দ্ধ মুদিত।

জেলসিমিয়াম—শিশুদিগের পক্ষাঘাত, শিশু হাঁটিতে পারে না।

মৌখিক পক্ষাঘাত—ব্যারাইটা-কার্ব্ব, কষ্টিকম, বেলেডনা।

সার্ব্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত—রসটক্স, ফসফরস, ব্যারাইটা-কার্ব্ব (বৃদ্ধদিগের) ককুলস, জেলসিমিনাম।

জিহ্বাদির পক্ষাঘাত—কষ্টিকাম, ককুলাস, ল্যাকেসিস, জেলসিমিয়াম।

উর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত—কলচিকাম, নক্সভমিকা, রসটক্স।

অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত—নক্সভমিকা, আর্ণিকা (বাম অঙ্গের) সলফর, কষ্টিকম, রসটক্স।

নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত—ককুলাস, জেলসিমিয়াম, নক্স-ভমিকা, ফসফরস, প্লম্বম।

মূত্রাধারের পক্ষাঘাত—বেলেডনা, ল্যাকেসিস, লাইকো-পোডিয়াম, ওপিয়াম, জেলসিমিয়াম।

সহকারী উপায়—১ম—বৈদ্যুতিক তেজ প্রয়োগ। এ বিষয়ে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য ও উপদেশ আবশ্যক। ২য়—প্রতিদিন শীতল জলে স্নান—পৃষ্ঠ, মস্তক ও মেরুদণ্ডে শীতল জলের ধারা দেওয়ায় বিশেষ উপকার দর্শে। ৩য়—স্নানের পর সর্ব্বাঙ্গ শরীর, বিশেষতঃ অবশ স্থান সজোরে ঘর্ষণ করা আবশ্যক। ৪র্থ—প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ব্যায়াম ও হস্ত পদাদি সঞ্চালন।

৩৬—পানি বসন্ত।

লক্ষণ—ইহা সংক্রামক জ্বর স্বরূপ, বসন্তের ন্যায় গুটিকা থাকে কিন্তু উহা অপেক্ষা কম এবং অল্প দিনেই আরোগ্য হইয়া যায়। জ্বর সামান্য, অসুখ বোধ হওয়ার প্রায় ২৪ ঘণ্টার পরই গুটিকা বাহির হয় এবং ৪র্থ বা ৫ম দিনেই মিলাইয়া যায়। বসন্তের ন্যায় ইহার গুটিকা সকলের মধ্যস্থলে গর্ত্ত, দুর্গন্ধ এবং ঘন সন্নিবেশ থাকে না। গুটিকা সকল প্রায়ই আগে পৃষ্ঠদেশে বাহির হয়।

চিকিৎসা—একোনাইট—জ্বর থাকিলে।

বেলেডনা—মস্তিষ্কের বিকারে, শিরঃপীড়া থাকিলে ব্যবহার্য্য।

মার্কুরিয়স—অধিক চুলকানি থাকিলে এবং পাকিলে।

পলসাটিলা বা এণ্টিম-টার্ট—যদি গুটিকা বাহির হইতে বিলম্ব হয় কিম্বা পৈত্তিক ও পেটের অসুখ থাকে।

প্রস্রাবের কষ্ট থাকিলে—ক্যান্থারিস বা মার্কুরিয়স।

সহকারী উপায়—যতদিন জ্বর থাকে তত দিন রোগীকে শীতল, নির্জ্জন ও বায়ুযুক্ত ঘরে শোয়াইয়া রাখিবে। ঈষৎ উষ্ণ জলে কাপড় ভিজাইয়া গা মুছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পথ্য প্রথমে লঘু এবং পরে পুষ্টিকারক দ্রব্য দিবে।

৩২—পাণ্ডু রোগ।

(নেবা)

লক্ষণ—চক্ষু ও চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ, বাহ্যে শাদা বা কর্দ্দমবৎ কাল, প্রস্রাব হলুদবর্ণ। ইহার সহিত পরিপাক ক্রিয়ার ন্যূনাধিক গোলযোগ থাকে। রক্তের সহিত পিত্ত মিশ্রিত হইয়া এরূপ হরিদ্রাবর্ণ উৎপন্ন হয়। সহজ পাণ্ডুরোগের চিকিৎসা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

চিকিৎসা—একোনাইট—যদি অত্যন্ত জ্বর ও যকৃত প্রদেশে অত্যন্ত বেদনা থাকে।

মার্কুরিয়স-সল—ইহা সকল প্রকার পাণ্ড রোগেই, বিশেষতঃ কুইনাইনের অপব্যবহারে, অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চায়না—ইহা মার্ক বি-সের পর ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ যদি বাহ্যের রং তখনও শাদা থাকে এবং পূর্ব্বে এলোপ্যাথি ডাক্তার দ্বারা অতিরিক্ত পারা ব্যবহার হইয়া থাকে। মার্কুরিয়স ও চায়না পর্য্যায়ক্রমেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

*নক্সভমিকা—পাণ্ডুরোগের সহিত কোষ্ঠবদ্ধ, মদ্যপান বা বিনা পরিশ্রমবশতঃ হইলে।

শিশুদিগের হইলে ক্যামোমিলা এবং মার্কুরিয়স ব্যবস্থা। ব্রাইওনিয়া, নক্সভমিকা প্রভৃতিও দেওয়া যায়।

সহকারী উপায়—জ্বর থাকিলে অন্নাহার বন্ধ। দুগ্ধ উৎকৃষ্ট পথ্য। জ্বর প্রভৃতি প্রবল। উৎসর্গ না থাকিলে যথানিয়ম পরিশ্রম ও আহার, পরিষ্কার বায়ু সেবন ইত্যাদি আবশ্যক।

৩৮—পেট কামড়ানি।

(ক্রন্দন দেখ)

৩৯—পেট ফাঁপা।

লক্ষণ—ইহা অপাকেরই একটি আনুষঙ্গিক প্রধান লক্ষণ। পেট বোধ হয় পরিপূর্ণ, চোঁয়া ঢেকুর উঠা, বায়ু নিঃসরণ, গা বমি বমি ও অক্ষুধা।

চিকিৎসা—কার্ব-ভেজিটেবিলিস—অতি অল্পমাত্রা আহারেও পেট ফাঁপে। সঙ্গে সঙ্গে পেটের পীড়া থাকিলে উপকারী। পেট ডাকে, অম্ল বা দুর্গন্ধ ঢেকুর উঠে, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয়।

চায়না—পেট অত্যন্ত ফাঁপা, ফল বা গুরুপাক মাংস খাইয়া পেট ফাঁপা, আহারের পর তিক্ত ঢেকুর, উদ্গারে উপশম হয় না, পেট বেদনা।

লাইকোপোডিয়ম—পেট ফাঁপা কিন্তু উদরাময় নাই। পেট সদা সর্ব্বদা গোঁ গোঁ করিয়া ডাকে, বায়ু আবদ্ধ বশতঃ পেটে নানাবিধ বেদনা।

নক্সভমিকা—পেটে অত্যন্ত বায়ু, আহারের পর বৃদ্ধি, কোষ্ঠ বদ্ধ, পুনঃ পুনঃ বেগ হয় কিন্তু বাহ্যে হয় না।

পলসাটিলা—উত্তম ঔষধ, বিশেষতঃ গুরুপাক, অধিক ঘৃতপক্ক বা তৈলাক্ত পদার্থ খাইয়া হইলে। পেট ফাঁপা বশতঃ সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিতে বেদনা ধরে।

ইগ্নেসিয়া—কোষ্ঠবদ্ধের সহিত পেট ফাঁপা।

সহকারী উপায়—অপাক দেখ।

৪০—প্রমেহ।

এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ স্ত্রী বা পুরুষ জননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ ও উহা হইতে পুঁজ পড়া। ইহা সংক্রামক এবং প্রায়ই অপবিত্র স্ত্রী-সহবাস জন্য হইয়া থাকে। প্রথমে মূত্রনলী মধ্যে চুলকানি, পরে জ্বালা, প্রদাহ ও তৎসঙ্গে জ্বরও থাকে। পুঁজ প্রথমে জলবৎ, পরে শাদা বা হলুদ পুঁজ নির্গত হইতে থাকে।

প্রমেহ-পরবর্ত্তী পীড়া সকল বিশেষ কষ্টকর ও অসাধ্য। হঠাৎ প্রমেহ বন্ধ হইয়া গেলে অণ্ডকোষদ্বয় প্রদাহিত, স্ফীত ও শক্ত হয়। পুরাতন প্রমেহে কখন কখন মূত্রনলী বন্ধ হইয়া যায়; তাহাতে রোগী প্রস্রাব ত্যাগ করিতে পারে না। প্রমেহের পর চক্ষুপ্রদাহ, বাত প্রভৃতি রোগও হইতে দেখা যায়। লিঙ্গ ও লিঙ্গত্বক স্ফীত হইয়া কখন কখন মুদা নামক কষ্টকর পীড়া জন্মে। কখন বা লিঙ্গ শক্ত হয় ও বাঁকিয়া যায়; নিদ্রা-কালে প্রায়ই এই উপসর্গ উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা—একোনাইট—প্রথম অবস্থায় প্রদাহের লক্ষণ সকল এবং প্রস্রাবে জ্বালা ও কষ্ট থাকিলে নির্দ্দিষ্ট।

ক্যানাবিস-স্যাটাইভা—মূত্রনলীতে বেদনা, লালবর্ণ, মূত্র-নলীর ফুলা, সবুজবর্ণ পুঁজ নির্গমন এবং মূত্র ত্যাগে কষ্ট।

ক্যান্থারিস—অত্যন্ত রিপু চরিতার্থের ইচ্ছা, লিঙ্গ শক্ত হইয়া উঠে, বারে বারে প্রস্রাবের ইচ্ছা, প্রস্রাবে অত্যন্ত জ্বালা, হলুদ বর্ণ পুঁজ, রক্ত প্রস্রাব।

মার্কুরিয়স-সল—পুঁজ প্রথমে পাতলা ও জলবৎ, পরে ঘন ও হলুদ বর্ণ কিম্বা রক্তযুক্ত। লিঙ্গ বা লিঙ্গত্বক্ স্ফীত হইয়া মুদা হইলে ইহা উপকারী।

হেপার-সলফ—মার্কুরিয়সের পর প্রয়োগ করিতে হয়। শাদা পুঁজ এবং জ্বালা হ্রাস হইয়া গেলে ব্যবহার করিতে হয়।

পলসাটিলা—মূত্রনলী বন্ধ হওয়ায় ক্ষীণধারে প্রস্রাব হয়, পূঁজ পড়া বন্ধ হইয়া গেলে এবং অণ্ডকোষ প্রদাহযুক্ত হইলে উত্তম।

ক্যাপসিকাম—গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ পূঁজ, প্রস্রাবদ্বার মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা ও উত্তাপ বোধ।

সহকারী উপায়—সকল প্রকার উত্তেজক খাদ্য নিষিদ্ধ। পীড়ার প্রবল অবস্থায় অধিক পরিশ্রম ও ভ্রমণ করা অপকারী। হাটিতে গেলে একটা কৌপিন ব্যবহার করা উচিত। পীড়িত স্থান সর্ব্বদা সাবান দিয়া ধৌত করিয়া

পরিষ্কার রাখিবে। প্রতিদিন প্রাতে স্নান এবং মিশ্রির সরবত পান, সর্ব্বদা শরীর ঠাণ্ডা রাখা একান্ত আবশ্যক।

প্রমেহের পরবর্ত্তী উপসর্গ সকল :—

১ম, পুরাতন প্রমেহ।

প্রমেহ প্রায়ই, বিশেষতঃ প্রথমে সুচিকিৎসা না হইলে, পুরাতন আকার ধারণ করে। পুরাতন প্রমেহ প্রায়ই অসাধ্য হইয়া উঠে। নিম্নে গুটিকয়েক ঔষধ উল্লেখ করা গেল।

চিকিৎসা—সিপিয়া, নেট্রম-মিউরিয়াটিকম, নাইট্রিক এসিড, সলফার, থুজা অতি উৎকৃষ্ট।

২য়, লিঙ্গের কাঠিন্য ও বক্রতা।

প্রমেহের পর কখন কখন লিঙ্গ নিম্নদিকে অথবা পার্শ্বে বক্র হইয়া থাকে। এই সময়ে লিঙ্গ কঠিন, স্ফীত এবং তন্মধ্যে বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—লিঙ্গের উপরে টিংচার আওডিন অল্প জলে গুলিয়া প্রয়োগ করিলে অনেক সময়ে উপকার দর্শে।

ঘন, হরিদ্রাবর্ণ পুঁজের সঙ্গে বক্রতা থাকিলে ক্যাপসিকাম; উক্ত লক্ষণের সহিত প্রস্রাব কষ্ট অথবা রক্ত প্রস্রাব থাকিলে ক্যান্থারিস; প্রমেহ হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া গেলে পলসাটিলা উপকারী।

৩য়, রক্ত প্রস্রাব।

চিকিৎসা—একোনাইট—প্রবল প্রদাহ, জ্বর, তৃষ্ণা, লিঙ্গ কঠিন ও অত্যন্ত উত্তপ্ত অনুভূত হইলে। আর্জে-

ষ্টীম-নাইট্রিকম—উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রস্রাব-কষ্ট, রক্ত প্রস্রাব ও পুঁজ নিঃসরণ, অথবা রক্তযুক্ত প্রস্রাব নির্গত হইতে থাকিলে ক্যান্থারিস উপকারী। অণ্ডকোষ-প্রদাহ থাকিলে পলসাটিলা।

৪র্থ, মুদা।

লক্ষণ—লিঙ্গের অগ্রভাগের ত্বক্ অত্যন্ত স্ফীত ও প্রদাহিত হয় এবং মুখ বন্ধ হইয়া যায়, তজ্জন্য পুঁজ আর সম্পূর্ণরূপে নিঃসৃত হইতে পারে না এবং ত্বক্‌ও খোলা দেওয়া যায় না।

চিকিৎসা।—অগ্রভাগের ত্বকের অত্যন্ত ফুলা, তৎসঙ্গে জ্বালা, কামড়ানি, লালবর্ণ ও বেদনা থাকিলে এবং ফাটিয়া গেলে মার্কুরিয়স; ত্বক্ ও লিঙ্গ-মস্তকের অত্যন্ত ফুলা থাকিলে রসটক্স বা এপিস; সলফরও এই রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্রথমে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ঔষধে উপকার না দর্শিলে অস্ত্রচিকিৎসার সহায়তা লওয়া উচিত।

৫ম—অণ্ডকোষের ফুলা।

চিকিৎসা।—পলসাটিলা, মার্কুরিয়স, অরম, ক্লিমেটিস প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এইরূপ অবস্থায় একটী কৌপিন দ্বারা অণ্ডকোষদ্বয় যাহাতে ঝুলিতে না পারে তজ্জন্য বাঁধিয়া রাখা উচিত।

৬ষ্ঠ—বাত।

প্রমেহজনিত বাতের প্রধান ঔষধ :—ক্লিমেটিস, পলসাটিলা, সারসা, থুজা, সলফার।

৪১—প্রসব।

যাহাদের জীবন যত স্বাভাবিক তাহাদের শারীরিক ক্রিয়াগুলি তত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বন্য ও অসভ্য জাতিরা প্রসব জীবনের একটা প্রধান ঘটনা বলিয়া মনে করে না,—তাহাদের মাঠে, পথে বা বনে সন্তান জন্মিয়া থাকে। ধনী ও বিলাসীদিগের নিকট প্রসব কার্য্য ভয়ানক ব্যাপার, এমন কি সময়ে সময়ে প্রাণ পর্য্যন্ত সংশয় হইয়া থাকে। বিশেষ কষ্টদায়ক লক্ষণ উপস্থিত না হইলে ঔষধ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই।

চিকিৎসা—জেলসিমিনাম্—জরায়ু মুখ শক্ত থাকিলে ইহাতে নরম হয়। বেদনা ঊর্দ্ধে, পৃষ্ঠ বা বুকের দিকে যায়।

ক্যামোমিলা—অত্যন্ত অসহ্য বেদনা, বিশেষতঃ যাহারা নিতান্ত অসহিষ্ণু। রোগী চীৎকার করে, পদদ্বয়ে বেদনা, জরায়ু-মুখ শক্ত।

পলসাটিলা—বেদনা থাকিয়া থাকিয়া এবং প্রসব অতি বিলম্বে হয়, বেদনা কখন বেশী কখন কম, বেদনা মাত্রায় বেশী। জরায়ুর ক্ষমতা হ্রাস বুঝিলে এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে।

সিকেলি—দুর্ব্বল স্ত্রীলোক, অত্যন্ত অল্প বেদনা এবং থামিয়া যাইবার মত বোধ হয়।

বেলেডনা—বেদনা বেশী ও স্বাভাবিক কিন্ত জরায়ুর মুখ শক্ত, কিছুতেই খোলে না; মুখ লালবর্ণ, মাথাধরা, হাত

খিচুনি। বেদনা হঠাৎ আইসে, হঠাৎ যায়; আলোক, শব্দ প্রভৃতি সহ্য করিতে পারে না।

সহকারী উপায়—অনভিজ্ঞ• ধাত্রীর হস্তে কখন প্রসব কার্য্যের ভার সমর্পণ করিবে না। অনেক সময়ে মূর্খ ধাত্রীর দোষে প্রসূতি যথেষ্ট কষ্ট পাইয়া থাকে। প্রসবের ঘর পরিষ্কার ও শুষ্ক হওয়া একান্ত আবশ্যক। সর্ব্বপ্রকার গোলযোগ ও অস্থিরতা নিবারণ করা উচিত। রোগী ও গৃহস্থ উভয়ের পক্ষেই সহিষ্ণুতা অত্যাবশ্যক। পেটের উপর তৈল ও জল দিয়া মালিস করিলে উপকার হয়। প্রসব-দ্বারের নিকটবর্ত্তী সমস্তস্থান নারিকেল তৈল দ্বারা মসৃণ ও সরস রাখা একান্ত আবশ্যক। প্রসবের পর দুই এক মাত্রা আর্নিকা সেবনে শরীরের ব্যথা ও ভেদালির কামড়ানি নিবারিত হয়।

প্রসব ব্যাপার আমাদের দেশে যেমন জঘন্য, জগতে কোন সভ্য দেশে এমন নহে। একে ত সূতিকা গৃহটী আর্দ্র ও অন্ধকার; তাহাতে প্রসবের সময় ঘরটী বহুলোকে পূর্ণ হওয়ায় অচিরাৎ তাহার বায়ু বিষবৎ হইয়া উঠে। এই জন্যই সদ্য প্রসূত শিশু এই যমপুরীবৎ স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াই পীড়িত হইয়া উঠে এবং এইজন্যই আমাদের দেশে সূতিকা গৃহেই শিশুর মৃত্যু সংখ্যা এত বেশী।

১ম—ভেদালির ব্যথা।

এই বেদনা অনেকটা স্বাভাবিক। গর্ভ ধারণ কালে

জরায়ু অতিরিক্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রসবান্তে জরায়ুর পুনঃ সঙ্কোচনই এই বেদনার কারণ। যাহাদের যত অধিক সন্তান হইয়াছে, তাহাদের বেদনা তত বেশী হয়।

চিকিৎসা—আর্নিকা—প্রসবের শেষ সময়ে এক মাত্রা এবং ঠিক প্রসবান্তে এক মাত্রা প্রয়োগ করিবে। ইহাতে প্রসবের যন্ত্রণা দূরীভূত হয়।

বেলেডনা—বেদনা হঠাৎ আইসে এবং হঠাৎ যায়, বোধ হয় যেন জরায়ু প্রভৃতি সমস্ত প্রসব দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া পড়িবে, উষ্ণ স্বেদস্রাব হয়।

কালোফাইলম—দীর্ঘস্থায়ী ও প্রসব বেদনায় অত্যন্ত কষ্ট পাওয়ার পরে, নিম্নোদরে থাকিয়া থাকিয়া বেদনা।

ক্যামমিলা—অসহ্য বেদনা, পরিষ্কার বায়ু চায়, নিঃস্রব কাল ও জমাট।

জেলসিমিনাম—অত্যন্ত কষ্টকর ও দীর্ঘস্থায়ী বেদনা, ঘুমাইতে পারে না।

২য়—প্রসবের পর রক্তস্রাব।

স্বাভাবিক প্রসবে রক্তস্রাব বেশী হয় না। শিশুর জন্মের কিছুক্ষণ পরেই প্রায়ই রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—প্রধান প্রধান ঔষধ—বেলেডনা, ক্যামমিলা, ফেরাম, প্লাটিনা, স্যাবাইনা, ইপিকা, আর্নিকা।

বেলেডনা—উষ্ণ, প্রচুর ও উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্তস্রাব; প্রসবান্তে ভেদালির ব্যথার মধ্যে মধ্যে প্রচুর রক্তস্রাব হয়;

উত্তেজনার লক্ষণ, যথা মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় লালবর্ণ, ধমনীর সবেগে স্পন্দন, দ্রুত ও পূর্ণ নাড়ী; জরায়ুর উপরে একটু চাপ দিলেই বিবমিষা হয়; পৃষ্ঠদেশে বেদনা; দুর্গন্ধ রক্তস্রাব।

ক্যামমিলা—কাল চাপ চাপ রক্ত, থাকিয়া থাকিয়া এক একবার লাল রক্তস্রাব, তৎসঙ্গে পদদ্বয়ে ও জরায়ু মধ্যে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা; বিবমিষা ও মোহ; শীতল বায়ু চায়; অনুভব শক্তি অতি বর্দ্ধিত।

ফেরাম—প্রচুর রক্তস্রাব,—রক্ত কতক তরল এবং কতকাংশ কাল ও জমাটবান্ধা; দুর্ব্বল দেহ; মাথাধরা ও মাথাঘোরা; কোষ্ঠবদ্ধ।

প্লাটিনা—প্রচুর কাল ও ঘন (কিন্তু জমাটবান্ধা নহে) রক্তস্রাব, বোধ হয় শরীর চারিদিকেই বাড়িতেছে।

স্যাবাইনা—প্রচুর রক্তস্রাব, রক্ত প্রধানতঃ উজ্জ্বল লালবর্ণ, সময়ে সময়ে কাল্‌চে লাল; সামান্য নড়িলেই বৃদ্ধি; প্রসবের পরেই বেদনাশূন্য রক্তস্রাব; মোটা স্ত্রীলোক, যাহাদের অত্যন্ত রজঃস্রাবের ধাতু।

ইপিকা—সন্তান প্রসব, ফুল পড়া অথবা গর্ভস্রাবের পরে রক্তস্রাব; নিশ্বাস লইবার জন্য হাঁপাই হাঁপাই করা; বিবমিষা ও বমন; প্রত্যেক বমনের পরে রক্তস্রাব বেশী হয়। অত্যন্ত রজঃস্রাব দেখ।

৩য়—ফুল না পড়া।

কথন কথন সন্তান প্রসবের পরে ফুল পড়িতে কিছু বিলম্ব

হয়। ফুল সজোরে কখন টানিবে না; ইহাতে রক্তস্রাব ও তাহা হইতে মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসা—বেলেডনা—লালবর্ণ মুখমণ্ডল এবং চক্ষুদ্বয় রক্তপূর্ণ; প্রচুর উত্তপ্ত রক্তস্রাব; জরায়ু-মুখের সঙ্কোচন।

ইপিকা—সদত বিবমিষা, নাভির চতুর্দ্দিকে কর্ত্তনবৎ বেদনা; রক্তস্রাব ও ফুল না পড়া।

পলসাটিলা—জরায়ুর সঙ্কোচনে অক্ষমতা অথবা আক্ষেপিক সঙ্কোচনে ফুল আবদ্ধ থাকা; থাকিয়া থাকিয়া রক্তস্রাব হয়; অস্থির।

স্যাবাইনা—ফুল আটকাইয়া থাকা সত্বেও অত্যন্ত ভেদাংশির ব্যথা, তৎসঙ্গে তরল ও জমাট রক্তস্রাব।

৪র্থ—প্রসব কালে বা প্রসবান্তে আক্ষেপ।

ইহা অতি সাংঘাতিক পীড়া। প্রসবকালে হইলে প্রসূতি ও সন্তান উভয়েরই প্রাণ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। প্রসবান্তে আক্ষেপও অতি ভয়ানক।

চিকিৎসা—বলেডনা—হস্তপদাদির খেচুনি; জিহ্বার দক্ষিণাংশের পক্ষাঘাত; বাক্‌শক্তি ও গলাধঃকরণ-শক্তি বিলুপ্ত; প্রত্যেক বেদনাকালে আক্ষেপ (ফিট) উপস্থিত হয়; আক্ষেপের পর নিদ্রা অথবা অজ্ঞানতা।

কুপ্রম—আক্ষেপ, তৎসঙ্গে অত্যন্ত বমন; প্রত্যেক আক্ষেপ কালে পিঠ ধনুকের ন্যায় বক্র; মুখ হাঁ করিয়া থাকা।

হায়োসায়েমাস—প্রসবান্তে আক্ষেপ, চীৎকার করা;

বুকে কষ্ট বোধ; অজ্ঞানতা; মুখ নীলিমাবর্ণ; শরীরের সমস্ত মাংসপেশীর উৎক্ষেপ; প্রলাপ বকা, প্রত্যেক আক্ষেপ কালে হাত পা বাঁকিয়া যায় এবং সমস্ত শরীর বিছানা হইতে উচ্চ হইয়া উঠে।

ওপিয়ম—নিদ্রাভাব, গলা ঘড়ঘড় করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস, গাত্র শক্ত, মুখমণ্ডল লাল, উত্তপ্ত ও স্ফীত।

ষ্ট্রামোনিয়ম—অজ্ঞানতা ও অসাড়তা; ভয় দেখা; হাস্য, গীত; পলাইতে চেষ্টা; উজ্জ্বল কোন পদার্থ দেখিলেই আক্ষেপ উপস্থিত হয়; তোত্‌লা অথবা বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত।

৫ম—লোকিয়া বা ক্লেদস্রাব।

প্রসবের পর কিছু দিন জরায়ু হইতে এক প্রকার ক্লেদবৎ স্রাব হইতে থাকে। প্রথমে উহা লাল থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে উহা বর্ণ হীন হইয়া আসিয়া থামিয়া যায়। হঠাৎ এই ক্লেদ স্রাব বন্ধ হইয়া গেলে নানাবিধ পীড়া জন্মে।

চিকিৎসা—একোনাইট—যখন গৃহ মধ্যে এদিক ওদিক বেড়ায় তখন ক্লেদ স্রাব হয়।

পলসাটিলা—সাধারণ পীড়ায়, বিশেষতঃ অত্যন্ত অল্প হইলে এবং স্তনের দুগ্ধ হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে।

ক্যালকেরিয়া—দুগ্ধবৎ শাদা লোকিয়া; দীর্ঘকাল স্থায়ী।

সিকেলি—কাল ও দুর্গন্ধ স্রাব নির্গত।

ক্যামমিলা—লোকিয়া বন্ধ হওয়া এবং তৎপরে উদরাময়, পেটকামড়ানি ও দন্ত বেদনা।

ব্রাইওনিয়া—লোকিয়া বন্ধ হইয়া গেলে এবং তৎসঙ্গে অত্যন্ত মাথাধরা, মাথার বেদনা, উত্তপ্ত লালবর্ণ অল্প মাত্রায় প্রস্রাব। ইহার সহিত এঁকোনাইট বা বেলেডনা পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া যায়।

৬ষ্ঠ—প্রসবান্তে মূত্ররোধ।

প্রসবের পরে কখন কখন মূত্ররোধ হইয়া থাকে। ইহাতে প্রসূতির বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—বেলেডনা—ফোটা ফোটা প্রস্রাব, কোন বেদনা নাই।

ক্যান্থারিস—প্রস্রাবের অত্যন্ত বেগ, প্রস্রাব দ্বারে কর্ত্তনবৎ ও জ্বালাজনক বেদনা; মূত্ররোধ অথবা ফোটা ফোটা মূত্র ঝরিতে থাকে।

হায়োসায়েমাস—মূত্রাধারের পক্ষাঘাত।

নক্সভমিকা—জ্বালা ও ছিঁড়িয়া পড়ার ন্যায় বেদনা; প্রস্রাবের বেগ হয় কিন্তু প্রস্রাব হয় না; মূত্ররোধ, তৎসঙ্গে পুনঃপুনঃ বাহ্যের বেগ।

ওপিয়াম—প্রস্রাব বাহ্যে এককালে বন্ধ, কোন প্রকার বেগ নাই।

৭ম—প্রসবান্তে কোষ্ঠবদ্ধ।

প্রসবের পর কোষ্ঠবদ্ধ অস্বাভাবিক নহে। তিন চারি দিন ক্রমাগত কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে এবং তজ্জন্য যদ্যপি পেটে বেদনা, মাথা ভার প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে ব্রাইও-

ক্রিয়া দিবে। ইহার পর আবশ্যক হইলে নক্সভমিকা ও সলফর পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া যায়।

৮ম—উদরাময়।

প্রসবের পর পেটের পীড়া অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া উঠে, তজ্জন্য ইহা হইবামাত্র মনোযোগ পূর্ব্বক চিকিৎসা করা আবশ্যক।

চিকিৎসা।—পলসাটিলা—রাত্রিতে বাহ্যে হয়, তৈলাক্ত পদার্থ খাইয়া হইলে।

চায়না—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা থাকিলে।

সহকারী উপায়—প্রসূতিকাগারের আহারের অনিয়মে প্রায়ই উদরাময় হইয়া থাকে। অতিরিক্ত ঘৃত ও মসলা খাওয়ার পুরাতন পদ্ধতি যতদিন না উঠিয়া যাইবে, ততদিন এই পীড়া হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই। মৎস্যের ঝোল, ভাত, আবশ্যকমতে সাগু, দুগ্ধ উত্তম খাদ্য।

৯ম—স্তন্য জ্বর।

প্রসবের পর স্তনে বেদনা ও শক্ত হইয়া জ্বর হয়। এই জ্বরের পরে স্তনে দুধ নামিয়া থাকে। তজ্জন্য ইহাকে স্তন্য জ্বর কহে।

চিকিৎসা।—ব্রাইওনিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ। নাড়ী দ্রুত ও পূর্ণ থাকিলে, পিপাসা মাথা ব্যথা থাকিলে একোনাইট দিবে। অনেক সময়ে একোনাইটের সহিত বেলেডনা পর্য্যায়ক্রমে দিলে উপকার হয়।

১০ম—স্তনের দুধ বসিয়া যাওয়া।

দুগ্ধ অল্প হইলে, দুধ হইতে বিলম্ব হইলে বা দুধ বসিয়া গেলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

চিকিৎসা—পলসাটিলা—দুধ বিলম্বে হইলে বা হঠাৎ বসিয়া গেলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ক্যালকেরিয়া—স্তনের পূর্ণতা ও বৃদ্ধি, কিন্তু দুধ অল্প। পলসাটিলার পর ইহা ব্যবহার করা যায়।

ক্যামোমিলা—স্তন শক্ত, টিপিলে বেদনাযুক্ত, দুধ বসিয়া গেলে (রাগ হেতু), ইগ্নেসিয়া (শোক হেতু); ডল্কামারা (ঠাণ্ডা লাগিয়া)।

১১শ—স্তনে অত্যন্ত দুধ হওয়া।

স্তনে অত্যন্ত অধিক দুধ হইলে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এই যন্ত্রণা নিবারণ করিবার জন্য যত্নবান হওয়া উচিত।

চিকিৎসা—ব্রাইওনিয়া—দুগ্ধ এত জমে যে স্তন স্ফীত হইয়া উঠে এবং টন্ টন্ করিতে থাকে।

ক্যালকেরিয়া—অত্যন্ত অধিক দুগ্ধ, দুগ্ধ ক্রমাগত নির্গত হইতে থাকে।

চায়না—অত্যন্ত দুগ্ধ নির্গমন হেতু দুর্ব্বলতা থাকিলে।

১২শ—শিশু শুশ্রূষা।

প্রসবের পর শিশু শুশ্রূষা একটী প্রধান কার্য্য। প্রসব বেদনার সময় সকলেরই মনোযোগ কেবল প্রসূতির দিকে অকৃষ্ট থাকে; প্রসবের পর শিশুর প্রতিই প্রধানতঃ মনোযোগ অকৃষ্ট হয়।

প্রসবের পর, ৩।৪ অঙ্গুলি লম্বা রাখিয়া নাভিরজ্জুর দুই দিকে দুইটী গাইট দিয়া, মধ্যস্থলে সাবধানে নাড়ী কাটিবে। নাড়ী কাটার পর শিশুকে নারিকেল তৈল মাখাইয়া সাবধানে ঈষৎ উষ্ণজলে স্নান করাইয়া কোমল ও পরিষ্কৃত শয্যায় শুইতে দিবে। শিশুর ন্যাকড়া গুলি যেন পরিষ্কৃত হয় ইহাই দেখা উচিত। পরিষ্কার ন্যাকড়া দরিদ্রের ঘরেও জুটিতে পারে। পরিষ্কার ন্যাকড়া নারিকেল তৈলে ভিজাইয়া নাভির চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া দিবে। শিশু নিদ্রিত হইলে আমোদ করিয়া আত্মীয় স্বজন কাহাকেও দেখাইবার জন্য তাহাকে শয্যা হইতে তুলিবে না; যতক্ষণ সে নিজে কান্দিয়া জাগিয়া না উঠে ততক্ষণ তাহাকে নিরুপদ্রবে ঘুমাইতে দিবে। অনেক ক্ষণ ঘুমাইতেছে বলিয়া তাহাকে পুনঃপুনঃ জাগাইয়া বিশ্রামের বিঘ্ন করিও না। আহার অপেক্ষা নিদ্রা শিশুর পক্ষে বোধ হয় অধিক প্রয়োজনীয়। জাগিলে পর মাতৃ স্তনে দুগ্ধ যতদিন না হয়, ততদিন টাটকা গোদুগ্ধ গরম করিয়া খাইতে দিবে।

শিশুর সংসৃষ্ট ময়লা ন্যাকড়া গুলি প্রতিদিন সাবান দিয়া বা অন্য কোন উপায়ে পরিষ্কার করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, তা আহারে বল, শয্যায় বল, বায়ু বা গৃহ সম্বন্ধে বল, শিশুর জীবন। ইহার মধ্যে কোন একটী বিষয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ত্রুটি হইলে শিশু অচিরাৎ পীড়িত হইয়া পড়ে।

প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করিয়া নাভির ন্যাকড়া খানি বদ-

লাইয়া দিবে। প্রদীপের শিখায় অঙ্গুলি উত্তপ্ত করিয়া নাভিতে সেক দেওয়া আমাদের দেশে একটী অতি কুপ্রথা, তাহাতে সেকের কাজ যত হউক, না হউক, নাভিতে কালী মাখাইয়া অপরিষ্কার করা খুব হয়। এইরূপ করিলে নাভি অচিরাৎ পাকিয়া উঠিয়া শিশুকে বড়ই কষ্ট দেয়। প্রথমতঃ, জানা আবশ্যক যে নাভিতে সেক দিবার কোন প্রয়োজন নাই, তৈলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া লাগাইয়া রাখিতে রাখিতে নাভি শুষ্ক হইয়া আপনিই খসিয়া যায়। খসিয়া গেলে তাহাতে কেবল গরম নারিকেল তৈল দেওয়া ভিন্ন সেক দিবার কোন প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়তঃ, যদি সেক দেওয়ারই প্রয়োজন হয় তবে এমন উপায়ে সেক দিবে যাহাতে নাভি কালীতে অপরিষ্কার না হয়।

শিশুর আহারের পরিমাণ ও সময় নির্দ্দিষ্ট রাখিবে। মনে রাখিবে যে যখনই শিশু কাঁদে তখন ক্ষুধার জন্য কান্দে না, তজ্জন্য কান্দিলেই দুগ্ধ বা স্তন পান করান অন্যায়। দুগ্ধই হউক অথবা স্তনপান করানই হউক, নির্দ্দিষ্ট সময়ে শিশুকে খাইতে দিবে। খাওয়ার দোষে শিশুর উদরাময় হয় ও দুধ তুলিয়া ফেলে। অজীর্ণের ঔষধ কেবল খাওয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখা।

আমাদের দেশে সূতিকা গৃহে শিশুর প্রধান রোগ "পেঁচো পাওয়া"। পেঁচো পাওয়া রোগ শিশুদিগের ধনুষ্টংকার রোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অপরিষ্কার গৃহে বাস, অপরিষ্কার বায়ু সেবন, আহারের দোষ, নাভিতে পুঁজ প্রভৃতিই এই রোগের কারণ। আমাদের দেশে সূতিকা গৃহে এই সমস্ত দোষ-

গুলিই বর্ত্তমান থাকে, তজ্জন্যই আমাদের দেশে এত পেঁচো পাওয়া রোগ। বিলাত প্রভৃতি সুসভ্য দেশে এই রোগ প্রায় এককালে নাই এবং অকালে শিশুর মৃত্যুও অতি বিরল। পেঁচো পাওয়া বলিয়া পল্লীগ্রামে যে ওঝার চিকিৎসা করান হয় তাহা সমস্তই ভ্রমমূলক। সূতিকা গৃহ ও তৎসঙ্গে অপদেবতা সম্বন্ধে যে সকল ধারণা আছে তাহাও ভ্রমমূলক। এই সকল ভ্রম আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের মন হইতে যত দূরীভূত হয়, ততই আমাদের দেশের পক্ষে মঙ্গল।

"পেঁচো পাওয়া" রোগ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শিশু প্রথমে অত্যন্ত কান্দিতে থাকে। পরে চোয়াল বন্ধ হইয়া যাওয়া এই রোগের সর্ব্ব প্রথম সুস্পষ্ট চিহ্ন। শিশু আর হা করিয়া কান্দিতে এবং মাতৃ স্তন্য বা দুগ্ধ পান করিতে পারে না। ক্রমশঃ আক্ষেপ আরম্ভ হয়। থাকিয়া থাকিয়া এই আক্ষেপ হইতে থাকে। শিশু হাত পা শক্ত করে, মুখ সজোরে বন্ধ করিয়া এক প্রকার শব্দ করিতে থাকে, সমস্ত শরীর শক্ত হইয়া উঠে, মুখ দিয়া ফেনা নির্গত হইতে থাকে। এইরূপ আক্ষেপ কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া থামিয়া যায়। থামিয়া গেলে শিশু অল্পক্ষণের জন্য আবার কিছু সুস্থ থাকে। এইরূপ হইতে হইতে অতি বিলম্বে, এমন কি কখন কখন ৩।৪ দিন পরে, রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া শিশুর প্রাণ বিয়োগ হয়। এই রোগ যেমন দুঃসাধ্য, তেমনি দেখিতে অতি কষ্টকর।

এই রোগ সুস্পষ্ট প্রকাশ হইয়া প্রবল হইয়া দাঁড়াইলে

আরোগ্য অসম্ভব, তবে রোগের প্রারম্ভে ধরিতে পারিলে এবং উপযুক্ত ঔষধ দিলে কখন কখন এই পীড়া আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। বেলেডনা, সিকুটা, নক্সভমিকা, ওপিয়াম, হাওসায়েমাস প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণানুসারে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

৪২—প্লীহা।

প্লীহা হইয়াছে বলিলে প্লীহার বিবৃদ্ধি বুঝায়। প্লীহা হইয়াছে বলিলে যে পূর্ব্বে ছিল না তাহা বুঝায় না। অন্যান্য গ্রন্থির ন্যায় প্লীহাও একটী স্বাভাবিক গ্রন্থি। পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর ইত্যাদি জ্বরে প্লীহা অতি ভয়ানক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এমন কি উদরের প্রায় সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া ফেলে। প্লীহার বিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়, কারণ প্লীহার বৃদ্ধি হেতু রক্ত দূষিত হইয়া উঠে।

চিকিৎসা—প্লীহার বিবৃদ্ধিতে আর্সেনিক, কার্ব্ব-ভেজি-টেবিলিস, সিয়ানোথস, আওডিন, নেট্রম মার, সলফার ও মার্কুরিয়স-আইওড অতি উপকারী।

প্লীহার বেদনায়—সিয়ানোথস, চায়না, পলসাটিলা উপকারী।

প্লীহা ও পুরাতন উদরাময়—চায়না, ইগনেসিয়া, পলসাটিলা, রসটক্স, সলফার।

৪৩—বধিরতা।

লক্ষণ—বধিরতা নানা কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে যথা

কর্ণে প্রদাহ, বেশী ঠাণ্ডা লাগা, গ্রন্থির বিবৃদ্ধি বা কাণের পুরাতন পীড়া প্রভৃতি। হঠাৎ প্রবল শব্দ লাগিলে কাণে তালা লাগে। সময়ে সময়ে কাণে খোল হইলেও বধিরতা উৎপন্ন হইতে পারে।

চিকিৎসা—দুর্ব্বলতা বা কোন স্নায়বিক পীড়া হেতু হইলে, ফসফরস—বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের পক্ষে উপকারী।

হিম লাগিয়া হইলে—একোনাইট, বেলেডনা, মার্কুরিয়স, ক্যালকেরিয়া বা পলসাটিলা।

জ্বরের পর হইলে—পলসাটিলা (হামের পর), ফসফরস (বিকারের পর), সাইলিসিয়া (মস্তিষ্কের পীড়ার পর)। মস্তকে আঘাতবশতঃ হইলে আর্নিকা।

ক্যালকেরিয়া—বধিরতা, কর্ণমধ্যে গুণ গুণ, গোঁ গোঁ, সঙ্গীত শব্দবৎ নানাবিধ শব্দ, কাণ দিয়া পুঁজ পড়ে, কুইনাইন খাইয়া জ্বর বন্ধ করিলে।

গ্রাফাইটিস—কর্ণ মধ্যে শুষ্কতা সহ বধিরতা, নিজের কথা বা পদ শব্দ কর্ণ মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়, গাড়িতে চড়িলে বধিরতা কতক হ্রাস হয়। কর্ণের পৃষ্ঠে ক্ষত।

পিট্রোলিয়াম—বৃদ্ধদিগের বধিরতা। ফসফরাস—বধিরতার একটী প্রধান ঔষধ। কাণে তালা ধরিয়া থাকিলে মার্কুরিয়াস বা পলসাটিলা। মুলেন অয়েল বধিরতার একটি নূতন ঔষধ। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক ফোটা করিয়া কাণে দিলে সত্বরেই উপকার দর্শে।

সহকারী উপায়—স্নানের পর কাণে জল থাকা ভাল নহে; শুষ্ক কাপড় দিয়া জল মুছিয়া ফেলিবে। কাণে সদা-সর্ব্বদা পালক, কাপড় বা কাটি দেওয়া অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস। বালকদিগের কাণের উপর কখন চড় বা কিল মারিবে না। শৈশবাবস্থায় ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিলে অনেক সময় শিশু "কাণে কালা" হয়।

৪৪—বমন।

কারণ—অজীর্ণ, অখাদ্য আহার, গর্ভাবস্থা, মস্তিষ্কের বিকার, পাকস্থলীতে ক্ষত, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি অবস্থায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মস্তিষ্ক-বিকারের বিবমিষা ও বমন মন্দ লক্ষণ; গর্ভাবস্থায় ও হিষ্টিরিয়া রোগে বমন অসাধ্য নহে; যদ্যপি বমনে উপশম বোধ হয় তাহা হইলে তাহা অশুভ লক্ষণ নহে কিন্তু যদ্যপি রোগ উপশমিত না হইয়া বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে এই রোগ কঠিন জানিবে।

কাল বমন—আর্সেনিক, চায়না, ইপিকা। গাড়ী বা নৌকা চড়িয়া বমন—ককুলাস, হায়োসায়েমাস, সলফার। গর্ভবতীর বমন—ইপিকা, নক্স, ক্রিয়াজোট। কৃমিবশতঃ—সিনা। পিত্ত-বমন, বমন সবুজ ও তিক্ত—ক্যামমিলা, নক্স। লবণাক্ত—পল-সাটিলা। অম্লাক্ত—পলসাটিলা, সলফার।

চিকিৎসা—ইপিকা—সামান্য বমনে, বিশেষতঃ প্রচুর বমন হইলে এবং তৎসঙ্গে বিবমিষা থাকিলে উপকারী।

এণ্টিমোনিয়াম-ক্রুড—বিবমিষা ; পুরু শাদা জিহ্বা ; উদ্গার ; অক্ষুধা।

আর্সেনিক—পাকস্থলী ও গলায় জ্বালা বোধ, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, ভেদ, হাত পা শীতল।

নক্সভমিকা—বমন, মুখ শুষ্ক, অনিদ্রা, কোষ্ঠবদ্ধ, মদ্যপান, অতিরিক্ত ও অনিয়মে আহার প্রভৃতি দোষে বমন হইলে উপকারী।

সহকারী উপায়—পুনঃ পুনঃ বমন বা অত্যন্ত বমনেচ্ছা থাকিলে বরফ মুখে রাখিলে উপকার দর্শে। সেই সময়ে সাগু প্রভৃতি লঘু পথ্য বিধেয়। কখন কখন বমন নিবারণের জন্য সোডা ওয়াটার এবং আহারের জন্য দুধের সহিত সোডা ওয়াটার মিশাইয়া দিলে উপকারী।

৪৫—বসন্ত।

ইহা সংক্রামক পীড়া। ইহার প্রারম্ভে জ্বর, বমি, পৃষ্ঠ, মাজা ও জানুদেশে বেদনা, মুখে দুর্গন্ধ এবং পেট টিপিলে বেদনা থাকে। চতুর্থ দিনে মুখে, মস্তকে, গলায় ও শরীরের অন্যান্য স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা বাহির হয় ; এই গুটিকা সকল প্রথমে শক্ত শক্ত গুটির মত চর্ম্মের উপর হাত বুলাইলে বোধ হয়, কিন্তু ৩।৪ দিনের মধ্যে লাল হইয়া পাকিয়া উঠে। ৮।৯ দিনের পর গুটিকা সকল শুকাইতে আরম্ভ হয়। কোন কোন সময়ে গুটিকা সকল এত ঘন ঘন বাহির হয় যে পুঁজযুক্ত ঘা হইয়া পড়ে ; ঘা শুকাইলে দাগ থাকিয়া যায়। এই

পীড়া একবার হইলে প্রায় আর হয় না। ইহা অত্যন্ত সং-ক্রামক (ছোঁয়াচে) রোগ।

চিকিৎসা—একোনাট—পীড়ার প্রারম্ভে প্রদাহকালে কিম্বা শিরঃপীড়া, প্রলাপ প্রভৃতি থাকিলে বেলেডনার সহিত পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া যায়।

এণ্টিমোনিয়ম-টার্ট—বসন্ত রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। গুটিকা বাহির হইতে বিলম্ব হয়, তৎসহ বিবমিষা, বমন, অনিদ্রা, কিম্বা গুটিকা বসিয়া যায়; শ্বাসপথ, গলমধ্য ও পাকাশয় প্রভৃতি স্থানে বসন্ত।

বেলেডনা—একোনাইট দেখ।

ষ্টামোনিয়ম—এণ্টিমোনিয়মের পর অথবা উহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে গুটিকাযুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। গলক্ষত, লালা-নিঃসরণ, আমাশয় বা উদরাময়, জিহ্বা স্ফীত প্রভৃতি থাকিলে মার্কুরিয়স-সল এবং পীড়ার শেষ অবস্থায় যখন দাগ পড়িতে আরম্ভ হয় তখন উপকারী।

আর্সেনিক—অতিশয় দুর্ব্বলতা, নাড়ী দুর্ব্বল, প্রবল তৃষ্ণা ও অস্থিরতা, গাত্রদাহ।

বসন্ত কঠিন ও সাংঘাতিক পীড়া; সুতরাং ইহার ভার সুচিকিৎসকের হস্তে দেওয়া উচিত।

সহকারী উপায়—রোগীর গৃহ শীতল, পরিষ্কার, বায়ু-যুক্ত এবং অন্ধকার করিয়া রাখিবে। ঘরের দুর্গন্ধ নিবারণার্থ কার্ব্বলিক এসিড লোসন বা ধূনা দেওয়া উচিত। ঘরের ভিতর

যাহাতে পরিষ্কার বায়ু বহিতে পারে এইরূপ বন্দোবস্ত দিনের মধ্যে বহুবার করিবে। রোগীর গাত্রে অধিক কাপড় দিবার প্রয়োজন নাই। গাত্রবস্ত্র সদাসর্ব্বদা পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া উচিত এবং পিপাসা নিবারণার্থ বরফ, ঠাণ্ডা জল, লেবু দিয়া মিছরির পানা খাইতে দেওয়া যায়। প্রথমে জ্বরাবস্থায় অতি লঘু পথ্য যথা সাগুদানা, বালি এবং পবিশেষে মাংস বা মৎস্যের ঝোল, এবং কমলা লেবু, বেদানা প্রভৃতি পরিপক্ব ও ঈষৎ অম্লযুক্ত ফল দেওয়া যাইতে পারে। বসন্তের দাগ নিবারণার্থ গ্লিসিরিন বা শ্বেতসার দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া উচিত।

প্রতিষেধক—গোবীজ টীকাই ইহার নিবারণের প্রধান উপায়। শিশুর দাঁত উঠার উপদ্রব সকল আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই টীকা দেওয়া উচিত। অসুখের উপর টীকা দেওয়া ভাল নহে। অনেকে আলস্যপূর্ব্বক টীকা দেওয়া সম্বন্ধে বিলম্ব করিয়া থাকেন; তাহা অতীব অন্যায়।

৪৬—বাগী।

লক্ষণ—প্রমেহ বা উপদংশ (গরমির পীড়া) দোষবশতঃ কুচকির গ্রন্থি (বীচি) সকল প্রদাহিত হয়; ইহাই বাগী। গ্রন্থিসকল স্ফীত, বেদনাযুক্ত, লালবর্ণ, উত্তপ্ত, শক্ত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ, উহার মধ্যে পুঁজ সঞ্চিত হওয়ায় উহা পাকিয়া উঠে। এই সময়ে প্রতিদিন শীত করিয়া জ্বর হইয়া থাকে। বাগী প্রায়ই পাকিয়া থাকে।

চিকিৎসা—বেলেডনা—প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ যখন অত্যন্ত বেদনা ও টাটানি, লালবর্ণ, প্রদাহ প্রভৃতি থাকে।

মার্করিয়স-আওড—যখন বাগী অত্যন্ত শক্ত থাকে।

হেপার-সলফর—বাগী পাকিয়া উঠিলে এবং পারার দোষ থাকিলে।

আর্সেনিক-আওড—বাগী;—তরুণ, প্রবল স্ফীতি, পাকিয়া উঠিবার উপক্রম। এই ঔষধে বাগী বসিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে।

কার্ব-এনিমেলিস—গ্রন্থি কঠিন হইয়া থাকিলে।

হেপার ও সাইলিসিয়া ঘা হইলেও প্রদত্ত হয়। নালী হইবার উপক্রম হইলে সাইলিসিয়া ১২ ক্রমে বিশেষ উপকার দর্শে।

সহকারী উপায়—বাগীর সূত্রপাতমাত্র সম্পূর্ণ বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক, এই অবস্থায় কিঞ্চিন্মাত্রও ভ্রমণ অপকারী। বাগী ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে অনবরত গরম পুল্টিস লাগাইবে। বাগী প্রায় পাকিয়া উঠে, বসিয়া যায় না। পাকিয়া উঠিলে অস্ত্র-চিকিৎসার সহায়তা লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যত দিন ঘা সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া না যায়, তত দিন কখন শয্যা ত্যাগ করিবে না। অল্প অল্প ঘা থাকিতে থাকিতে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেই নালী হইয়া থাকে। নালী হইলে অত্যন্ত দুঃসাধ্য ও কষ্টদায়ক হইয়া উঠে।

৪৭—বাত।

লক্ষণ—গাঁইটে গাঁইটে বেদনা; পীড়িত স্থান শক্ত এবং নাড়িতে অত্যন্ত বেদনা। কম্প দিয়া বা শীত করিয়া

প্রথমে জ্বর হয়, গাত্রে উত্তাপ অত্যন্ত বেশী হয়, আক্রান্ত স্থান সকলে কামড়ান, ছুঁচবিদ্ধ হওয়ার ন্যায় বেদনা, পরিপাক যন্ত্রের ব্যতিক্রম, গাত্রে অম্লাস্বাদযুক্ত ঘর্ম্ম. অত্যন্ত পিপাসা, প্রস্রাব অল্প। জল বৃষ্টিতে ভিজিয়া, আদ্র বস্ত্রে অধিক সময় থাকিয়া প্রায়ই এই পীড়া আরম্ভ হয়।

বাত হইতে হৃৎপিণ্ডের পীড়া জন্মিতে পারে, তজ্জন্য পীড়া কালে সদাসর্ব্বদা ঐ যন্ত্র পরীক্ষা করা উচিত।

১ম—তরুণ বাত জ্বর।

চিকিৎসা—একোনাইট—পীড়ার প্রথমাবস্থায়, অত্যন্ত জ্বর, চিড়িক মারা বেদনা—বেদনা রাত্রিতে অসহ্য। সন্ধি সকল লালবর্ণ, স্ফীত, বেদনায় রোগী চীৎকার করে, কান্দে ও অস্থির হয়।

বেলেডনা—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, মুখ ও চক্ষু লালবর্ণ, পীড়িত স্থান অত্যন্ত স্ফীত ও অনেক দূর লইয়া লালবর্ণ, অনিদ্রা।

ব্রাইওনিয়া—ছুরিকা বা ছুচ বিদ্ধের ন্যায় বেদনা,—বেদনা মাংসপেশীর, হাড়ের নহে। পীড়িত স্থান চিক চিকে ফুলা; একটু নড়িলে বেদনার অসহ্য বৃদ্ধি, কিন্তু বেদনা সত্ত্বেও সময়ে সময়ে অস্থিরতাবশতঃ নড়িতে বাধ্য হয়; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; পেটের গোলমাল।

মার্কুরিয়স-সল—যখন কোন বিশেষ সন্ধিস্থল আক্রান্ত হয়, অতিরিক্ত ঘর্ম্ম কিন্তু ঘর্ম্মে কোন উপশম বোধ হয় না; বেদনা রাত্রিতে অত্যন্ত বৃদ্ধি।

পলসাটিলা—যদি বেদনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নড়িয়া বেড়ায়, ঋতু সম্বন্ধীয় কোন গোলযোগ থাকিলে ব্যবস্থা। ইহা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বেদনা রাত্রিতে বৃদ্ধি; গাত্র অনাবৃত এবং শীতল জল পান করিলে উপশম।

রসটক্স—যদি পীড়িত স্থান শক্ত হইয়া যায়, বিশ্রামাবস্থায় এবং বায়ু-পরিবর্ত্তনে এবং প্রথম নড়িতেই বেদনার বৃদ্ধি। ক্রমাগত নড়িলে এবং বাহ্যিক উত্তাপ প্রয়োগে বেদনার শান্তি।

সন্ধিস্থলে বাত ও ফুলা—বেলেডনা, ব্রাইওনিয়া, কলচিকম, লাইকোপোডিয়াম।

রোগের স্থান বাঁকিয়া বা শক্ত হইয়া যায়—কষ্টিকম, ল্যাকেসিস, সলফার, রসটক্স, সিপিয়া।

বাতের সহিত পক্ষাঘাত—চায়না, রসটক্স, ককুলাস।

উষ্ণতায় উপশম হইলে—রসটক্স, কষ্টিকাম, লাইকোপোডিয়ম, মাকুরিয়স, সলফার।

ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম—পলসাটিলা।

বুক, পিঠ প্রভৃতি স্থানের বাতে—আর্ণিকা, মাকুরিয়াস, নক্স, রসটক্স।

পার্শ্ব বেদনায়—র‍্যাননকুলাস। মণিবন্ধ ও অঙ্গুলির সন্ধিতে—কলোফিলাম।

বৃহৎ অস্থি সকলের আবরণে—মেজেরিয়াম। দক্ষিণ পার্শ্বের—ল্যাকেসিস।

সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি—পলসাটিলা, রসটক্স। মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে—ব্রাইওনিয়া।

মধ্যরাত্রির পরে—আর্সেনিক,মার্কিউরিয়াস, সলফার, থূজা।

প্রাতের দিকে—কালিকার্ব্ব, নক্স, রসটক্স, থূজা।

উষ্ণতায় বৃদ্ধি—ব্রাইওনিয়া, পলসাটিলা, থূজা।

উপদংশ দোষ, পারা অপব্যবহার, প্রমেহ পীড়া প্রভৃতি ধাতুগত দোষবশতঃ যে বাত হয় তাহা কিছু দুঃসাধ্য, কারণ ধাতুগত দোষ দূরীভূত না হইলে সে বাতও আরোগ্য হয় না। পারার অপব্যবহারে কার্ব্বভেজ, চায়না, লাইকোপোডিয়াম, সলফার, হেপার, ল্যাকেসিস। মেহ পীড়া বশতঃ—ক্লিমেটিস, থূজা, লইকোপোডিয়াম, মার্কিউরিয়াস।

সহকারী উপায়—অত্যন্ত উত্তাপ, ফুলা ও বেদনা থাকিলে গরম জলে অথবা গরম জলে আর্ণিকা মিশাইয়া লইয়া সেক দিলে উপকারী। রসটক্স বা আর্নিকা লিনিমেণ্ট মালিস করিলেও উপকার দর্শে। প্রথমে বার্লি, সাগু বা আরারুট প্রভৃতি লঘু পথ্য বিধেয়, পরে ক্রমে ক্রমে পুষ্টিকারক পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। রোগী একটু আরাম হইলেই ভ্রমণ বিধেয়। তরুণ লক্ষণ সকল গিয়া যদি পুরাতন ভাবে গাইট শক্ত হইয়া থাকে, তবে সেই স্থান ঈষৎ উষ্ণ লবণ জলে ধৌত করা এবং রসটক্স লিনিমেণ্ট মালিস করা উচিত।

২য়—পুরাতন বাত।

সন্ধিস্থান শক্ত হয় এবং ফুলিয়া উঠে, প্রায়ই হাটুতে এই

পীড়া হইয়া থাকে। সন্ধিস্থান বদ্ধ সুতরাং ভ্রমণের প্রতিবন্ধক হয়, পা অনেক সময় শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়।

চিকিৎসা—রসটক্স—পীড়িত স্থান শক্ত ও গতিহীন এবং দুর্ব্বল।

সলফর—পুরাতন এবং পুরুষানুক্রমিক বাতে অনেক সময়ে উপকারী। গাত্রে চুলকানি থাকিলে এবং পীড়া কিছুতে আরাম না হইলে ইহা দেওয়া যায়।

কলোফিলাম—জরায়ুর পীড়া, বেদনা নড়িয়া নড়িয়া বেড়ায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির পীড়া, অঙ্গুলি-সন্ধির বাত, হাত মুঠা করিতে পারে না।

কষ্টিকাম—সন্ধি অনম্য, উষ্ণতায় উপশম, ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি, আবৃত হইতে চাহে না, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। হাত মস্তকে তুলিতে পারে না।

কলচিকম—ইহা আবশ্যকীয় ঔষধ। রসটক্স ও সলফরের পরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অস্থির আবরণে ও সন্ধিমধ্যস্থ ঝিল্লি সমূহের উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া।

ব্রাইওনিয়া, মার্কুরিয়স-সল এবং পলসাটিলা আবশ্যকীয় ঔষধ।

ক্যালকেরিয়া—জলে দাঁড়াইয়া বাত। সন্ধি মধ্যে খট্ খট্ শব্দ, পদদ্বয়ে প্রচুর ঘর্ম্ম ও শীতল।

ল্যাকেসিস—নিম্নাঙ্গে বাত, যেমন নিদ্রিত হয় অমনি বেদনা উপস্থিত হয়, আক্রান্ত স্থান বক্র ও অনম্য। খোলা বায়ুতে,

আর্দ্র বাতাসে, নিদ্রার পর ও সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। পুরাতন বাতে ইহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে হেপার বড় উপকারী।

সহকারী উপায়—উষ্ণ প্রধান শুষ্ক স্থানে বাস; হিম বা ঠাণ্ডা বাতাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য শীতকালে এবং বৃষ্টির দিনে ফ্লানেল বা গরম কাপড় ব্যবহার করিবে। আর্নিকা বা রসটক্স লিনিমেণ্ট মালিস করিলে বেদনার উপশম হয়। আহার পুষ্টিকর ও সহজে পরিপাক হয় এমত হওয়া উচিত।

৪৮—বুকজ্বালা।

লক্ষণ—বুকজ্বালা অপাকের একটী প্রধান লক্ষণ। ইহাতে পেট হইতে গলা পর্য্যন্ত জ্বালা বোধ হয়, এবং কখন কখন বমিও হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—ক্যালকেরিয়া-কার্ব—পুরাতন অম্ল রোগে উত্তম। দিন দুইবার করিয়া খাইলেই যথেষ্ট।

নক্সভমিকা—সকল প্রকার সাধারণ বুকজ্বালায় দেওয়া যায়; ইহা সলফরের সহিত পর্য্যায়ক্রমেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সলফর—অনেক দিনের পীড়া হইলে নক্সভমিকার সহিত পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া যায়।

পলসাটিলা—মেদ ও তৈলাক্ত পদার্থ খাইয়া অপাক; বুক-জ্বালা; মুখে তিক্ত বা পচা আস্বাদ, দুর্গন্ধ।

ব্রাইওনিয়া—খাওয়ার পর বোধ হয় যেন পেটে পাথর চাপান রহিয়াছে, কোষ্ঠবদ্ধ, মাথাধরা, গা বমি বমি বা পিত্ত বমন।

অম্ল উদ্গার—ক্যালকেরিয়া-কার্ব, ক্যামমিলা, চায়না, লাইকোপোডিয়ম, নক্সভমিকা।

অজীর্ণ খাদ্য গলা বহিয়া উঠে—ব্রাইওনিয়া, ইগ্নেসিয়া ফসফরস, ল্যাকেসিস।

সহকারী উপায়—অপাক দেখ

৪৯—ব্রণ।

লক্ষণ—বড় হইলে স্ফোটক (ফোড়া) এবং ক্ষুদ্র হইলে ব্রণ কহে। প্রথমে প্রদাহ, লালবর্ণ, বেদনাযুক্ত—পরে পূঁজ হইয়া মুখ হয়। কখন আপনি ফাটিয়া যায়, কখন ছুরিকা দ্বারা মুখ একটু কাটিয়া দিতে হয়। রক্ত দূষিত হইয়া বালকদিগের প্রায়ই মুখে ও মস্তকে ব্রণ হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা—বেলেডনা—যখন প্রথমে লালবর্ণ, বেদনাযুক্ত ও স্ফীত হইয়া উঠে অর্থাৎ পূঁজ জন্মিবার পূর্ব্বে এই ঔষধ নিম্ন ডাইলুসন দিনের মধ্যে বারম্বার ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া যায়।

আর্ণিকা—ওষ্ঠ, চক্ষুর পাতা প্রভৃতি কোমল স্থানে ব্রণ হইয়া ফুলিয়া উঠিলে এবং অত্যন্ত বেদনা হইলে ইহা উপকারী।

হেপার সলফর—পূঁজ হইলে।

মার্কুরিয়স—প্রথমে দিলে পাকিতে দেয় না এবং পাকিলে দিলে পূঁজ নির্গত করিয়া দেয়। বগলে, গলায়, কুচকি প্রভৃতি স্থানের গ্রন্থি পাকিলে ইহা উপকারী।

সাইলিসিয়া—পুরাতন অবস্থায়, বিশেষতঃ নালী হইলে।

বারে বারে স্ফোটক হইতে থাকিলে সলফর দ্বারা শরীরের ও রক্তের দূষিত অবস্থা দূর হয়।

যদ্যপি অত্যন্ত ধীরে ধীরে পাকিতে থাকে তবে হেপার; যদ্যপি অত্যন্ত প্রদাহিত ও বেদনাযুক্ত থাকে তাহা হইলে বেলেডনা বা মার্কুরিয়স।

যুবা বয়সে মুখে ব্রণ হইয়া মুখ অনেক সময়ে বড়ই বিকৃত হয়। কোন কোন ব্রণ বড় হইয়া উঠে এবং বেদনা হইয়া কষ্ট দেয়। মুখের ব্রণের পক্ষে কার্ব্ব-ভেজ, হেপার, ক্যালকেরিয়া, সলফার উৎকৃষ্ট ঔষধ। যৌবনাস্থায় ইন্দ্রিয়দোষবশতঃ ব্রণে ক্যালকেরিয়া।

সহকারী উপায়—প্রথমে বেদনা ও লালবর্ণ হইয়া উঠিলে শীতল জলের পটি দিবে। পাকিবার উপক্রম হইলে তিসির পুলটিস দিবে। আপনি ফাটিয়া না গেলে ছুরিকা দ্বারা একটু কাটিয়া দিবে।

স্ফোটকের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সাধারণ স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

৫০—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য।

লক্ষণ—মুখ লালবর্ণ, মুখ ও গলার ধমনী ও শিরা পূর্ণ, ধমনীর স্পন্দন সর্ব্বশরীরে অনুভূত হয়; নিদ্রালুতা, মাথা-ঘোরা, কাশীতে অথবা মাথা হেঁট করিতে মাথাধরার বৃদ্ধি,

কাণ ভোঁ,ভোঁ করা। যাহারা অধিক পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করে অথচ কোন পরিশ্রম করে না তাহাদেরই প্রায়ই এই রোগ হইয়া থাকে

চিকিৎসা—একোনাইট—মাথাঘোরা দেখ।

বেলেডনা—মাথাঘোরা দেখ। যদি প্রতি পদ বিক্ষেপে অথবা একটু মাত্র সঞ্চালনে, একটু মাত্র শব্দ অথবা আলোকে এবং মস্তক অবনত করিলে পীড়া বৃদ্ধি হয় তবে ইহা আরও উপকারী।

নক্সভমিকা—অপাক অথবা কোষ্ঠবদ্ধবশতঃ হইলে। যাহারা সদাসর্ব্বদা ঘরে বসিয়া কাজ করে এবং পীড়া বহির্বায়ুতে, প্রাতঃকালে কিম্বা আহারান্তে বৃদ্ধি হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ওপিয়ম—হঠাৎ রক্তাধিক্য, মাথাভার, কাণে ভোঁ ভোঁ শব্দ, মাথার ভিতর দপ দপ করা, তৃষ্ণা, মুখশোষ, বমন, অজ্ঞানতা এবং মল বদ্ধ হেতু হইলে।

গ্লোনইন—মস্তকে রক্তাগম, মাথাধরা, মাথার মধ্যে দপদপানি।

মদ্যপায়ীদিগের পক্ষে—নক্সভমিকা, পলসাটিলা, ওপিয়ম, ক্যালকেরিয়া।

যৌবনারম্ভে বালিকাদিগের পক্ষে—একোনাইট, বেলেডনা, পলসাটিলা।

দন্তোদ্গম কালে শিশুদিগের পক্ষে—একোনাইট, ক্যামমিলা, কফিয়া, জেলসিমিনাম।

অত্যন্ত আহ্লাদবশতঃ রক্তাধিক্য—কফিয়া, ওপিয়ম।

ভয়বশতঃ—ওপিয়ম।

প্রবল ক্রোধবশতঃ—ক্যামমিলা।

পতন বা আঘাতবশতঃ রক্তাধিক্য—আর্ণিকা, মার্কুরিয়স।

সহকারী উপায়—প্রত্যুষে উঠিয়া পরিষ্কার বায়ুতে সহজ ব্যায়াম এবং শীতল জলে স্নান ও পান অত্যাবশ্যক। সর্ব্বপ্রকার গরম দ্রব্য আহার নিষিদ্ধ। প্রতিদিন সন্ধ্যা-কালে শীতল জলে পা ডুবাইয়া পরে সজোরে ঘসিয়া ফেলা উচিত।

৫১—মাথাঘোরা।

১ম, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য বশতঃ।

লক্ষণ—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য দেখ।

চিকিৎসা—একোনাইট—বেলেডনার সহিত পর্য্যায়-ক্রমে ব্যবহার করিবে, বিশেষতঃ যদি শয্যা হইতে উঠিতে অথবা মাথা নীচু হইতে উঠাইতে মাথা ঘোরা বোধ হয় এবং মুখ লালবর্ণ থাকে।

বেলেডনা—একোনাইট দেখ। যদি সংজ্ঞা-হীনতা, মাতা-লের ন্যায় পা ফেলে, মস্তকে রক্তপূর্ণতা এবং ভয়ানক চাপ বোধ থাকে।

নক্সভমিকা—যদি খাওয়ার সময়, খাওয়ার পর, বহির্বায়ুতে ভ্রমণকালে, অথবা মূর্চ্ছার মত কিম্বা মাথা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবার মত হয় তবে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ঘুরিয়া পড়িয়া গেলে—বেলেডনা, পলসাটিলা, রসটক্স।

সহকারী উপায়—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য দেখ। প্রতি দিন প্রত্যুষে শীতল জলে স্নান এবং পরিষ্কার বায়ুতে ব্যায়াম আবশ্যক।

২য়, অপাক বশতঃ।

লক্ষণ—মাথাঘোরা, নিদ্রালুতা বিশেষতঃ আহারের পরেই মাথা ভার, মাথাধরা, জিহ্বা অপরিষ্কার, পেট ফাঁপা, আহারে অনিচ্ছা, বমি।

চিকিৎসা—নক্সভমিকা—পূর্ব্বে দেখ। অতিরিক্ত আহার বা মাদক সেবনে হইলে।

পলসাটিলা—অধিক ঘৃত পক্ক দ্রব্য খাইয়া হইলে, পীড়া বহির্বায়ুতে উপশম বোধ হইলে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে বমনেচ্ছা কিম্বা নেসা করার ন্যায় হইলে।

সহকারী উপায়—পেটের গোলমাল থাকিলে উপবাস এবং পরে লঘু পথ্য বিধেয়। শীতল জল পান করিতে দিবে।

৩য়, দুর্ব্বলতাবশতঃ।

চিকিৎসা—চায়না—উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্রাতঃকালে মাথাঘোরা—ক্যালকেরিয়া, নক্সভমিকা, রসটক্স, ফসফরস।

সন্ধ্যাকালে— বেলেডনা, পলসাটিলা, সিপিয়া, ল্যাকেসিস।

শয়নকালে—পলসাটিলা, আর্সেনিক।

উত্থানকালে—নক্সভমিকা, রসটক্স, ল্যাকেসিস।

ভ্রমণকালে—পলসাটিলা, লাইকোপোডিয়ম, ফসফরস, ক্যালকেরিয়া।

মস্তক হেঁট করিলে—ক্যালকেরিয়া, ব্রাইওনিয়া, সিপিয়া।

খালি পেটে—ফসফরস, ক্যালকেরিয়া, চায়না।

আহারান্তে—ক্যালকেরিয়া, নক্স, ফসফরস।

নিদ্রার পরে—ফসফরস, সিপিয়া, নক্স।

সঞ্চালনে উপশম—রসটক্স, পলসাটিলা।

বিশ্রামে উপশম—নক্স, বেলেডনা।

সবমন মাথাঘোরা—নক্স, ইপিকা, আর্সেনিক, পলসাটিলা।

সম্মুখে ঘুরিয়া পড়িতে গেলে—গ্রাফাইটিস, সিকুটা, স্পাইজিলিয়া।

পশ্চাতে—রসটক্স, নক্স, ব্রাইওনিয়া।

পার্শ্বে—সাইলিসিয়া, সলফার, ইপিকা।

সহকারী উপায়—অন্য কোন রোগ না থাকিলে পুষ্টিকর খাদ্য আহার করা উচিত।

৫২—মাথাধরা।

লক্ষণ—মাথার ভিতর বেদনা, সমস্ত মাথায় অথবা বিশেষ কোন স্থানে হইলে, তাহাকে আমরা মাথাধরা বলি। ইহা সর্দ্দি, রক্তাধিক্য, অপাক, স্নায়ু ব্যতিক্রম, কোষ্ঠবদ্ধ, মানসিক চিন্তা ও উত্তেজনা, পরিশ্রান্তি প্রভৃতি নানা কারণবশতঃ হইয়া থাকে।

১ম, সর্দ্দিবশতঃ।

লক্ষণ—কষ্টদায়ক মাথাধরা, প্রায়ই সকালে কম, সন্ধ্যা-কালে বেশী, চক্ষু জলপূর্ণ, হাঁচি, নাসিকায় গরম নিশ্বাস এবং কখন কখন একটু একটু কাশীও থাকে।

চিকিৎসা—একোনাইট—সর্দ্দিবশতঃ মাথাধরা, জ্বর, উদ্বেগ ও অস্থিরতা। ক্যামোমিলা—ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া অথবা ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া হইলে।

মার্কুরিয়স-সল—সর্ব্বদা হাঁচি ও নাসিকা দিয়া জল পড়া, শীত শীত বোধ, রাত্রিতে ঘর্ম্ম, হস্ত পদে বেদনা থাকিলে।

নক্সভমিকা—মাথা ভার এবং নাক বন্ধ বোধ হইলে। সর্দ্দি প্রাতে সরস, সন্ধ্যা ও রাত্রিতে শুষ্ক, মুখ শুষ্ক ও অতিশয় তৃষ্ণা।

সহকারী উপায়—সর্দ্দি জ্বর দেখ।

২য়, রক্তাধিক্য বশতঃ।

লক্ষণ—মাথা রক্তপূর্ণ ও ভার বোধ, মথাঘোরা, বিশেষতঃ মাথা হেঁট করিলে। মাথার ভিতর দপ দপ করা, মাথার উত্তাপ, গলার ধমনী সজোরে সঞ্চালিত হয়, মাথা নাড়িলে ও হেঁট করিলে, শুইলে, বেদনার বৃদ্ধি।

চিকিৎসা—একোনাইট—মুখ লাল ও স্ফীত, জ্ঞান শূন্য করে এমন বেদনা থাকিলে।

বেলেডনা—পীড়া কঠিন বোধ হইলে একোনাইটের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া যায়। দপদপানি, মাথা রক্তপূর্ণ, সামান্য শব্দ, নড়ন চড়ন বা আলোকে কষ্ট বোধ।

ব্রাইওনিয়া—মাথা হেঁট করিলে মথা ফাটিয়া যাওয়ার

ন্যায় বেদনা, অধিক দপদপানি, হাঁটিলে বিশেষতঃ চক্ষু খুলিলে এবং নাড়িলে বেদনা বৃদ্ধি।

জেলসিমিনাম—মাথা ভার বোধ, বিশেষতঃ ঘাড়ে ও মাথার পশ্চাৎদিকে, বেদনা স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ,—উচ্চ বালিসে ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিলে বেদনার হ্রাস। চক্ষুতে ঝাপসা দেখা, মাথাঘোরা, অর্দ্ধ অজ্ঞানতা এবং সর্ব্ব শরীর দুর্ব্বল ও অসুখ বোধ হইলে।

নক্সভমিকা—মাথাধরা, মাথার চাপ বোধ যেন ফাটিয়া যাইবে কিম্বা চক্ষুর উপরেই ভয়ানক বেদনা, মাথা হেঁট করিতে, কাশীতে বেদনার বৃদ্ধি—পিত্ত ও অম্ল বমন। অধিক মাদক সেবন, ঘরে বসিয়া বসিয়া কাজ ও মানসিক পরিশ্রম বশতঃ হইলে ; পীড়া প্রাতঃকালে ও খোলা স্থানে বৃদ্ধি হইলে।

ওপিয়ম—অজ্ঞানতা বোধ হইলে।

সহকারী উপায়—সকল প্রকার উত্তেজনা পরিত্যাগ করিবে। আহারাদি বিষয়ে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। মাংস এবং মদ খাওয়া নিষিদ্ধ।

৩য়, কোষ্ঠবদ্ধ বা অপাক বশতঃ।

লক্ষণ—জিহ্বা অপরিষ্কার, মুখ বিস্বাদ বা মন্দ আস্বাদ বিশিষ্ট, অক্ষুধা, বমনেচ্ছা বা বমি, বেদনার সঙ্গে সঙ্গে বমি বৃদ্ধি।

চিকিৎসা—ব্রাইওনিয়া—যদ্যপি মল অত্যন্ত কঠিন ও শক্ত হয় এবং বাহির হইতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়।

ইপিকা—অধিক বমনেচ্ছা বা বমি থাকিলে মাথাধরার উত্তম ঔষধ।

নক্সভমিকা—অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ, বাহ্যে গেলে বাহ্যে হয় না, কিম্বা মাথাধরা অধিক। কাফি, তামাক বা মাদক দ্রব্য সেবন বশতঃ হইলে।

ওপিয়ম—যদি বহুদিন হইতে বাহ্যে বন্ধ থাকে এবং বাহ্যের কোন চেষ্টা না থাকে, মাথা ভার থাকিলে।

পলসাটিলা—অপাকের সহিত মাথাধরার কোন সম্বন্ধ থাকিলে, তৈলাক্ত বা অধিক ঘৃতপক্ক খাইয়া হইলে। বেদনা বৈকালে ও সন্ধ্যাবেলা বৃদ্ধি, প্রাতঃকালে মুখ বিস্বাদ হইয়া থাকে।

সহকারী উপায়—অপাক বশতঃ মাথাধরা থাকিলে সর্ব্বাগ্রে আহারের নিয়ম করা কর্ত্তব্য। অধিক তৈলাক্ত ও গুরুপক্ক দ্রব্য পরিহার করিবে। সহজ আহার বিধেয়। বহির্বায়ুতে সমধিক ব্যায়াম উৎকৃষ্ট।

৪র্থ, বাহ্যিক কারণবশতঃ।

চিকিৎসা—আর্নিকা—পতন, আঘাত, ক্ষত বা পরিশ্রান্তি জন্য হইলে।

ব্রাইওনিয়া—শীত বা উত্তাপ লাগিয়া, বায়ু পরিবর্ত্তন দ্বারা বা অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া।

নক্সভমিকা—মানসিক পরিশ্রম, ও ঘরে আবদ্ধ থাকিয়া বসিয়া বসিয়া কাজ করিলে, অধিক দিন রোগীর নিকট থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা বশতঃ হইলে।

৫ম, মানসিক বিকার বশতঃ।

চিকিৎসা—ক্যামোমিলা—রাগ কিম্বা উত্তেজনা বশতঃ হইলে।

ওপিয়ম—ভয় হইতে হইলে।

ইগ্নেসিয়া—মানসিক দুঃখ, শোক বা মনভঙ্গ হইতে হইলে।

৬ষ্ঠ, স্নায়বিক মাথাধরা।

লক্ষণ—ইহার প্রধান লক্ষণ এই যে ইহা সময়ে সময়ে হয়; বেদনা প্রায়ই এক দিকে অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট অল্প স্থানে আবদ্ধ থাকে। বেদনার স্থান টিপিলে কষ্ট; আলোক, শব্দ এবং মানসিক উদ্বেগ অসহ্য; মাথাধরার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই পিত্ত বা শ্লেষ্মা বমি থাকে।

চিকিৎসা—বেলেডনা—রক্তাধিক্য বশতঃ দেখ।

ব্রাইওনিয়া—চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা, বিশেষতঃ বেদনা এক দিকে হইলে, হাঁটিলে এবং উত্তপ্ত বায়ুতে বৃদ্ধি, চক্ষুদ্বয়ে এত বেদনা যে স্পর্শ করা যায় না।

চায়না—স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর সময়ে অত্যন্ত রজঃস্রাব হইলে অথবা ঋতু অধিক দিন স্থায়ী হইলে, অথবা অন্য কোন প্রকারে রক্তস্রাব হইলে, পুরাতন উদরাময় থাকিলে উপকারী। পীড়া মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা প্রভৃতি দোষে মস্তকের পশ্চাৎ দিকে মাথাধরা।

কফিয়া—বেদনা অসহ্য হইলে, মাথার এক দিকে আবদ্ধ থাকিলে এবং তথায় প্রেক বিদ্ধ হইতেছে এরূপ বেদনা বোধ

হইলে।' আধকপালে মাথাধরা, তৎসহ সামান্য উত্তেজনায় হৃদকম্পন, রাত্রিতে অনিদ্রা।

জেলসিমিনাম—চক্ষুর উপর ও কপালে বেদনা থাকিলে। মাথাধরার পূর্ব্বে কিছুই দেখিতে পায় না, বেদনা মাথার পশ্চাৎ দিকেই বেশী, সমস্ত দ্রব্য দ্বিত্ব দেখায়, বেদনায় কর্ণ মধ্যে শব্দ।

ইগ্নেসিয়া—মস্তিষ্কে প্রেক বিদ্ধ হইতেছে, নাসিকার গোড়ায় অত্যন্ত বেদনা, স্থান বা অবস্থা পরিবর্ত্তনে কিঞ্চিৎ আরাম, শয়নে হ্রাস। বেদনা সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক।

নক্সভমিকা—রক্তাধিক্য বশতঃ মাথাধরা দেখ।

পলসাটিলা—বেদনা বহির্বায়ুতে আরাম বোধ কিন্তু ঘরে থাকিলে, শুইলে কিম্বা সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি ; মাথা ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বোধ।

সিপিয়া—স্ত্রীলোকদিগের, বিশেষতঃ যাহাদের ঋতু সম্বন্ধে কোন গোলমাল আছে তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। খোঁচা বেঁধার ন্যায় বেদনা, প্রতিদিন এক সময়ে মাথা ধরে, বমি বা বমনোদ্রেক থাকে।

সাঙ্গুনেরিয়া—বেদনা এত অসহ্য যে মস্তক মাটীতে সজোরে চাপিয়া ধরিতে হয়। বেদনা প্রাতে আরম্ভ হয়, দিবসে বাড়ে এবং সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত থাকে, বেদনা দক্ষিণ পার্শ্বে বেশী, বেদনা নিদ্রায় উপশম হয়।

স্পাইজিলিয়া — অসহ্য বেদনা, চক্ষু পর্য্যন্ত বিস্তৃত,

মাঁথা হেঁট করিলে বেদনার বৃদ্ধি, সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে বেদনা বাড়ে ও কমে, চিন্তা,শব্দ প্রভৃতিতে বাড়ে ও চাপ দিলে কমে।

সাইলিসিয়া—স্নায়বিক পরিশ্রান্তিবশতঃ মাথাধরা, বেদনা, ঘাড়ে আরম্ভ হয়, মস্তকের উপর উঠে, পরে চক্ষুর উপরে আইসে; উত্তাপে উপশম কিন্তু চাপে নহে, চুল উঠিয়া যায়।

সহকারী উপায়—স্নায়বিক মথাধরায় আহারের নিয়ম, শীতল জলে স্নান, অবস্থানুসারে অশ্বারোহণ ব্যবস্থা। এই মাথা-ধরা সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়; ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসাধ্য।

৫৩—মুখ ক্ষত।

(মুখে ঘা)

লক্ষণ।—মুখে, গালে, জিহ্বা প্রভৃতি স্থানে ক্ষত হয়। ক্ষত প্রথমে প্রায়ই শাদা থাকে। পেটের দোষবশতঃ প্রায়ই এইরূপ ক্ষত উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা।—বোরাক্স (সোহাগা)—শিশুদিগের মুখে ক্ষত হইলে এই ঔষধ অতি উপকারী। অর্দ্ধ আউন্স গ্লিসিরিন ও এক আউন্স জলের সহিত ৪ গ্রেণ বোরাক্স (সোহাগা) মিশাইয়া লইয়া তাহা দ্বারা মুখের ক্ষত স্থান ধৌত করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। এই ঔষধে উপকার না দর্শিলে অন্য ঔষধ প্রযুজ্য।

নক্সভমিকা—মাড়ী স্ফীত ও বেদনা, দুর্গন্ধ ক্ষত, মুখ, মাড়ী, জিহ্বা, তালু প্রভৃতি স্থানে বেদনাযুক্ত ফোস্কা, রক্তযুক্ত লালা, কোষ্ঠবদ্ধ।

মার্কুরিয়স—মুখ দিয়া লালা পড়ে, উদরাময়, মুখে দুর্গন্ধ, মুখের ঘা শাদা মত হইলে এই ঔষধ উপকারী। দাঁত নড়ে, জিহ্বা স্ফীত ও শক্ত।

আর্সেনিক—মুখের দুর্গন্ধ, দুর্ব্বলকারী উদরাময়, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা। জিহ্বার কিনারায় ক্ষত, ক্ষতে ভয়ানক জ্বালা।

কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস—আর্সেনিকে উপকার না দর্শিলে অথবা অতি সামান্য মাত্র উপকার হইলে।

নাইট্রিক এসিড—মুখের ক্ষতের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাড়ী শাদা, স্ফীত ও রক্ত পড়ে, মুখ হইতে দুর্গন্ধ ও লালা পড়ে।

পারার দোষে মুখে ক্ষত হইলে—হেপার, নাইট্রিক এসিড, সলফার।

সলফার—যদ্যপি কোন ঔষধে অল্প মাত্র উপকার হইয়া আর উপকার না হয়, তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে এক এক মাত্রা সলফার দেওয়া আবশ্যক। মুখের ক্ষতের সঙ্গে সঙ্গে গাত্রে কোন প্রকার স্ফোট থাকিলে ইহা অধিকতর নির্দ্দিষ্ট।

সহকারী উপায়—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা একান্ত আবশ্যক। সহজ পাচ্য পুষ্টিকারক দ্রব্য ভক্ষণ করা উচিত। মুখের ক্ষত থাকিলে মৎস্য সুপথ্য নহে।

৫৪—মূর্চ্ছাগত বায়ু।

(হিষ্টিরিয়া)

লক্ষণ—এই রোগ প্রায়ই স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; রোগী চীৎকার করিতে করিতে অথবা প্রলাপ

বকিতে বকিতে অজ্ঞান হইয়া পড়ে—চুল ছিড়ে, হাত পা আচড়ায় ও খিঁচিতে থাকে। মুখ দিয়া ফেনা উঠে, কথা বন্ধ হইয়া যায়। কখন কখন বা মূর্চ্ছা ক্রমশঃ হইয়া রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা—ক্যাম্ফর—মূর্চ্ছার সময় এই ঔষধ উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ যদি শরীরে শীতলতা থাকে। দুই তিন ফোটা চিনির সহিত অথবা দুইটী বড় বটিকা ১৫।২০ মিনিট অন্তর মূর্চ্ছাকালে দেওয়া যায়।

মস্কস—মূর্চ্ছাকালে ক্যাম্ফরের পরিবর্ত্তে ইহাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা খাইতে এবং রোগীর নাসিকার নিকট ধরিয়া আঘ্রাণ লইতে দেওয়া যায়।

অন্য সময়ে—

ইগ্নেসিয়া—গলায় যেন কি একটা ঠেলিয়া উঠিতেছে বোধ; শ্বাসবদ্ধ এবং গলা রোধ জ্ঞান, গিলিতে কষ্ট। নিরাশ্বাস, দুঃখিত, বিমর্ষ।

নক্সভমিকা—রাত্রি তিনটার পরে আর ঘুম হয় না কিন্তু ৫টার সময় ঢুলিতে থাকে; কোষ্ঠবদ্ধ, তিক্ত উদ্গার, পেট ফাঁপা, হিক্কা, মাথাধরা, পাকস্থলীতে বেদনা, ঋতুর গোলমাল। এই ঔষধ দিন কয়েক ব্যবহারের পর ইহার পরিবর্ত্তে সলফর দেওয়া যায়।

পলসাটিলা—জরায়ু সম্বন্ধে কোন গোলযোগ থাকিলে, ঋতু বন্ধ হইয়া হইলে এই ঔষধ উত্তম। উদরাময়, তৃষ্ণাশূন্যতা,

শ্লেষ্মা বমন, জরায়ুতে বেদনা। ইহার পর স্যাবাইনা বা সাই-লিসিয়া দেওয়া যায়। যে সকল স্ত্রীলোক মৃদু প্রকৃতি ও অশ্রু-প্রবণ, মোটা হওয়ার ভাব, তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

সদত চিন্তা—ইগ্নেসিয়া, নক্সভমিকা। বিমর্ষ—পলসাটিলা। শ্বাস কষ্ট—ক্যালকেরিয়া, ইগ্নেসিয়া। অনিদ্রা—জেলসিমিনম, নক্স, ইগ্নেসিয়া। আক্ষেপের (খেচুনি) জন্য—সিকুটা, ইগ্নে-সিয়া। শিরঃপীড়া—ইগ্নেসিয়া, প্লাটিনা। ঋতু ও জবায়ুর দোষ থাকিলে—ককুলাস, ইগ্নেসিয়া, পলসাটিলা, প্লাটিনা, সিপিয়া।

সহকারী উপায়—উপযুক্ত আমোদজনক কার্য্যে মন ব্যাপৃত রাখা রোগীর পক্ষে অত্যাবশ্যক। আলস্য এই রোগের পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ। সময়ে সময়ে দেশ ভ্রমণ এবং তদ্দ্বারা মানসিক অবস্থার মঙ্গলজনক পরিবর্ত্তন আবশ্যক। সকল প্রকার বিলাসিতা, উত্তেজক খাদ্য, অথবা মানসিক বিকারজনক পুস্তক, আমোদ বা গল্প পরিত্যাগ করিবে। সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মনোযোগী হওয়া অত্যবশ্যক। শীতল জলে স্নান, নিয়মিত পরিশ্রম, পরিষ্কার বায়ু সেবন প্রভৃতি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়ম প্রতিপালন একান্ত কর্ত্তব্য।

মূর্চ্ছাকালে ভয়ের কোন কারণ নাই। চক্ষে, মুখে, বুকে শীতল জলের ঝাপটা দেওয়া এবং উপরোক্ত ঔষধ প্রয়োগ বিধেয়। তখন রোগীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া যথোচিত ও কর্ত্তব্যমত সেবা শুশ্রূষা করিবে।

আমাদের দেশে হিষ্টিরিয়াকে অনেক সময়ে ভূতে পাওয়া ভাবিয়া নানা প্রকার কুচিকিৎসা করান হয়। এই সমস্তই ভ্রমাত্মক।

৫৫—মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

লক্ষণ—মূত্র যন্ত্রের কোন না কোন রোগবশতঃ এই পীড়া জন্মিয়া থাকে। মূত্রাধারের প্রদাহ, পাথরি, প্রমেহ প্রভৃতি বিভিন্ন রোগের সঙ্গে সঙ্গে এই মূত্রকৃচ্ছ্রতা লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক পীড়া; ইহাতে এমন কি জীবন পর্য্যন্ত সংশয় হইতে পারে। পুনঃপুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয় কিন্তু প্রস্রাব হয় না, অথবা ফোটা ফোটা প্রস্রাব হয় এবং তাহাও অতি কষ্টে।

চিকিৎসা—একোনাইট—প্রদাহের লক্ষণ; ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে। গাত্র উত্তপ্ত, প্রবল তৃষ্ণা, ভয় ও উদ্বেগ, প্রস্রাবের প্রবল বেগ, রক্তবর্ণ ঘোলা প্রস্রাব হয়।

ক্যাম্ফর—অত্যন্ত কষ্টকর অবস্থায় প্রতি ১৫মিনিট অন্তর এক এক ফোটা পরিষ্কার চিনির উপর লইয়া তিন চারি বার সেবনীয়।

ক্যান্থারিস—প্রস্রাব বন্ধ; প্রস্রাবের বেগ, তৎসঙ্গে জ্বালা-যুক্ত কর্ত্তনবৎ বেদনা; প্রস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে অধিক যন্ত্রণা, রক্তযুক্ত প্রস্রাব কখন বা কেবল ফোটা ফোটা রক্ত।

নক্সভমিকা—অত্যন্ত কষ্টকর এবং পুনঃপুনঃ প্রস্রাবের বেগ কিন্তু প্রস্রাব হয় না। অতিরিক্ত মদ্য পানাদি কারণে মূত্রকৃচ্ছ্রতা রোগে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

সলফার—অর্শ রোগ থাকিলে।

আর্ণিকা—আঘাত লাগিয়া অথবা পড়িয়া গিয়া মূত্ররোধে উপকারী।

লাইকোপোডিয়ম—প্রস্রাবের সঙ্গে ইটের গুঁড়া বা বালির ন্যায় থাকিলে। রাত্রিতে পুনঃপুনঃ প্রস্রাব, দিনে কম, যন্ত্রণা শূন্য রক্তস্রাব।

মার্কুরিয়াস—মূত্রস্থলী স্পর্শে বেদনা, সরুধারে কিম্বা ফোটা ফোটা প্রস্রাব হয়, প্রস্রাবে রক্ত ও পুঁজ; রক্তপ্রস্রাব, প্রস্রাবের বেগ ধারণে অক্ষমতা।

সহকারী উপায়—তলপেটে শীতল জল প্রক্ষেপে উপকার হয়। হঠাৎ শীতল জলমধ্যে অবগাহন উপকারী। সময়ে সময়ে তলপেটে ফ্যানেল দিয়া গরম জলের সেক দিলে প্রস্রাবের কষ্ট নিবারণ হয়। পথ্য সরল ও জলীয় হওয়া উচিত, যথা সাগু, বার্লী, সরবত ইত্যাদি।

৫৬—রজঃস্বল্পতা বা ঋতুরোধ।

পরিশ্রান্তি, ভয়, দুঃখ প্রভৃতি মানসিক আবেগ, দুর্ব্বলতা, ঋতুকালে ঠাণ্ডা বা হিম লাগান প্রভৃতি নানা প্রকার কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়। অনেক সময়ে বালিকাদিগের ঋতুর কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও ঋতু আরম্ভ হয় না।

চিকিৎসা—বালিকাদিগের যথা সময়ে ঋতু আরম্ভ না হইলে পলসাটিলা এবং তাহার পর চায়না বা সলফার দিবে।

পলসাটিলা—এই রোগের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। ঋতুরোধ,

রজঃস্বল্পতা, প্রসব বেদনার ন্যায় পেটে বেদনা, ক্ষুধা মান্দ্য, বমন, প্রভৃতি লক্ষণে দেওয়া যায়।

একোনাইট—হিম, ভয় বা অন্য কোন হঠাৎ মানসিক আবেগ বশতঃ হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে এই ঔষধ অথবা ইহা পলসাটিলার সহিত পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া যায়।

চায়না—অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বশতঃ ঋতু রোধ, বহু রক্তস্রাব বা পুঁজ নির্গমনের পর এই ঔষধ অতি উপকারী। অনেক সময়ে অতিরিক্ত কিন্তু জলবৎ রজঃস্রাব হইলে ইহা অথবা পলসাটিলার সহিত প্রয়োগ বিধেয়।

সলফর—এই ঔষধ পলসাটিলার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়।

সিপিয়া—শ্বেতপ্রদর থাকিলে এবং বৃদ্ধ বয়সে ঋতু বন্ধ হইবার সময়ে রজঃস্বল্পতা থাকিলে দেওয়া যায়।

বালিকাদিগের প্রথম ঋতু বিলম্ব—ক্যালকেরিয়া, পলসাটিলা, সলফার।

ঋতু স্বল্প, যদিও এককালে বন্ধ নহে—ক্যালকেরিয়া, গ্রাফাইটিস, পলসাটিলা।

সহকারী উপায়—দুর্ব্বলতা অথবা রক্তাল্পতা বশতঃ রজোরোধ হইলে পথ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। গর্ভ সঞ্চারের সম্ভাবনা থাকিলে কিছু দিন না দেখিয়া ঔষধ প্রয়োগ অবিধেয়। তলপেটে গরম জলের সেক অনেক সময়ে উপকারী।

৫৭—শয্যায় মূত্রত্যাগ।

ইহা বালকদিগের বড় বিরক্তিজনক পীড়া। সকল সময়ে এই পীড়ার কারণ স্থির করা সুকঠিন। অনেক সময়ে মূত্র-বেগ ধারণ করিবার ক্ষমতার হ্রাস হেতু এই পীড়া হইয়া থাকে। পেটে ক্রিমি থাকিলেও ইহা হয়।

চিকিৎসা—বেলেডনা—পীড়া কেবল রাত্রিতে হইলে এই ঔষধে মূত্র-ধারণার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। নিদ্রাকালে চীৎকার, গোঁ গোঁ করা বা চমকাইয়া উঠা।

সিনা—ক্রিমিবশতঃ হইলে।

কষ্টিকাম—প্রথম নিদ্রার সময়ে অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

ফস্‌ফরিক্‌-এসিড—অত্যন্ত অধিক পরিমাণে জলবৎ বর্ণবিহীন প্রস্রাব।

ফেরাম ফস—রাত্রিতে ৫।৬ বার শয্যায় প্রস্রাব করে। জেলসেমিনাম্—রাত্রেই হউক বা দিনেই হউক প্রস্রাব-ধারণে অক্ষমতা।

মুলেন ওয়েল—এই নবাবিষ্কৃত ঔষধ বালকদিগের শয্যায় মূত্রত্যাগের অমোঘ ঔষধ। অন্যান্য ঔষধে উপকার না দর্শিলে এই ঔষধ প্রত্যেকেরই পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

সহকারী উপায়—আলস্যবশতঃ অথবা জাগিয়া প্রস্রাব করিলে ভৎর্সনা অথবা মৃদু শাস্তিতে উহা নিবারিত হয়; কিন্তু তাহা না জানিয়া শিশুকে অন্যায় তিরস্কার বা শাস্তি দেওয়া নিতান্ত অবিধেয়। নিদ্রার পূর্ব্বে প্রস্রাব করাইয়া শয়ন করা-

হইবে এবং দুধ বা জল কিছুই খাইতে দিবে না। রাত্রিকালে শিশুকে দুই একবার উঠাইয়া প্রস্রাব করাইলে আর কোন ভয় থাকে না। প্রত্যহ শীতল জলে স্নান করাইবে।

৫৮—শিশুদিগের আক্ষেপ।

(দড়কা)

লক্ষণ—সামান্য অবস্থায় মুখের মাংসপেশীর সঙ্কোচন, চক্ষু ঘুবান, শ্বাস প্রশ্বাসের একটু ব্যতিক্রম হইয়াই থামিয়া যায়। পীড়া বর্দ্ধিতাবস্থায় শিশু অজ্ঞান; হাত, পা ও মস্তক খিচুনি; চক্ষু কপালে উঠা; মুখ নীলবর্ণ প্রভৃতি ভয়ানক লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। দুই এক মিনিট এইরূপ মূর্চ্ছার অবস্থা থাকিয়া ভাল হইয়া যায় অথবা কখন শীঘ্র কখন বা বিলম্বে বিলম্বে এইরূপ হইতে থাকে।

চিকিৎসা—দাঁত উঠা হেতু হইলে বেলেডনা, একোনাইট, ক্যামোমিলা।

মানসিক উদ্বেগ হেতু হইলে একোনাইট (ভয়-হেতু), ক্যামোমিলা (রোগ হেতু,) ওপিয়ম (ভয় হেতু)।

অপাক হেতু হইলে ইপিকা (বমন থাকিলে), নক্সভমিকা (কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে), পলসাটিলা (আহারের দোষ থাকিলে)।

মস্তিষ্কের পীড়া হেতু হইলে একোনাইট, বেলেডনা, জেলসিমিনাম।

ঘাম বসিয়া হইলে ব্রাইওনিয়া, বেলেডনা। কৃমি হেতু হইলে—সিনা, ইগ্নেসিয়া।

একোনাইট—জ্বর, অস্থিরতা, ভয় বা উত্তেজনা বশতঃ পীড়া হইলে।

বেলেডনা—মুখ লালবর্ণ, চক্ষু উজ্জ্বল ও লাল, মস্তক উত্তপ্ত; সামান্য শব্দে চম্‌কাইয়া উঠে; সর্ব্বশরীর শক্ত।

ব্রাইওনিয়া—ঘাম বসিবা কাশী ও শ্বাস কষ্ট।

ওপিয়ম—মুখ কালিমাময় ও স্ফীত, চক্ষু কপালে উঠা (শিব চক্ষু), আলোক অসহ্য, প্রস্রাব ও কোষ্ঠ বদ্ধ, ঘড় ঘড় করিয়া নিশ্বাস লয়।

সহকারী উপায়—পীড়া উপস্থিত হইবামাত্র গাত্র ও পরিধান বস্ত্র খুলিয়া ফেলিবে, মস্তক উন্নত করিয়া মস্তকে মুখে, চখে, বুকে শীতল জলের ঝাপ্টা দিবে। বহু লোক একত্রত হইয়া বায়ু গমনাগমন বন্ধ করিবে না। খাওয়ার দোষে হইলে বমি করান এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে গরম জল ও সাবানের পিচকারী দেওয়া ভাল।

৫৯—শূলবেদনা।

শূলবেদনা অনেক প্রকার হইয়া থাকে, যথা অম্লশূল, পিত্তশূল, ঋতুশূল প্রভৃতি। অন্ত্রের মাংসপেশীর সঙ্কোচন বা আক্ষেপবশতঃ যে বেদনা উপস্থিত হয় তাহাই এখানে বর্ণিত হইতেছে।

লক্ষণ—পেটে বিশেষতঃ নাভির চতুর্দ্দিকে কামড়ানি ও মোচড়ানি মত বেদনা, টিপিলে বা চাপিয়া ধরিলে আরাম বোধ হয়। এই জন্যই রোগী পেটে হাত বা বালিস দিয়া

সম্মুখে বাঁকিয়া পড়ে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকে কিন্তু জ্বর থাকে না। খাওয়ার অনিয়ম, ঠাণ্ডা লাগা, কৃমি, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি কারণ হইতে ইহা উৎপন্ন হয়।

চিকিৎসা—কলোসিন্থ—কর্ত্তনবৎ, কামড়ানি ও থাকিয়া থাকিয়া বেদনা, পেট ফাঁপা ও উদরাময়, খাইলে বেদনা বৃদ্ধি।

নক্সভমিকা—অনিয়মিত আহার বশতঃ হইলে ইহা উত্তম

চায়না—পিত্ত-পাথরীবশতঃ বেদনা।

ক্যামোমিলা—স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের পীড়ায় উত্তম।

আইরিস—অনেক সময়ে উপরি উক্ত তিনটী ঔষধে উপকার না হইলে ইহাতে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

মার্কুরিয়াস বা সিনা—কৃমিবশতঃ হইলে।

বায়ু সঞ্চয় বশতঃ বেদনা—কার্ব্বভেজ, লাইকপোডিয়াম, ক্যামমিলা, ককুলাস নক্স। থাকিয়া থাকিয়া মোচড়ান বেদনা—বেলেডনা, ককুলাস, কলোসিন্থ।

সহকারী উপায়—গরম ফ্লানেলে সেক ও উষ্ণ জলে পিচকারী দিলে তৎক্ষণাৎ আরাম বোধ হয়। আহারের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

৬০—শ্বেত প্রদর।

লক্ষণ—যোনি বা জরায়ু হইতে শাদা শ্লেষ্মা বা জলবৎ পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। এই পীড়ার প্রারম্ভ হইতেই চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ক্রমশঃ শরীরের দুর্ব্বলতা, রক্ত-হীনতা,

ক্ষুধামান্দ্য, পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত প্রভৃতি আনুষঙ্গিক উপসর্গ সকল উপস্থিত হয়।

প্রসব বিশেষতঃ গর্ভস্রাবাদির পরে উপযুক্ত বিশ্রাম না লইলে অথবা অন্যান্য নিয়ম প্রতিপালন না করিলে এই পীড়া অনেক সময়ে জন্মিতে দেখা যায়। অনিয়মিত বা অসময়ে স্বামী সহবাসও এই পীড়ার একটি প্রধান কারণ।

চিকিৎসা—ক্যালকেরিয়া কার্ব—শাদা দুগ্ধবৎ প্রদর, পদদ্বয় ঠাণ্ডা ও আর্দ্র, দুর্ব্বল ও রুগ্ন ধাতুর স্ত্রীলোকের পক্ষে, বিশেষতঃ যাহাদের মাসিক ঋতুকালে অল্প রজঃস্রাব হয় তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

চায়না—পীড়ার প্রথমাবস্থায়, বিশেষতঃ অত্যন্ত দুর্ব্বলতা থাকিলে, ঋতুর পূর্ব্বে প্রদর নির্গত হইলে, প্রদর রক্তবর্ণ।

পলসাটিলা—জ্বালাজনক পাতলা প্রদর নির্গমন, ঋতুর পূর্ব্বে, সময়ে বা পরে শাদা প্রদর ; ঋতু অধিক বিলম্বে হয় এবং অত্যন্ত অল্প।

সিপিয়া—গর্ভাবস্থায়, বৃদ্ধাবস্থায় ঋতু বন্ধের সময়ে কিম্বা যৌবনের প্রারম্ভে এই পীড়া হইলে ইহা উত্তম। প্রস্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও তলে কর্দ্দমবৎ কাল পদার্থ জমিয়া থাকে।

সলফার্—উপরোক্ত ঔষধে কোন ফল না দর্শিলে ও অত্যন্ত পুরাতন রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়।

এলুমিনা—কেবল দিবাভাগে প্রচুর পাতলা প্রদরস্রাব, দাঁড়াইলে পা বহিয়া পড়ে।

ঘন প্রদর—নেট্রাম মিউরেটিক, পলসাটিলা, সিপিয়া।

পাতলা জলবৎ—এলুমিনা, গ্রাফাইটিস।

পূজবৎ—মার্কুরিয়াস। হরিদ্রাবর্ণ—লাইকোপোডিয়াম, সিপিয়া। সবুজ—কার্কভেজ, ল্যাকেসিস, মার্কুরিয়াস, সিপিয়া।

দুগ্ধবৎ—ক্যালকেরিয়া, পলসাটিলা।

দুর্গন্ধ—ক্রিয়াজোট, নেট্রাম, নাইট্রিক-এসিড।

সহকারী উপায়—এই পীড়ার চিকিৎসার সময়ে ঋতু সম্বন্ধে কোন গোলযোগ আছে কি না জানিয়া উভয় পীড়ার উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সর্ব্বদা শীতল জলে পীড়ার স্থান পরিষ্কার রাখিবে। অতিরিক্ত পরিশ্রম, মানসিক উদ্বেগ বা উত্তেজনা পরিত্যাগ করিবে। হাইড্রাষ্টিস বা ক্যালেণ্ডুলা লোসনের পিচকারী অতি উপকারী।

৬১—শোথ।

লক্ষণ—শরীরের নানা স্থানে রস সঞ্চয় হইয়া স্ফীত হওয়াকে শোথ বলে; ইহা কখন দুই এক স্থানে এবং কখন বা সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া, পুরাতন প্লীহা ও উদরাময় প্রভৃতি প্রাচীন রোগের শেষ অবস্থায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। স্ফীত স্থান অঙ্গুলি দিয়া টিপিলে বহুক্ষণ গর্ত্তের ন্যায় দাগ থাকে।

চিকিৎসা—আর্সেনিক—মুখমণ্ডল, হস্ত পদ প্রভৃতি স্থানের শোথ, হৃৎপিণ্ডের পীড়া বশতঃ শোথ, প্লীহা যকৃতের বৃদ্ধি বশতঃ শোথে উপকারী। দুর্ব্বলতা, শরীর

ক্ষয়, পিপাসা, হস্ত পদ শীতল, নাড়ী দুর্ব্বল, বুকে চাপ বোধ প্রভৃতি লক্ষণে।

ডিজিটেলিস—অনেক প্রকার অসাধ্য শোথে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। নাড়ী দুর্ব্বল, মুখমণ্ডল রক্তহীন, শ্বাসকষ্ট ও হৃৎপিণ্ডের পীড়া।

এপিস—মূত্রগ্রন্থির উপর ইহার ক্রিয়া অধিক, তজ্জন্য যে শোথে প্রস্রাব রোধ বা অল্প প্রস্রাব প্রভৃতি মূত্রগ্রন্থি-সম্বন্ধীয় লক্ষণ প্রকাশ থাকে তাহাতে বিশেষ উপকারী। সামান্য শোথ ও ফুলায় ইহা প্রয়োগ করা যায়।

চায়না—রক্তস্রাব, উদরাময় প্রভৃতি শরীর ক্ষয়কারী কারণ-বশতঃ শোথে উত্তম।

সলফার্—হাম, বসন্ত প্রভৃতি স্ফোট-সংযুক্ত পীড়ায় স্ফোট বসিয়া গিয়া শোথ হইলে।

একোনাইট—পীড়ার প্রথমাবস্থায়, বিশেষতঃ জ্বর থাকিলে এবং হৃৎপিণ্ডের কম্পন প্রভৃতি যান্ত্রিক রোগ থাকিলে।

এপোসাইনাম—উদরী, হৃৎপিণ্ড পরিবেষ্টকের শোথ।

হাম প্রভৃতি বসিয়া শোথ—এপিস, আর্সেনিক।

জ্বর আটকাইয়া—আর্সেনিক, ফেরাম, সলফার।

প্লীহা বা যকৃতের পীড়া বশতঃ—চায়না, লাইকোপোডিয়াম।

হৃদ্‌রোগবশতঃ—আর্সেনিক, ডিজিটেলিস।

সহকারী উপায়—শুষ্ক স্থানে বাস আবশ্যক। তরুণ অবস্থায় লঘু আহার কর্ত্তব্য; পীড়া পুরাতন অবস্থা প্রাপ্ত

হইলে অন্ন আহার নিষিদ্ধ নহে। ঈষৎ উষ্ণ জলে স্নান সহ্য হইলে ভাল।

৬২—স্ফোটক।

(বিদ্রধি)।

লক্ষণ—তন্তু বা যন্ত্র মধ্যে পুঁজ জমিলে বিদ্রধি কহে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বেদনা ও প্রদাহ থাকে এবং পরিশেষে পুঁজ নির্গত হইয়া যায়। এই স্ফোটক তরুণ ও পুরাতন দুই প্রকার হইয়া থাকে। মাংস পেশীর মধ্যে, অস্থির উপর, যকৃৎ, স্তন প্রভৃতি স্থানে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

১ম, তরুণ বিদ্রধি।

লক্ষণ—পীড়িত স্থান স্ফীত, প্রদাহ ও বেদনা যুক্ত। কিছু দিন পরে উহার মধ্যে পুঁজ জন্মে, বেদনা, দপদপানি, আঙ্গুল দিয়া টিপিলে উহার মধ্যে পুঁজ নড়িতে টের পাওয়া যায়; পরে ক্রমশঃ উহা মুখ হইয়া ফাটিয়া যায় এবং উহার মধ্য হইতে ঘন পূজ নির্গত হইয়া থাকে। আপনি ফাটিয়া গেলে—

চিকিৎসা—যদি কোন স্থানে বেদনাযুক্ত, লালবর্ণ প্রদাহ বিশিষ্ট ফুলা দেখা যায় তাহা হইলে বেলেডনা সেবন করিতে দিবে। যদি ২৪ ঘণ্টা বা দুই দিন ঐ ঔষধ সেবনে ঐ ফুলা কমিয়া না যায় তাহা হইলে হেপার সলফার সেবনে ফুলা কমিয়া যাইবে এবং উহা পাকিতে দিবে না। কিন্তু যদ্যপি একবার পূজ জন্মে তাহা হইলে মার্কুরিয়স দিলে পূজ বাহির করিয়া দিবে এবং

ঘা শুকাইয়া দিবে। পূজ জন্মিলে তবে মাকুরিয়স দিতে হয়। যদ্যপি ক্রমাগত মাকুরিয়স সেবনে ক্ষত স্থান না শুকায় তাহা হইলে হেপার বা সাইলিসিয়া দিবে। নূতন, পুরাতন, দুর্গন্ধ প্রভৃতি সকল প্রকার ক্ষতের পক্ষেই এই দুই ঔষধ উৎকৃষ্ট।

হেপার-সল—বেদনা স্থানে দপদপানি, চর্ম্ম অত্যন্ত প্রদাহিত, শক্ত, উত্তপ্ত ও স্ফীত, পূজ অল্প, রক্তযুক্ত ও দুর্গন্ধ।

লেকেসিস—বিষাক্ত ঘায়ে, পীড়িত স্থান পচিবার মত কাল হইয়া উঠিলে।

আর্সেনিক—পঁচিতে আরম্ভ হইলে, দুর্ব্বলতা, অসহ্য জ্বালা ও পিপাসা থাকিলে। পূজ প্রচুর, রক্তযুক্ত, জলবৎ ও দুর্গন্ধ।

হেপার ও সাইলিসিয়া—পাকিয়া ফাটিয়া গেলে। ঘা নালীর আকার ধারণ করিলে এবং পূজ পাতলা জলবৎ ও দুর্গন্ধযুক্ত হইলে সাইলিসিয়া দেওয়া যায়। অত্যন্ত পূজস্রাবে সাইলিসিয়া মহৌষধ, ইহা প্রয়োগে পূজ কমিয়া আইসে। পূজ নিঃসরণ হইয়া গেলেও ইহা মহৌষধ কারণ ইহাতে ঘা শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া তুলে এবং চর্ম্মোৎপাদন করে।

২য়, পুরাতন বিদ্রধি।

লক্ষণ—অতি ধীরে ধীরে জন্মে ; প্রথমে তেমন বেদনা, ফুলা বা লালবর্ণ থাকে না।

চিকিৎসা—ব্রাইওনিয়া, মাকুরিয়স-সল এবং সাই-লিসিয়া দেওয়া যায়। প্রথমে ব্রাইওনিয়া দিন দুইবার করিয়া দিয়া পরে মাকুরিয়স ও সাইলিসিয়া। মধ্যে মধ্যে এক এক

দিন ঔষধ বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য। মধ্যে মধ্যে সলফার সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে।

সহকারী উপায়—তরুণ এবসেসে প্রথমে গরম জলের সেক এবং পরে তিসির পুলটিস ক্রমাগত দিবে। পুলটিস শীতল হইয়া গেলেই উহা বদলাইয়া দিবে। পূজ নির্গত হইতে থাকিলে ক্যালেণ্ডুলা লোসন দিয়া ধৌত করিবে এবং উহা ভিজাইয়া ন্যাকড়া দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। ক্যালেণ্ডুলা সর্ব্ব প্রকার ক্ষতের পক্ষেই মহৌষধ। ইহা যতই বাহ্যিক প্রয়োগ করা যায়, ততই ঘা শুকাইয়া আইসে। ন্যাকড়া অপরিষ্কার হইলেই শীঘ্র শীঘ্র বদলাইয়া দিবে। আবশ্যক হইলে ছুরিকা দ্বারা পুরাতন অ্যাবসেস প্রায়ই কাটিয়া দিতে হয়।

৬৩—সর্দ্দি।

লক্ষণ—ইহা অতি সাধারণ পীড়া। আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ইহার প্রাদুর্ভাব ও ভাবী ফল তত আশঙ্কা-জনক নহে; কিন্তু ইহা হইতে নানা প্রকার জীবন সংহার-কারী ভয়ানক পীড়া সকল উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া ইহার প্রথমেই চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য সংক্ষেপে ইহার চিকিৎসা বিষয়ে কিছু লিখিত হইল।

কারণ—শরীর হইতে যে কোন উপায়ে উত্তাপের ক্ষয় হয় তাহা হইতেই সর্দ্দি লাগিয়া থাকে যথা (১ম) ভিজা কাপড়ে থাকা। ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যতক্ষণ ভিজা

কাপড়ে থাকিয়া কঠিন পরিশ্রম করা যায়, ততক্ষণ পরিশ্রম হেতু অনবরত উত্তাপ উৎপন্ন হওয়ায় সর্দ্দি লাগিতে পারে না; কিন্তু পরিশ্রমের পরও ভিজা কাপড়ে থাকিলে নিশ্চয়ই সর্দ্দি লাগিবার সম্ভাবনা। (২য়) শীতল বায়ু গায় লাগান; (৩য়) অনেকক্ষণ জলে থাকা; (৪র্থ) গরম হইতে হঠাৎ ঠাণ্ডায় আইসা; (৫ম) পরিধেয় বস্ত্রের অল্পতা ইত্যাদি। শিশু বা বৃদ্ধদিগের, রুগ্ন ও দুর্ব্বল ব্যক্তির এই সমস্ত কারণ হইতে সাবধান থাকা কর্ত্তব্য।

চিকিৎসা—ক্যাম্ফর বা কর্পূরের আরক সর্দ্দির সূত্র-পাত মাত্রই দুই ফোটা করিয়া চিনির সহিত অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর ৫।৭ বার খাইলে তৎক্ষণাৎ সর্দ্দি বন্ধ হইয়া যায়। সর্দ্দির সূত্র-পাত মাত্র না দিলে বিশেষ উপকার দর্শে না।

একোনাইট—সর্দ্দির এবং হিম ও ঠাণ্ডা লাগিয়া অন্যান্য পীড়া সমূহের প্রথমাবস্থায়, বিশেষতঃ তাহার সঙ্গে জ্বর বা জ্বরভাব থাকিলে অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। এক ফোটা দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবে।

নক্সভমিকা—সর্দ্দি শুখাইয়া ও শ্লেষ্মা পড়া বন্ধ হইয়া গেলে, নাসিকা রুদ্ধ এবং মাথার ভার বোধ হইলে এই ঔষধে উপকার দর্শে।

আর্সেনিক—অনবরত নাসিকা দিয়া উত্তপ্ত ও জ্বালাজনক জলবৎ সর্দ্দি নির্গত হয়, চক্ষু দিয়া জল পড়ে, নাসিকার বেদনা এবং গরমে কষ্টের লাঘব।

মার্কুরিয়স-সল—অনবরত হাঁছি, ঘন শ্লেষ্মা নির্গত হয়, অত্যন্ত ঘাম, গলায় বেদনা, চক্ষু প্রদাহিত ও লালবর্ণ, সন্ধ্যা-কালে পীড়ার বৃদ্ধি। ইহা অনেক সময় নক্সভমিকার সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়।

পলসাটিলা—দুর্গন্ধ ও ঘন শ্লেষ্মা নির্গত হয়, জিহ্বায় কোন আস্বাদ এবং নাসিকায় কোন ঘ্রাণ পাওয়া যায় না, মাথার ভিতর ভার ও গোলমাল, কাণে ও মাথার পার্শ্বে অত্যন্ত বেদনা। শুষ্ক সর্দ্দি, নাসিকা বন্ধ হইয়া থাকে—ব্রাইওনিয়া, নক্স, ক্যালকেরিয়া।

সদ্যজাত শিশুদিগের সময়ে সময়ে নাক বন্ধ হইয়া বড় কষ্ট উপস্থিত হয়, স্তনপান করিতে পারে না। এই অবস্থায় নক্স সেবনে তৎক্ষণাৎ উপকার দর্শে।

সর্দ্দিসহ জ্বর—একোনাইট, মার্কুরিয়াস, নক্স, জেলসি-মিনাম।

সর্দ্দিপ্রবণতা নিবারণের ঔষধ—ক্যালকেরিয়া। সর্দ্দি বসিয়া গিয়া মাথার অসুখে বেলেডনা, নক্স, এবং হাঁপানী কাশী উপস্থিত হইলে আর্সেনিক, ইপিকা, নক্স।

সহকারী উপায়—সর্দ্দি লাগিলে দুই এক দিন ঘরের ভিতরে আবদ্ধ থাকা উচিত। শয়নের সময় গরম জলে পা অন্ততঃ বিশ মিনিট ডুবাইয়া রাখিবে এবং জল ইতিমধ্যে ঠাণ্ডা হইয়া গেলে নূতন গরম জল মিশাইয়া লইবে; পরে পা শুষ্ক কাপড়ে ভালরূপে মার্জ্জনা করিবে। দিন ৩।৪ বার জলের

সহিত লবণ মিশাইয়া নাস লইলে উপকার দর্শে। সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় সর্ব্বপ্রকার জলীয় পদার্থ খাওয়া বন্ধ করা অনেকের মতে উপকারী।

যাঁহাদের অতি সামান্য কারণে সদাসর্ব্বদাই সর্দ্দি লাগে তাঁহাদের নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য :—

১ম। খালি গায়ে প্রতিদিন বহির্বায়ুতে ভ্রমণ। ইহাতে চর্ম্মের সর্দ্দি বোধ করিবার ক্ষমতা জন্মে।

২য়। প্রতিদিন প্রাতঃস্নান। নদীতে অবগাহন স্নান অধিকতর উপকারী।

৩য়। নাসিকা দিয়া নিশ্বাস লওয়া। মুখ দিয়া নিশ্বাস লইবে না। মুখ অপেক্ষা নাসিকার অধিক ঠাণ্ডা সহ্য করিবার ক্ষমতা আছে।

৬৪—সর্দ্দি গর্ম্মি।

লক্ষণ—উত্তাপ বা প্রখর রৌদ্রে মস্তিষ্ক প্রথমে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পরে তাহার ক্রিয়া রহিত হয়। প্রথমে তৃষ্ণা, উত্তাপ এবং চর্ম্ম শুষ্কতা, পরে ক্রমশঃ মাথাধরা ও ঘোরা, চক্ষু লালবর্ণ, বার বার প্রস্রাব, পরে হঠাৎ বা অল্পে অল্পে মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। মূর্চ্ছার সহিত কখন খেঁচুনি ও আক্ষেপ থাকে, কখন বা থাকে না।

চিকিৎসা—রোগীকে শীতল স্থানে আনিবে; যদি খেঁচুনি না থাকে তবে গাত্রবস্ত্র সমস্ত খুলিয়া ফেলিয়া মস্তকে, পৃষ্ঠে, বুকে এবং সর্ব্বশরীরে শীতল জল ঢালিতে হইবে।

কর্পূর নাসিকার নিকট ধরিয়া ঘ্রাণ লইতে দিবে কিম্বা রোগী খাইতে পারিলে দুই এক ফোঁটা চিনির সহিত খাইতে দিবে। বিপদাশঙ্কা উত্তীর্ণ হইলে কর্পূরের পরিবর্ত্তে ১০।১৫ মিনিট অন্তর এক এক মাত্রা একোনাইট প্রয়োগ করিবে। খেঁচুন থাকিলে, যতক্ষণ না রোগীর শরীর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ তাহাকে ঈষৎ উষ্ণ জলে বসাইয়া ঐ জলে ক্রমাগত শীতল জল মিশাইবে।

গ্লোনইন—অচেতন, মূর্চ্ছা, বোধ হয় যেন সমস্ত রক্ত মস্তকে উঠিয়াছে এবং মস্তক বিদীর্ণ হইবে, মাথা ঘোরে, মস্তক অবনত করিলে বা নাড়িলে বৃদ্ধি হয়।

বেলেডোনা—অত্যন্ত মাথা ধরা, মস্তকে রক্তাধিক্য, হঠাৎ মূর্চ্ছা হইয়া পতন, মুখ লালবর্ণ; প্রলাপ বকা; শ্বাস কষ্ট।

ভিরাট্রম ভিরাইড—কাণ ভোঁ ভোঁ, জিহ্বা হরিদ্রা বর্ণ, বমন, বুকে রক্তাধিক্যতা, দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস, সমগ্র শরীর শীতল, মুখ, হস্ত ও পদে শীতল ঘর্ম্ম।

এই রোগের পরবর্ত্তী লক্ষণ ও তাহার চিকিৎসায় সাবধানতা প্রয়োজন। যখন যে রূপ লক্ষণ উপস্থিত হইবে, যথা জ্বর, দুর্ব্বলতা, ফুসফুসের ব্যতিক্রম ইত্যাদি, তখনই তাহার উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

সহকারী উপায়—স্নায়ুমণ্ডলীর দুর্ব্বলতা ও অবসাদ জন্য সর্দ্দি গর্ম্মি হইয়া থাকে, উহার উত্তেজনা জন্য নহে; সুতরাং শীতল জল মস্তকে, গাত্রে, বুকে ও পৃষ্ঠে উহার উৎকৃষ্ট

ঔষধ। মস্তকে ও পৃষ্ঠে বরফ দেওয়া এবং রোগীর চেতনা থাকিলে বরফ জল খাইতে দেওয়া যায়।

৬৫—স্তনের প্রদাহ।
(ঠুন্‌কো।)

লক্ষণ—স্তন স্ফীত, প্রদাহিত, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। স্তনে দুগ্ধ বসিয়া, দুগ্ধ নিঃসরণের ব্যাঘাত হইয়া, ঠাণ্ডা লাগিয়া, আহারের অনিয়মে বা স্তনে অত্যন্ত দুগ্ধ জমিয়া এই পীড়া উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা—ব্রাইওনিয়া—অত্যন্ত অধিক দুধ জমা, স্তন শক্ত, ভারি, উত্তপ্ত ও বেদনাযুক্ত। স্তন লালবর্ণ ও চিক্‌-চিকে দেখাইলে ইহার সহিত বেলেডোনা এবং জ্বর থাকিলে একোনাইট পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া যায়।

মার্কুরিয়স সল—যদি ফুলা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, পূজ হওয়া কোন মতেই নিবারিত হইল না অথবা পূজ হইয়াছে বোধ হয় তবে এই ঔষধ দিবে।

হেপার—যখন নিশ্চয়ই পাকিবে বুঝা যায় তখন এই ঔষধ দিবে। পুল্‌টিস প্রয়োগ করিবে।

সাইলিসিয়া—নালী ঘা, পূজ পাতলা জলবৎ কিম্বা ঘন দুর্গন্ধ।

সহকারী উপায়—দুগ্ধ জমিলেই শিশুকে খাইতে দিলে পীড়া হইতে পায় না। বেদনাযুক্ত হইলে স্তনে কাপড় বাঁধিয়া গলার সহিত ঝুলাইয়া রাখিবে। গরম জলের সেকও ভাল।

৬৬—হাপানি।

ইহা দেখিতে যত ভয়ানক ও রোগীর পক্ষে কষ্টদায়ক, তত জীবন সংশয়ক পীড়া নহে। শ্বাস কষ্ট—শ্বাস ফেলা অপেক্ষা লওয়ার অধিকতর কষ্ট, কাশী, গলায় সাঁইসাঁই শব্দ, বুক চাপিয়া ধরা বোধ, মুখ বিবর্ণ, সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত, রোগী শ্বাস লইবার জন্য উদ্বিগ্ন। পীড়ার সময়ের স্থিরতা নাই, কিন্তু প্রায়ই রাত্রি শেষে আরম্ভ হইয়া থাকে। সেই সময়ে রোগী শয্যা হইতে উঠিয়া বসে—স্কন্দ্বয় ও গ্রীবা উন্নত, চক্ষু বিস্তারিত, নাসিকা বিস্ফারিত, নিশ্বাস লইবার জন্য হাঁপাইতে থাকে। এইরূপ যন্ত্রণাময় অবস্থা অল্প বা অধিকক্ষণ থাকিয়া ক্রমাগত শ্লেষ্মা উঠিতে থাকে। শ্লেষ্মা উঠিয়া গেলে রোগী আপনাকে কতক পরিমাণে সুস্থ বোধ করে এবং ঘুমাইয়া পড়ে। ইহার সঙ্গে জ্বর থাকে না। এই পীড়ার সময়ের যেমন স্থিরতা নাই, স্থানের তেমনি স্থিরতা নাই। যিনি যে স্থানে ভাল থাকেন, বাছিয়া লইয়া সেই স্থানে বাস করা কর্ত্তব্য।

চিকিৎসা।—ইপিকা—বক্ষঃ চাপিয়া ধরা, হাঁপানি, গলার ভিতর ঘড় ঘড় করা—যেন শ্লেষ্মা পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, অথচ কাশিলে কাশী উঠে না, যন্ত্রণা ও বমনেচ্ছা, কষ্টজনক, কাশী। সর্দ্দি বসিয়া গিয়া হাঁপানি উপস্থিত হইলেও ইহা একটী প্রধান ঔষধ।

একোনাইট—শ্বাসকষ্ট, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুত, কাশীর

সহিত হাঁপানি থাকিলে পীড়ার প্রারম্ভে ইহাতে উপকার দর্শে।

নক্সভমিকা—ইহা হাঁপানির প্রতিষেধক ঔষধ; যাঁহাদের পেটের পরিপাক সম্বন্ধে গোলযোগ বশতঃ হাঁপানি হয় তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। পীড়ার পরেও গা বমি বমি, পেটফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধ, একটু একটু শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি থাকিলে ইহা উত্তম ঔষধ।

আর্সেনিক—পীড়া পুরাতন হইলে বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল লোকদিগের পক্ষে ইহা উপকারী। দ্রুত সাঁই সাঁই শব্দে হাঁপানি, শয়নে এবং একটুমাত্র নড়িলে চড়িলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি, মুখ বিবর্ণ, পুরাতন অবস্থায় বক্ষঃস্থলে জ্বালা, শীতল ঘর্ম্ম ও দুর্ব্বলতা থাকিলে ইহা নির্দ্দিষ্ট।

সলফর—পুরাতন পীড়ায়, বিশেষতঃ চর্ম্মরোগ বা অন্য কোন ধাতু সম্বন্ধীয় দূষিত কারণ থাকিলে এবং অন্যান্য ঔষধে বিশেষ ফল না দর্শিলে ইহা ব্যবস্থেয়।

ব্রাইওনিয়া—রোগী স্থির থাকিতে চায়, একটু নড়িলে চড়িলেই কষ্ট, সর্ব্বদাই কাশী, বক্ষঃস্থলে এবং পাঁজরার নীচে বেদনা, শক্ত ও কঠিন মল।

হাঁপানি দুই প্রকারের; কতক শ্লেষ্মা প্রধান, কতক বায়ু প্রধান। শ্লেষ্মা প্রধান হাঁপানিতে ঠাণ্ডা, স্নান, হিম প্রভৃতি অসহ্য; বায়ু প্রধান হাঁপানিতে স্নান, এমন কি কখন কখন দুই বেলা স্নানও সহ্য হয়। শ্লেষ্মা প্রধান হাঁপানির প্রধান প্রধান

ঔষধ :—আর্সেনিক, পলসাটিলা, ইপিকা, এণ্টিম-টার্ট। বায়ু প্রধান হাঁপানির প্রধান প্রধান ঔষধ :—কুপ্রাম, ইপিকা, লোবেলিয়া, নক্স, ব্লেটা।

সহকারী উপায়—রোগীর প্রত্যহ শীতল জলে স্নান এবং সহজে পরিপাক হয় এরূপ আহার করা কর্ত্তব্য। হিম, বৃষ্টি ও শীতল বাতাস হইতে শরীর রক্ষা করিবে। ফিটের সময় ধুতুরার বা ষ্ট্রামোনিয়মের পাতার চুরুট করিয়া টানা, গরম জলের ভাব গলায় লওয়া, সোরায় ব্লটিং কাগজ ভিজাইয়া পরে শুষ্ক করিয়া জ্বালিয়া ধূম লওয়া প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। বুকে বেদনা থাকিলে বুকে ও পিঠে ফ্লানেল দিয়া গরম জলের সেক উত্তম। ফিটের সময় বক্ষঃস্থলে ও মেরুদণ্ডে খাঁটি সর্ষপের তৈল ও কর্পূর মালিস করিলে উপকার দর্শে। ফিটের সময় ইপিকা প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর দিবে; বিশেষ উপকার না দর্শিলে আর্সেনিক দিবে।

৬৭—হাম।

লক্ষণ—হাম সংক্রামক রোগ। প্রথমে ৪।৫ দিন ক্রমাগত সর্দ্দি, হাঁচি, কাশি, চক্ষু লালবর্ণ ও জলপূর্ণ থাকে; পরে ৪র্থ বা ৫ম দিনে সর্ব্বত্র চাকা চাকা হাম বাহির হয় এবং ৮ম বা ৯ম দিনে মিলাইয়া যায়। ইহা প্রায়ই বালক ও শিশুদিগের হইতে দেখা যায়। হাম-জ্বরে গাত্রের উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হয়; তাপমান যন্ত্রের ১০৪ ডিগ্রি বা তাহার উপরেও উত্তাপ উঠিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—একোনাইট ও পলসাটিলা—সাধারণ হাম-জ্বরে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বেলেডনা—প্রলাপ, গলক্ষত, শিরঃপীড়া অথবা আলোক অসহ্য হইলে দেওয়া যায়।

ইউফ্রেসিয়া—সর্দ্দির লক্ষণ নাসিকা ও চক্ষুতে থাকিলে, বিশেষতঃ চক্ষু বেদনা যুক্ত হইলে দেওয়া যায়।

কালি-আওড—যদি ইউফ্রেসিয়ার লক্ষণের পরে কষ্টজনক কাশী থাকে।

পলসাটিলা—এই পীড়ার প্রায় সকল অবস্থাতেই দেওয়া যায়, বিশেষতঃ সর্দ্দি এবং উদরাময় থাকিলে এবং হাম বাহির হইতে বিলম্ব হইলে।

সহকারী উপায়—রোগীর গৃহ অন্ধকার, বায়ুযুক্ত, ঈষৎ উষ্ণ হওয়া উচিত। ঘরে প্রবল বায়ু যাইতে দিবে না। হাম বাহির হইলে বা হাম আরোগ্য হইলেও রোগীকে কিছু দিন হিম লাগাইতে দিবে না। গা ঈষৎ উষ্ণ জলে মুছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। গাত্র বস্ত্র সর্ব্বদা বদলাইয়া এবং চক্ষুর পাতা লাগিয়া থাকিলে সাবধানে গরম জলে ধুইয়া দিবে। প্রথমে সাগু, বার্লি প্রভৃতি লঘু পথ্য; পরে জ্বরত্যাগ হইলে দুগ্ধ।

প্রতিষেধক—চারিদিকে হাম হইতে থাকিলে দিন দুই বার পলসাটিলা অথবা এক দিন একোনাইট অন্য দিন পলসাটিলা খাইতে দিবে।

১ম হাম বসিয়া গেলে।

ঠাণ্ডা লাগাইলে অথবা উত্তাপের পরিবর্তন হইলে হাম ভাল করিয়া বাহির হইতে পারে না এবং হইলেও বসিয়া যায়।

চিকিৎসা—তৎক্ষণাৎ ব্রাইওনিয়া দিবে, বিশেষতঃ যদি কাশি কিম্বা বুকে বেদনা থাকে।

২য়, হামের পরবর্ত্তী ফল।

(১ম, কাশী।)

চিকিৎসা—কাশী, স্বর ভঙ্গ, গলায় ক্ষত প্রভৃতি থাকিলে ব্রাইওনিয়া, ড্রসেরা, নক্স, সলফার।

আক্ষেপিক কাশী—বেলেডোনা, হায়োসায়েমাস।

সহকারী উপায়।—অত্যন্ত কাশী থাকিলে মুখব্যাদান করিয়া গরম জলের ভাব লওয়া ভাল।

(২য়, উদরাময়।)

চিকিৎসা—পলসাটিলা এবং সলফার পর্য্যায়ক্রমে দিবে। পেটের পীড়ার সহিত দুর্ব্বলতা থাকিলে চায়না দিবে। মার্কুরিয়স ও সময়ে সময়ে আবশ্যক হইয়া থাকে।

সহকারী উপায়—পেটের পীড়া দেখ।

(৩য়, কর্ণে বেদনা বা পুঁজ।)

চিকিৎসা—পর্য্যায়ক্রমে পলসাটিলা এবং সলফার উপকারী। মার্কুরিয়াসও উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(৪র্থ, গ্রন্থিস্ফীতি।)

চিকিৎসা—রসটক্স ও আর্নিকা পর্য্যায়ক্রমে দিলে উপকার দর্শে।

মার্কুরিয়স-আওড্—রসটক্স ও আর্নিকায় উপকার না হইলে।

হামের সাংঘাতিক পরবর্ত্তী ফল ফুসফুস-প্রদাহ বা নিউমোনিয়া; ইহা অতি কঠিন রোগ। এরূপ সাংঘাতিক পীড়ায় সুচিকিৎসক দেখাইবে।

৬৮—হৃৎকম্প।

সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় বক্ষাভ্যন্তরে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া কিছুই অনুভব করিতে পারা যায় না—ইহার শব্দও শুনিতে পাই না এবং ইহার আঘাতও অনুভূত হয় না; কিন্তু পীড়াবশতঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া এত বর্দ্ধিত হয় যে বুকের ভিতর ধড়্‌ফড় করিতে থাকে—সময়ে সময়ে উহার দ্রুত ও সবেগ স্পন্দন ক্রমাগত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং রোগীকে কাঁপাইতে থাকে। স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, অত্যন্ত মানসিক চিন্তা বা আবেগ, কোষ্ঠবদ্ধ, অপাক, বহু রক্তস্রাব জনিত দুর্ব্বলতা, অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম, হৃৎপিণ্ডের পীড়া প্রভৃতি নানা কারণ বশতঃ এই পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। অধিক চা বা ধূম পান হেতুও হৃৎকম্প দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকদিগের ঋতু সম্বন্ধীয় গোলযোগ থাকিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

১ম, দুর্ব্বলতা বশতঃ।

চিকিৎসা—চায়না উৎকৃষ্ট ঔষধ। রক্তস্রাব প্রভৃতি দেহের ক্ষয়কারী উপসর্গ হইতে উৎপন্ন হইলে এবং মুখ রক্তবর্ণ ও হাত শীতল হইলে বিশেষ উপকারী।

ফস্‌ফরস—বুক চাপিয়া ধরার ন্যায় বোধ এবং তৎসঙ্গে শ্বাসকষ্ট ও দুর্ব্বলতা, আহারের পর ও মানসিক আবেগে বৃদ্ধি।

২য়, অপাক বশতঃ।

চিকিৎসা—নক্সভমিকা—মদ্যপায়ী ও বলিষ্ঠকায় ব্যক্তির হইলে বিশেষ উপকারী।

পলসাটিলা—ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ভয়ানক হৃৎকম্প তৎসঙ্গে যন্ত্রণা, দৃষ্টিহীনতা ও হস্ত পদাদির কম্পন। পীড়ার সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি এবং ভয় হেতু হইলে উপকারী। স্ত্রীলোকদিগের প্রথম ঋতুর সময় বা রুদ্ধ হেতু এই পীড়া হইলে ইহা ব্যবস্থা।

৩য়, মানসিক আবেগ বশতঃ।

চিকিৎসা—একোনাইট—ভয়জনিত হৃৎকম্প, হৃৎপিণ্ডের বেগশালী আঘাত ও তৎসঙ্গে মৃত্যু-ভয়; হস্ত পদাদি অসাড়, মুখ উষ্ণ ও রক্তবর্ণ, দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস।

ওপিয়ম—ভয়, শোক ও দুঃখজনক ঘটনা হইতে উৎপন্ন হইলে এবং নাড়ী ধীর ও অনিয়মিত হইলে।

বেলেডনা—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, হৃৎপিণ্ড স্থানে বেদনা,

ও অত্যন্ত কষ্ট বোধ, বিশ্রামকালে হৃৎকম্প, নড়িতে বৃদ্ধি, গলায় ও মস্তকে দপদপানি বোধ।

ঔষধ প্রয়োগ-নিয়ম—হঠাৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ এক মাত্রা ঔষধ দিবে এবং আবশ্যকানুসারে আধ বা এক ঘণ্টা অন্তর ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পরে দিন দুই তিন বার করিয়া কিছু দিন দিলেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

সহকারী উপায়—রোগী মানসিক চিন্তা ও উদ্বেগ, উত্তেজক পদার্থ, যথা মদ, চা ও কাফি, অপাচ্য খাদ্য, কঠিন শারীরিক পরিশ্রম পরিত্যাগ করিবে। প্রত্যহ শীতল জলে স্নান উপকারী।

৬৯—ক্ষত বা ঘা।

লক্ষণ—কোন পীড়া, আঘাত বা অন্য কোন বাহ্যিক কারণ বশতঃ চর্ম্ম ছিন্ন হইয়া ক্ষত উৎপন্ন হয়। কখন শীঘ্র শুকাইয়া যায়, কখন প্রদাহিত হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়; কখন বা পুরাতন হইয়া আরোগ্য হইতে চায়না, একারণ ভিতরে নালী বা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া কষ্টজনক হইয়া উঠে। শরীরে পারার দোষ থাকিলে ক্ষত হইবার অধিক সম্ভাবনা এবং হইলে শীঘ্র আরোগ্য হইতে চায় না।

চিকিৎসা—যাহাতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উন্নতি হয় তাহাই ঔষধ প্রয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য।

সাইলিসিয়া—পুরাতন ও সামান্য ক্ষত, শুষ্ক হইতে বিলম্ব এবং নালী হইলে।

বেলেডনা—অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ঘা ও চারিদিকে লালবর্ণ।

হাইড্রাসটিস—মুখ গলা, নাসিকা, চক্ষু প্রভৃতি স্থানে ক্ষত হইলে ইহা উপকারী। ইহার লোসন, কুলি প্রভৃতি আবশ্যকানুসারে ব্যবহৃত হয়।

আর্সেনিক—অত্যন্ত প্রদাহিত ও জ্বালাযুক্ত ঘা, সহজেই রক্ত বা পাতলা পচা পুঁজ পড়ে, ঘা আরোগ্য হইতে চায় না।

হেপার সলফার, ক্যালকেরিয়া-কার্ব বা সলফর—ধাতু পরিবর্তন জন্য ব্যবহার করিবে।

অতিরিক্ত পুঁজ নির্গত হইতে থাকিলে—চায়না, মার্কুরিয়স, পলসাটিলা, হেপার-সলফ বা সলফার দেওয়া যায়।

পচা ক্ষত হইলে—আর্সেনিক, ল্যাকেসিস, কার্ব্বভেজি-টেবিলিস।

অস্থি ক্ষত হইলে—ফসফরিক এসিড, রুটা, ক্যালকেরিয়া, সাইলিসিয়া।

ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হইলে—আর্ণিকা, চায়না, ফসফরস, কার্ব্ব-ভেজ, সলফার।

উপদংশ জনিত ক্ষত—মার্কুরিয়স, নাইট্রিক এসিড, থুজা।

পারা অপব্যবহার জনিত ক্ষত—নাইট্রিক এসিড।

সহকারী উপায়—ক্যালেণ্ডুলা লোসন প্রস্তুত করিয়া (একভাগ ক্যালেণ্ডুলা নব ভাগ জল) ক্ষত স্থান সাবধানে ধৌত করিবে। ক্ষত স্থান আবরণকারী বস্ত্রাদি জল দিয়া ভিজাইয়া সাবধানে খুলিবে; আবশ্যকানুসারে কখন প্রতি-

দিন, কখন দিন দুইবার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিবে। পীড়িত স্থানের সম্পূর্ণ বিশ্রাম অত্যাবশ্যক। পায়ে ঘা হইলে ভ্রমণ ও পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকা একেবারে নিষিদ্ধ। সহজে পরিপাক হয় অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য পথ্য। মৎস্য, মাংস, অধিক দুগ্ধ ও মিষ্ট নিষিদ্ধ।

ক্ষত স্থানে যথেচ্ছা মলম প্রয়োগ করা উচিত নহে। ক্ষত স্থান কদাচ অনাবৃত রাখিবে না। যত পরিষ্কার রাখিবে ততই শীঘ্র ঘা শুকাইয়া যাইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

১—অস্থিভঙ্গ।

লক্ষণ—পড়িয়া গিয়া হস্ত পদাদিতে সজোরে আঘাত লাগিলে হাড় ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে সেই অঙ্গ বক্র অথবা ছোট হইয়া যায় এবং উপর অংশ এক হাতে ধরিয়া নিম্নাংশ অপর হাতে ধরিয়া নাড়াইলে বেশ নাড়াইতে পারা যায়। এইরূপে নাড়াইতে গেলে ভগ্নস্থানে অস্থিতে অস্থিতে ঘর্ষণে এক প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়। এই শব্দ শুনিলে হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বেশ বুঝিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত সেই স্থান বেদনাযুক্ত ও শক্তি শূন্য হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা—অস্থি ভাঙ্গিয়া যাইবামাত্র সেই স্থান বেশ করিয়া দুই হাতে সজোরে ধরিয়া ভগ্ন মুখ দুইটী পরস্পর একত্র করিয়া দিয়া ভগ্নস্থানের দুই পার্শ্বে দুই খানি পাতলা অথচ শক্ত কাঠ (স্প্লিণ্ট) তুলা দিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া দিবে। কাঠ বাঁধিয়া দিয়া ভগ্ন স্থান যাহাতে নড়িতে না পারে তাহার উপায় করিয়া দিবে। হাত ভাঙ্গিয়া গেলে উপরোক্ত প্রকারে কাঠ বাঁধিয়া দিয়া একখানি কাপড় দিয়া তাহা গলায় ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। পা ভাঙ্গিয়া গেলে ছোট ছড়ি অথবা ছাতা (ভাল কাঠ না পাওয়া গেলে) ভগ্ন স্থানে বেশ ঠিক করিয়া বসাইয়া তিন চারি জায়গায় তিন চারি খানি রুমাল দিয়া পায়ে সজোরে বান্ধিয়া দিবে। বান্ধিবার সময়ে সতর্কতার সহিত বান্ধা উচিত, যেন সজোরে বান্ধা হেতু সেই স্থানের রক্তসঞ্চালনের কোনও প্রকার বাধা না ঘটে। বেশী জোরে বান্ধিলে রক্ত চলাচল করিতে না পারায় সেই স্থান অচিরাৎ ফুলিয়া উঠে ও অত্যন্ত কষ্টবোধ হয়। যত দিন ভগ্ন অংশ দুইটী সম্পূর্ণ জোড়া লাগিয়া না যায় ততদিন হস্ত পদাদি সঞ্চালন করিবে না অথবা কাঠ খুলিয়া ফেলিবে না।

সেবনের ঔষধের মধ্যে সিমফাইটম অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। দিন দুই তিন বার সেবনীয়। প্রদাহ হইলে একোনাইট বা বেলেডনা। অস্থি মধ্যে তীব্র বেদনা থাকিলে মেজেরিয়ম বা এসিড ফসফরিক। অস্থি জোড়া লাগিতে বিলম্ব হইলে ক্যালকেরিয়া ও সাইলিসিয়া উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৩—কর্ণে ও চক্ষুতে কীটাদি প্রবেশ।

সময়ে সময়ে চক্ষু 'কর্ণ প্রভৃতি স্থানে কীটাদি প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত কষ্ট দিযা থাকে। চক্ষু মধ্যে বালুকা কণা, কীটাদি অথবা ক্ষুদ্র চুল পডিলে রোগীকে বসাইয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইযা চক্ষুর উপর পাতাব উপবে একটী পেনসিল দিয়া চক্ষুর পাতাব কিনারাব কেশগুলি ধরিযা আস্তে আস্তে উপর পাতা উলটাইযা ফেলিবে। চক্ষুর নীচের পাতায় কোন পদার্থ থাকিলে তাহা অনাযাসেই বাহির কবিয়া ফেলিতে পারা যায়। চক্ষুতে চুনের কুচি পডিলে জল দেওয়া উচিত নহে। চক্ষু হইতে পদার্থ বাহিব কবিয়া ফেলিয়া রোগীকে প্রতি অর্দ্ধ ঘটা অপর একোনাইট সেবন করিতে দিয়া ক্যালেণ্ডুলা লোসন দিয়া ন্যাকড়া ভিজাইয়া চক্ষুর উপর ধরিবে। চক্ষুর মধ্যে কোন পদাথ পডিলে হাত দিয়া চক্ষু রগড়ান উচিত নহে।

কর্ণের মধ্যে কীটাদি প্রবেশ করিলে তৈল উত্তপ্ত করিয়া ঢালিয়া দিলে মরিয়া যায়। তৈল উত্তপ্ত করিয়া ঢালিয়া দিবার পূর্ব্বে কর্ণে সহ্য হইবে কিনা তাহা একবাব আঙ্গুল দিয়া স্পর্শ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। অন্য কোন পদার্থ যথা কোন ফলের বীচি, কড়ি, ছোট পেনসিল ইত্যাদি কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহা অতি সাবধানে সোন্না দিয়া ধরিয়া বাহির করিয়া ফেলা উচিত।

৩—কীট দংশন এবং হুলফুটান।

চিকিৎসা—হুলফুটাইলে প্রায়ই হুল চর্ম্ম মধ্যে ভাঙ্গিয়া থাকে, তজ্জন্য উহা প্রথমে বাহির করিয়া ফেলিবে। ছুঁচ, সোনা বা চাবির ছিদ্র দ্বারা চাপিয়া হুল বাহির হইয়া পড়িলে নথ দ্বারা টানিয়া ফেলিয়া দিবে। ক্ষত স্থানে চুনের জল, কর্পূরের আরক কিম্বা পেঁয়াজের রস দিলে জ্বালা নিবারণ হয়। আর্ণিকা বা লিডম্ প্যালসটার লোসন প্রস্তুত করিয়া উহাতে প্রয়োগ করিবে।

৪—কালশিরা।

চিকিৎসা—দুই চারি মাত্রা আর্ণিকা সেবন করিবে। আঘাত লাগিবা মাত্র আর্ণিকা লোসন প্রয়োগ করিলে বেদনা হইতে বা কালশিরা পড়িতে পায় না। কালশিরা পড়িয়া গেলে হামামেলিস উৎকৃষ্ট ঔষধ।

৫—ছেঁচা ঘা।

চিকিৎসা—চর্ম্ম ছিন্ন না হইয়া যে আঘাত প্রাপ্ত হয়। তাহাকে ছেঁচা ঘা বলে। আঘাত লাগিবামাত্র উক্ত আর্নিকা লোসনে তুলা, লিণ্ট বা ন্যাকড়া ভিজাইয়া আঘাত প্রাপ্ত স্থান আবৃত করিয়া বাঁধিবে। অস্থিতে আঘাত লাগিলে রুটা, ও স্তন বা কোন গ্রন্থিতে আঘাত লাগিলে কোনায়ম্ খাইতে দিবে। প্রদাহ উপস্থিত হইলে একোনাইট দিবে। যত দিন বেদনা ও ফুলা থাকে ততদিন ঐ স্থান স্থির রাখা আবশ্যক।

৬—দাহ বা পোড়া ঘা।

দাহ তিন প্রকারের। প্রথম, কেবল মাত্র আঁচ লাগা, তাহাতে রক্তাধিক্যতা, চর্ম্মের প্রদাহ, আরক্ততা প্রভৃতি জন্মে কিন্তু ফোস্কা হয় না। দ্বিতীয়, ফোস্কা পড়ে, চর্ম্মের প্রবল প্রদাহ জন্মে। তৃতীয়, গলিত ও দুর্গন্ধ ক্ষত জন্মে, তাহাতে কখন বা কেবল চর্ম্ম এবং কখন বা চর্ম্ম নিম্নস্থ তন্তু সকল আক্রান্ত হয়, ইত্যাদি। তৃতীয় প্রকারের দাহই সমধিক সাংঘাতিক। হাত পা প্রভৃতি স্থান পুড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তাহা উষ্ণজলে ডুবাইলে জ্বালার বিশেষ উপশম হয়।

চিকিৎসা—অন্য কোন স্থান পুড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ উহা তুলা দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিবে। দগ্ধ স্থানে বাতাস লাগান একেবারে নিষিদ্ধ। অনেকটা স্থান পুড়িয়া গেলে সমস্ত স্থান একেবারে খুলিয়া পরিষ্কার করা উচিত নহে, একটু করিয়া খুলিবে ও পরিষ্কার করিবে। যত দিন দুর্গন্ধ বাহির না হয়, রোগী কষ্ট অনুভব না করে, তুলা অপরিষ্কৃত হইয়া না যায়, ততদিন ক্ষত স্থান খুলিবে না, কারণ ক্ষত স্থান খুলিয়া তুলা প্রভৃতি যত কম বদলান যায়, তত শীঘ্র দগ্ধ স্থানে চর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে। বড় বড় ফোস্কা পড়িলে সাবধানে ছুচ দিয়া গালিয়া তাহা হইতে জল বাহির করিয়া দিবে কিন্তু দেখিবে যেন চর্ম্ম উঠিয়া না যায়। ঘা শুকাইবার সময় যেন কোন প্রকার অঙ্গ-বিকৃতি না জন্মে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। দাহের সাংঘাতিকতা, যত গভীর ভাবে পুড়িয়া যায় তাহার উপর তত নির্ভর করে না; যত বেশী ব্যাপিয়া পুড়িয়া যায় ততই সাংঘাতিক হয়।

প্রয়োগের ঔষধ—একভাগ কার্ব্বলিক্ এসিড ছয় ভাগ অলিভ্ অইলের সহিত মিশাইয়া উহাতে তুলা ভিজাইয়া ক্ষত স্থানে দিবে। সামান্য পোড়ায় আর্টিকা-ইউরেন্স কিম্বা ক্যান্থারিস্ লোসন প্রয়োগ করিলেই আরোগ্য হইয়া যায়। চুনের জল ও নারিকেল তৈল একত্র মিশাইয়া প্রযোগ করিলেও অতি শীঘ্র উপকার দর্শে। পুড়িবা মাত্র সুরা বা তার্পিন তৈল দিলেই তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারিত হয়। প্রথম বার খুলিয়া দগ্ধ স্থানে যদি দেখা যায় যে ক্ষত রহিযাছে তাহা হইলে তাহাতে নারিকেল তৈল অথবা উহার সহিত ক্যালেণ্ডুলা বা আর্টিকা-ইউরেন্স মিশাইয়া ব্যবহার করিবে। কোন প্রকার পূজ জন্মিলে তাহা পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে কিন্তু পোড়া ঘা জলে ধৌত করিবার আবশ্যক নাই।

সেবনের ঔষধ—সামান্য দাহ ব্যতীত সকল অবস্থায় ঔষধ সেবন করিতে দেওয়া উচিত। প্রথমেই একোনাইট দিলে জ্বর, জ্বালা ও বেদনা শীঘ্রই নিবারিত হয়। অত্যন্ত অধিক ঘা হইলে এবং পচিয়া উঠিবার মত হইলে আর্সেনিক দিবে। শেষোক্ত অবস্থায় সিকেলি এবং কার্ব্বভেজিটেবিলিসও দেওয়া যায়।

৭—বিষ ভক্ষণ।

বিষ অথবা বিষাক্ত পদার্থ ভক্ষণ করিয়াছে জানিবামাত্র কিছুমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া তৎক্ষণাৎ সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা একান্ত আবশ্যক, কারণ বিলম্বে রোগীর জীবন সংশয় হইয়া উঠে।

দুই প্রকার বিষাক্ত পদার্থ ভক্ষণে দুইটী ভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হয়। বিষাক্ত পদার্থ ভক্ষণ করিয়াছে জানিবামাত্র অনেকেই বমনকারক পদার্থ খাওয়াইয়া বমন করাইয়া থাকেন। কোন কোন বিষ ভক্ষণে বমন করান উচিত এবং কোন কোন বিষ ভক্ষণে মোটেই বমনকারক পদার্থ দেওয়া উচিত নহে। কোন প্রকারে বমনকারক পদার্থ দেওয়া উচিত এবং কোন প্রকারে দেওয়া উচিত নহে তাহা জানা আবশ্যক।

১। যখন মুখ, ঠোঁট প্রভৃতি স্থানে কোন ক্ষত বা জ্বালার লক্ষণ না থাকে তখন বমনকারক ঔষধ দিবে।

২। আর যেখানে উপরি উক্ত লক্ষণ সকল বর্ত্তমান থাকে সেখানে বমনকারক দ্রব্য কখনই দিবে না। সে স্থলে চুণের জল কিম্বা জলে খড়ি বা ম্যাগনেসিয়া গুলিয়া সেবন করিতে দিবে। হঠাৎ ঐ সমস্ত দ্রব্য পাওয়া না গেলে ছাই, দেওয়ালের বালি কিম্বা সাবানের জল সেবন করিতে দিবে।

আমাদিগের দেশে অহিফেন সেবন-জনিত বিষাক্ত অবস্থা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তি আফিং খাইয়াছে অবগত হইবামাত্র যাহাতে সে নিদ্রিত হইয়া না পড়ে তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করা উচিত। অহিফেন-বিষাক্ত ব্যক্তি একবার ঘুমাইয়া পড়িলে আর তাহাকে জাগাইতে পারা যায় না—সে নিশ্চয়ই চির-নিদ্রায় নিদ্রিত হয়। তজ্জন্য যাহাতে সে ব্যক্তি ঘুমাইয়া না পড়ে তাহা করিবার জন্য দাঁড় করাইয়া দুই জনে দুইদিকে ধরিয়া ক্রমা-

শীত এদিক ওদিক অথবা একটী বড় ঘরের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত দৌড় করাইয়া লইয়া বেড়াইতে হয়। এরূপ করিতে করিতে তাহার নিদ্রালুতা কাটিয়া গেলে তবে তাহাকে বসিতে দেওয়া উচিত। প্রথমে বমনকারক ঔষধ খাওয়াইয়া কিম্বা ষ্টমাক-পম্প দ্বারা পাকস্থলী হইতে অহিফেন তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে হয়। তুঁতে, লবণ কিম্বা রাই-সর্ষপ (মাষ্টাড) উষ্ণ জলে গুলিয়া খাওয়াইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ বমন হয়। অহিফেনের প্রতিষেধক ঔষধ টিঞ্চার বেলেডোনা প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর ১০ ফোটা করিয়া খাইতে দিবে। গাঢ় কাফিও উপকারী।

৮—মচকান।

অসাবধানে পা পড়িলে বা হটাৎ কোন দ্রব্য তুলিতে গেলে পা হাত মচকাইয়া গিয়া থাকে। ইহাতে আঘাত প্রাপ্ত স্থান অত্যন্ত বেদনাযুক্ত ও সময়ে সময়ে অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে।

চিকিৎসা—যতক্ষণ ফুলা ও বেদনা হ্রাস না হয় ততক্ষণ উষ্ণ জলে ডুবাইয়া রাখিবে কিম্বা উষ্ণ জলের ফোমেণ্ট করিবে। জল ঠাণ্ডা হইয়া গেলে তাহাতে উষ্ণ জল মিশাইয়া দিতে থাকিবে। আঘাতের স্থান সম্পূর্ণ স্থির ভাবে রাখিবে, পরে ন্যাকড়ায় আর্নিকা, একোনাইট, রসটক্স, রুটা বা হাইপেরিকম লক্ষণানুসারে যে কোন ঔষধের লোসন ভিজাইয়া বেদনা স্থানে প্রয়োগ করিবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আর্নিকা বা রসটক্স আভ্যন্তরিক

সেবন করিতে দিবে। হ্রাস হইয়া আসিলে আস্তে আস্তে অল্প অল্প হাত পা নাড়িতে চেষ্টা করা উচিত। বেদনা সম্পূর্ণ দূরীভূত না হইলে হাত দিয়া কাজ এবং পা দিয়া ভ্রমণ করা কদাচ উচিত নহে। বেদনা না সারিতে সারিতে হাঁটিতে আরম্ভ করিলে বেদনা সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে না পারিয়া বাতের ন্যায় হইয়া থাকিয়া যায়।

আর্নিকা—ছেঁচা ঘা।

একোনাইট—উত্তাপ, আরক্ততা, স্ফীততা, তৎসহ জ্বর, তৃষ্ণা, অস্থিরতা ইত্যাদি।

রসটক্স—মচকান, তৎসহ স্ফীততা ও অতিশয় বেদনা; বিশ্রামে বেদনা বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডায় হ্রাস হয়। কোন ভারী দ্রব্য তুলিয়া পৃষ্ঠে জোর লাগিয়া মচকাইয়া গেলেও রসটক্স অতি উপকারী।

হাইপেরিকাম।—রসটক্সের তুল্য কিন্তু যখন স্নায়ু সকল আক্রান্ত হয় তখনই ইহা বিশেষ উপকারী।

রোগ পুরাতন হইয়া গেলে নিম্ন-লিখিত ঔষধ গুলি প্রয়োজন হয়;—১, ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব কিম্বা ফস্‌ফরাস (সন্ধি সমূহের দুর্ব্বলতা); ব্রাইওনিয়া (বেদনা সঞ্চালনে বৃদ্ধি); আওডিয়াম (সন্ধি মধ্যে রস সঞ্চয়)।

৯—মস্তিষ্কে আঘাত।

পতন বা মস্তকে আঘাত লাগিয়া মস্তিষ্কের ক্রিয়ার কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটিলে তাহাকে মস্তিষ্কাঘাত কহে। সামান্য

আঘাত লাগিলে মস্তিষ্ক স্তম্ভিত এবং বেশী লাগিলে প্রাণ সংশয় হইতে পারে।

মস্তিষ্কে প্রবল আঘাত লাগিলে তিন প্রকার অবস্থা হইতে দেখা যায়। ১ম, হস্ত পদাদি শীতল, গাত্র রক্তশূন্য, নাড়ী ও শ্বাসক্রিয়া দুর্ব্বল, অক্ষিতারকা প্রসারিত। এই অবস্থা ১ ঘণ্টা হইতে ৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে। ২য়, রোগী অস্থির, কোঁথায়, এপাশ ওপাশ করে এবং বমন করে। রোগীকে ডাকিলে জাগে এবং উত্তর দেয়। এই অবস্থা কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। ৩য়, নিদ্রিতাবস্থা যথা নাড়ী পূর্ণ ও অনিয়মিত, গাত্র উষ্ণ, মুখমণ্ডল আরক্ত, অক্ষিতারকা সংকুচিত, রোগী গাঢ় নিদ্রিত। এই নিদ্রা হইতে তাহাকে সহজে জাগান যায় না। এই অবস্থা এক দিন হইতে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকিতে পারে।

চিকিৎসা।—বাড়ী হইতে দূরে এরূপ বিপদ ঘটিলে গৃহে আনিবার সময়ে রোগীকে যত সাবধানে ও স্থির ভাবে আনয়ন করা যায় তাহার চেষ্টা ও বন্দোবস্ত করিবে। পাল্কি বা হাতে করিয়া আস্তে আস্তে আনা ভাল। রোগীকে বেশ আরামপ্রদ অবস্থায় মস্তক নীচ করিয়া শুয়াইয়া তাহার গাত্রে কম্বল প্রভৃতি দিয়া যাহাতে দেহের উষ্ণতা সম্পাদন করা যায় তাহা করিবে। তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে দিবে; কোন প্রকার প্রশ্ন, শব্দ, আলোক প্রভৃতি দ্বারা তাহাকে বিরক্ত বা তাহার বিশ্রামের প্রতিবন্ধক করিবে না। যখন প্রতিক্রিয়া

আরম্ভ হইবে তখন মস্তক ও স্কন্ধদেশ একটু উচু করিয়া দিবে। মস্তকে শীতল জল প্রয়োগ করিবে। শীতল নির্জ্জন গৃহ একান্ত আবশ্যক। ২,৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত বিশেষ সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য। সর্ব্ব প্রকার মানসিক শ্রম ও আবেগ এক কালে পরিবর্জ্জনীয়।

আঘাত লাগিবা মাত্র আর্নিকা সেবন করিতে দিবে। যদ্যপি সংজ্ঞা লাভের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর উপস্থিত হয় তাহা হইলে আর্নিকার সহিত একোনাইট পর্য্যায়ক্রমে প্রযুজ্য। যদ্যপি বিকার লক্ষণ যথা শিরোবেদনা, মুখের আরক্ততা প্রভৃতি দেখা যায় তাহা হইলে একোনাইট ও বেলেডনা পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে হয়। ঘড়ঘড় করিয়া নিশ্বাস, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি থাকিলে ওপিয়ম। প্রলাপ বকিতে থাকিলে হায়োসায়েমাস। আবশ্যকানুসারে ১, ২, বা ৩ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ প্রযুজ্য।

১০—মূর্চ্ছা।

নানা কারণে মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। পতন ও আঘাত, অসহ্য যন্ত্রণা ও শোক, অপরিমিত রক্তস্রাব, বহু লোকাকীর্ণ স্থানে দূষিত বায়ু হেতু মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। অনেকের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বশতঃ কষ্টকর দৃশ্য, যথা ছাগ বলি এবং স্ফোটকাদি অস্ত্র করা দেখিয়াও মূর্চ্ছা হইতে দেখা যায়। বগলে হাত দিয়া দেখিলে উত্তাপ, চক্ষুর চেহারা, বুকে কাণ দিয়া শুনিলে হৃৎপিণ্ডের শব্দ, মুখের নিকট পরিষ্কার আয়না

ধরিলে উহাতে ঘাম লাগা, নাসিকার নিকট পালক ধরিলে উহার মৃদু সঞ্চালন প্রভৃতি সামান্য সামান্য লক্ষণ দ্বারা মূর্চ্ছা হইয়াছে কি না তাহা নিশ্চয় জানিতে পারা যায়।

মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে লোকশূন্য খোলা স্থানে আনিয়া বুক, গা, গলা এবং কোমর হইতে সমস্ত কাপড় শিথিল বা উন্মুক্ত করিয়া দিবে এবং মস্তক নীচু করিয়া শোয়াইবে। চক্ষে, বুকে ও মস্তকে শীতল জলের ঝাপ্‌টা এবং নাসিকাতে কর্পূরের আরকের আঘ্রাণ প্রয়োগ করিবে।

অধিক রক্তস্রাব বশতঃ মূর্চ্ছা হইলে চায়না, মানসিক উদ্বেগ, যথা শোক হেতু হইলে ইগ্নেসিয়া এবং ভয় হেতু হইলে ওপিয়ম্ খাইতে দিবে।

১১—ক্ষত বা কাটা ঘা।

কোন স্থান কাটিয়া গেলে নিম্ন-লিখিত নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে:—

(১)—রক্তপড়া বন্ধ করিবে। ইহা নানাপ্রকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে, যথা ক্ষত স্থান চাপিয়া ধরিয়া, উচু করিয়া রাখিয়া, শীতল জল বা বরফ প্রয়োগ করিয়া ইত্যাদি। কোন ধমনী ছিঁড়িয়া গেলে তাহা হইতে সজোরে রক্ত বাহির হয়। এরূপ স্থলে ধমনী-মুখ বান্ধিয়া দিতে হয়। ক্ষত স্থানে ক্যালেণ্ডুলা-লোসন প্রয়োগ করিবে। ইহাতে রক্তপড়া বন্ধ হইবে এবং পুঁজ জন্মিবে না।

(২)—ক্ষত স্থান সাবধানে পরিষ্কার করিবে। যাহাতে কাটিয়া যায় প্রায়ই সেই দ্রব্য মাংস মধ্যে প্রোথিত হইয়া থাকে। অতএব ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দিবার পূর্ব্বে উহাতে কোন ময়লা, চুল, কাচভাঙ্গা, বাঁটা বা কাঠের কুচি না থাকে এরূপ পরীক্ষা করিবে।

(৩)—ক্ষত স্থানের দুই মুখ একত্র করিয়া বাঁধিয়া দিবে; তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র মুখ জোড়া লাগিয়া ঘা শুকাইয়া যাইবে।

(৪)—ক্ষত স্থান স্থির রাখিবে। হাত পা কাটিয়া গেলে ভ্রমণ বা কার্য্য করা নিষিদ্ধ।

(৫)—ক্ষত স্থান প্রত্যহ পরিষ্কার রাখিবে। পরিষ্কার করিবার সময়ে প্রথমে গরম জলে ক্ষত স্থানের ন্যাকড়া সকল ও ঘা ভিজাইয়া লইয়া পরে সাবধানে উহা খুলিয়া ফেলিবে। এরূপ না করিয়া তাড়াতাড়ি ও সজোরে খুলিতে গেলে রোগীর কষ্ট এবং অধিক রক্তস্রাব হয় এবং ঘা শুষ্ক হইবারও ব্যাঘাত জন্মে।

চিকিৎসা—ক্যালেণ্ডুলা লোসন দ্বারা ক্ষত স্থান ধৌত করিবে এবং ক্যালেণ্ডুলা-মলম অথবা ক্যালেণ্ডুলা মিশ্রিত নারিকেল তৈল ঘায়ে প্রয়োগ করিবে।

বাহ্যিক প্রয়োগ ব্যতীত সময়ে সময়ে ঔষধের আভ্যন্তরিক প্রয়োগেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। একোনাইট এবং আর্নিকা পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলেই অনেক সময়ে যথেষ্ট।

ক্ষতস্থান অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, স্ফীত, মস্তকে রক্তাধিক্য বশতঃ মাথাধরা প্রভৃতি লক্ষণে বেলেডনা; ঘা পাকিয়া উঠিলে হেপার সলফর এবং শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে সাইলিসিয়া দিবে।

ঘা হইতে অতি সহজেই রক্তস্রাব হইলে—একোনাইট, আর্ণিকা, চায়না, ফসফরস।

ঘায়ে অতিরিক্ত পুঁজ হইলে—চায়না, মার্কুরিয়স, পলসাটিলা, সলফার, হেপার-সলফ।

পচা ক্ষত—আর্সেনিক, চায়না, ল্যাকেসিস, সাইলিসিয়া কার্ব্ব-ভেজ।

গ্রন্থির ক্ষত—কোনিয়াম, আওডিয়াম, ফসফরস, হেপার-সলফার, মার্কুরিয়স।

চতুর্থ অধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে রোগের বর্ণনা ও চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে; এই অধ্যায়ে আবশ্যকীয় প্রায় ৫০টী ঔষধের লক্ষণ ও গুণ এবং কি কি রোগে প্রধানতঃ উহা ব্যবহৃত হয় তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

১।—আর্সেনিক—সর্দ্দি, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট সহ সাঁই সাঁই কাশী, ইত্যাদি; জ্বর—যথা সবিরাম, বিকার, অত্যন্ত তৃষ্ণা ও দুর্ব্বলতা; যে সকল রোগে ও অবস্থায় অতিশয় দৌর্ব্বল্য, জীবনী-শক্তির হ্রাস, নাড়ী ক্ষীণ ও বিলুপ্ত প্রায় প্রভৃতি সাংঘাতিক লক্ষণ থাকে; ওলাউঠা; উদরের রোগ বিশেষতঃ তৎসহ জ্বালা বা দৌর্ব্বল্য থাকিলে; উদরাময়, মল জলবৎ, সবুজ, জ্বালাযুক্ত; চর্ম্ম রোগ বিশেষতঃ যে সকল শুষ্ক প্রকারের উদ্ভেদ, যাহা হইতে অতি পাতলা রস পড়ে ও জ্বালা থাকে; পুরাতন ক্ষত, তাহাতে জ্বালা, রক্তযুক্ত, পাতলা কিম্বা দুর্গন্ধ স্রাব; শোথ।

২।—আর্ণিকা—ইহার প্রধান ব্যবহার আঘাতজনিত পীড়া মাত্রেই। পতন বা আঘাতজনিত ধনুষ্টংকার; মস্তক বা যে কোন স্থানে প্রবল আঘাত; প্রবল শারীরিক পরিশ্রমের পরে গাত্রে বেদনা; প্রসবের পরেই এই ঔষধ বিশেষ উপকারী; বাতের বেদনা; পরিশ্রান্তি। বাহ্য প্রয়োগ—আঘাত, ছেঁচা ঘা, ধাক্কা, কালশিরা প্রভৃতি। আঘাত বা ছেঁচা ঘা লাগিবামাত্র এই ঔষধ বাহ্য প্রয়োগ করিলে কাল শিরা, বেদনা, ফুলা প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না। এই ঔষধ ২০ ফোটা একছটাক জলে মিশাইয়া ন্যাকড়া ভিজাইয়া আঘাত প্রাপ্ত স্থানে প্রয়োগ করিবে এবং একখানি শুষ্ক কাপড় দিয়া তাহা ঢাকিয়া রাখিবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আর্ণিকা ৩ ক্রম খাইতেও দিবে।

৩।—ইপিকা—প্রধানতঃ শ্বাস ও পরিপাক যন্ত্র সমূহের রোগে ব্যবহার হয়। শ্বাসরোধক আক্ষেপিক কাসী, গলায় গুড় গুড় করে, কখন কখন বমনও হয়; হাপানি বিশেষতঃ রাত্রিতে; হুপিং কাসী; পরিপাক যন্ত্রের রোগ, তাহাতে উদরাময় থাক বা না থাক কিন্তু গা বমি বমি ও বমন থাকা চাই; পেট বেদনা; আমাশয়; রক্তস্রাব, রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ, তৎসহ উদ্বেগ, মুখমণ্ডল রক্তশূন্য, বমন ইত্যাদি।

৪।—ইগ্নেসিয়া—শোকজনিত পীড়া সমূহ। যে সকল পুরুষ বা স্ত্রী অল্পেই বিষণ্ন বা বিমর্ষ হয়; স্নায়বিক মাথাধরা; হিষ্টিরিয়া; শোক, দুঃখ, নৈরাশ্য বা বিরক্তিবশতঃ আক্ষেপ মাত্রেই, তৎসহ অনুভব হয় যেন একটা গোলাকার পদার্থ গলা বহিয়া উঠিতেছে; যৌবনের প্রারম্ভে কিম্বা বৃদ্ধ বয়সে ঋতু বন্ধ হইবার সময়ে স্ত্রীলোকদিগের নানাবিধ রোগ; কৃমিবশতঃ শিশুদিগের পীড়া; হারিস।

৫।—একোনাইট—একোনাইট হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-তত্ত্বের পৃষ্ঠদণ্ড বলিয়া বর্ণিত হয়, কারণ এমন তরুণ পীড়া নাই যাহাতে ইহা ন্যূনাধিক ব্যবহৃত হয় না। প্রধান ব্যবহার:— সর্ব্ব প্রকার জ্বর ও প্রদাহ, বিশেষতঃ তাহাদের প্রারম্ভে। প্রধান লক্ষণ:—তৃষ্ণা, উষ্ণ ও শুষ্ক গাত্র, প্রথমে শীত ও কম্প পরে জ্বর, পূর্ণ দ্রুত নাড়ী, অস্থিরতা, উদ্বেগ, মৃত্যুভয়, মুখ রক্তবর্ণ, বেদনা, দ্রুত ও কষ্টকৃত শ্বাস ক্রিয়া, জ্বরসহ শুষ্ক কাসী, স্বল্প রক্তবর্ণ প্রস্রাব, সর্দ্দি (প্রথমাবস্থা), ইত্যাদি।

৬।—এণ্টিম-টার্ট—ইহার প্রধান ক্রিয়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, ফুসফুস ও চর্ম্মের উপরে। ঘড় ঘড় শব্দসহ কাসী, হাপানি, ঘুংরী, ফুসফুস প্রদাহ ইত্যাদি; বসন্ত; বমন, তৎসহ শীতল রক্তশূন্য গাত্র ও দৌর্ব্বল্য। শিশুদিগের ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত কাসী, বুক শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ কিন্তু কাসিয়া তুলিতে পারে না, ভয়ানক শ্বাসকষ্ট—এইরূপ অবস্থায় ইহা মহৌষধ।

৭।—এণ্টিম-ক্রুড—পাকাশয় ও অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপর ক্রিয়া, তজ্জন্য দুর্গন্ধ, তিক্ত উদ্গার উঠে; গা বমি বমি ও বমন; দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ; অক্ষুধা; কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরাময় পর্য্যায়ক্রমে; আম পড়ে; দুগ্ধবৎ শাদা জিহ্বা; পরিপাক শক্তিহ্রাস।

৮।—এপিস—শরীরের সকল স্থানে ফুলা ও শোথ; আম্বাত; স্বরভঙ্গ ও শুষ্ক কাসী, তৎসহ প্রস্রাবকষ্ট; পুনঃপুনঃ বেগ হয় কিন্তু প্রস্রাব হয় না; বিকার জ্বর, থাকিয়া থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে।

৯।—ওপিয়ম—অদম্য কোষ্ঠবদ্ধ; মূত্ররোধ; হঠাৎ ভয় বা মানসিক আবেগ বশতঃ রোগ মাত্রই; সর্দ্দিগর্ম্মি, গলা ঘড় ঘড় করিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস; বিকার জ্বর, রোগী তন্দ্রাভিভূত, কোন বিষয়েই গ্রাহ্য নাই, শারীরিক ও মানসিক নিস্তেজতা; ওলাউঠা রোগে হঠাৎ ভেদ বন্ধ হইয়া পেট ফুলিয়া উঠিলে ইহা মহৌষধ। তন্দ্রাদোষ ওপিয়মের একটী প্রধান লক্ষণ।

১০।—ক্যামমিলা—শিশু ও স্ত্রীলোকদিগের পীড়া; বায়ু, পিত্ত ও জরায়ুজ পীড়া সমূহ। আক্ষেপ বা দড়কা—দন্তোদ্গম-কালে, ক্রোধ বশতঃ বা পেটে বেদনা বশতঃ; স্নায়ুশূল বেদনা, দাঁতের বেদনা,রাত্রিতে বৃদ্ধি এবং অনুভব হয় যেন দাঁত লম্বা হইয়াছে; শিশুদিগের দন্তোদ্গম কালের পীড়া সমূহ; শিশুদিগের উদরাময়, মল পাতলা, আমযুক্ত, সবুজ বা হরিদ্রাবর্ণ; দাঁত উঠিবার সময় জ্বর; শিশু-দিগের সর্দ্দি বা কাসি; স্ত্রীরোগ যথা—ঋতুশূল,(বাধক-বেদনা), গর্ভাবস্থার পীড়া, ভেদালির ব্যথা, ইত্যাদি।

১১।—কালি-বাইক্রমিক—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ও চর্ম্মের উপর ক্রিয়া। পুরাতন কাসী, শ্লেষ্মা আঠাবৎ,সহজে উঠে না; স্বরভঙ্গতা; নাসার পীড়া; উপদংশ বিষজনিত চক্ষুরোগ; পুরাতন অজীর্ণরোগ, তৎসহ বুক জ্বালা, উদ্গার, তিক্ত আস্বাদ; পুরু হরিদ্রা বর্ণ জিহ্বা।

১২।—কফিয়া—হর্ষজনিত রোগ; শিশুদিগের ক্রন্দন, না ঘুমাইয়া জাগিয়া থাকে; অত্যন্ত অসহ্য প্রসব বা ভেদালির বেদনা; বায়ু প্রধান লক্ষণ সকল বিশেষতঃ শিশু ও স্ত্রীলোকদিগের।

১৩।—ক্যালকেরিয়া-কার্ব্ব—গণ্ডমালাদোষগ্রস্ত রোগ মাত্রেই। গলার বীচি ফুলা; দাত উঠিতে বিলম্ব বা কষ্টে উঠে; বধিরতা, কর্ণমধ্যে শব্দ; কাণ হইতে পুজস্রাব; পুরা-তন উদরাময়; কাসী, তৎসহ দুর্গন্ধ বা রক্তযুক্ত গয়ার; মেদ সঞ্চয়; স্ত্রীরোগ, বিশেষতঃ যাহাদের অতি আগাইয়া

ঋতু হয় ও প্রচুর হয়; বন্ধ্যাত্ব; শ্বেত প্রদর; অস্থি সম্বন্ধীয় পীড়া। সাধারণতঃ স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের ও পুরাতন রোগেই ইহা ব্যবহৃত হয়।

১৪।—কার্ব্ব-ভেজিটেবিলিস—পরিপাক যন্ত্রের রোগ; আহারান্তে কষ্টবোধ; পেট ফাঁপা, তৎসহ বুক জ্বালা ও অম্ল; দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ; উদরাময়; অর্শ; ক্রিমি; পুরাতন আমবাত; স্বরভঙ্গ; চুলকানি; দুর্গন্ধ গলিত ক্ষত; ওলাউঠার শেষ অবস্থায় যখন নাড়ী বিলুপ্ত, রোগী নিস্পন্দ, পেট ফাঁপা, তখন ইহা মহৌষধ।

১৫।—কলোসিন্থ—পেট কামড়ানি, শূলবেদনা, স্নায়ুশূল ইত্যাদি।

১৬।—ক্যান্থারিস—প্রস্রাব যন্ত্রের পীড়া, রক্তপ্রস্রাব, প্রস্রাবে অতিশয় জ্বালা, স্বল্প রক্তবর্ণ প্রস্রাব, ওলাউঠায় প্রস্রাব বন্ধ।

১৭।—ক্যালেণ্ডুলা—ইহা প্রধানতঃ বাহ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে। ঘা—তা যে প্রকারেরই হউক না কেন অর্থাৎ কাটিয়া গিয়াই হউক অথবা অস্ত্রক্রিয়ার পরেই হউক, ক্যালেণ্ডুলা প্রয়োগে পূঁজ না জন্মিয়া অচিরাৎ আরোগ্য হইয়া যায়। কোন স্থান কাটিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ ক্যালেণ্ডুলা লোশন প্রয়োগ করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়, বেদনা উপশম হয়, পূঁজ না হইয়া সত্বরেই শুকাইয়া যায়। ৪ ভাগ জলের সহিত এক ভাগ ক্যালেণ্ডুলা মিশাইয়া লোশন প্রস্তুত করিতে হয়। ঘায়ের পক্ষে ইহার মলমও উৎকৃষ্ট।

১৮।—ক্যাম্ফার—সর্দ্দির প্রথমাবস্থায়; ওলাউঠা; কোন কারণে মূর্চ্ছা; হিষ্টিরিয়ার মূর্চ্ছা; হঠাৎ স্নায়বিক দুর্ব্বলতা। ওলাউঠা রোগের প্রথম সূত্রপাত মাত্রেই ৫ফোটা করিয়া এই ঔষধ চিনির উপর দিয়া প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর সেবনীয়। মূর্চ্ছার সময় ইহার আঘ্রাণ প্রয়োগ করিলে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। কর্পূর সমস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুণ নষ্ট করে, তজ্জন্য ইহা পৃথক স্থানে রাখিবে। কোন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অতি মাত্রায় সেবন বশতঃ কষ্ট হইলে কর্পূরের আরক খাওয়াইলে তাহার ক্রিয়া নষ্ট হয়।

১৯।—কুপ্রাম—স্নায়ু-বিধানের পীড়া যথা আক্ষেপ, মাথাধরা, মৃগী; ওলাউঠার খাল ধরা ও বমন; হুপিং কাসী; অসহ্য পেট বেদনা, তৎসহ দৌর্ব্বল্য ও মুখ কালিমা বর্ণ।

২০।—চায়না—রক্তস্রাব, পুরাতন উদরাময়, অধিক পুঁজস্রাব, অতিশয় ইন্দ্রিয় সেবা, অধিক দিন সন্তানকে স্তন দান প্রভৃতি দুর্ব্বলকারী কারণ বশতঃ পীড়া ও দৌর্ব্বল্য। সবিরাম জ্বর, পালা জ্বর; প্রচুর ঘর্ম্ম; উদরাময়, গ্রীষ্মকালের, মল জলবৎ, হরিদ্রাবর্ণ, কখন বা অজীর্ণ পদার্থ যুক্ত; অক্ষুধা; পেটফাঁপা; কামলা; প্লীহা; স্বপ্ন দোষ বিশেষতঃ যাহাদের ইন্দ্রিয়-দোষ আছে।

২১।—জেলসিমিনাম—ইহার ক্রিয়া একোনাইট ও বেলেডনার মাঝামঝি। স্নায়ুরোগ—পক্ষাঘাত, শীত নাই কিন্তু কম্প, ঘুংরি যখন একোনাইটে কোন উপকার হয় না, শিশুদিগের

অনিদ্রা। স্বল্পবিরাম জ্বর ; দৃষ্টির দুর্ব্বলতা ; মাথাঘোরা ; দন্তোদ্গমকালে শিশুদিগের রোগ ; রাত্রিতে বিছানায় মূত্রত্যাগ।

২২।—ড্রসেরা—হুপিংকাসী, তৎসহ শ্বাসরোধক লক্ষণ, বমন কিম্বা নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, ইপিকা ও বেলেডনা ব্যবহারের পরে ; আক্ষেপিক কাসী, গলমধ্যে শুড় শুড়ি বোধ, বমন বা সাঁই সাঁই শব্দ, ও শ্বাস বোধ অনুভব।

২৩।—ডক্কামারা—সর্দ্দি, আমসহ উদরাময়, ইত্যাদি—সমস্তই আর্দ্র স্থানে থাকিয়া বা জলে ভিজিয়া। ভিজার পরেই ডক্কামারা সেবন করিলে সর্দ্দি প্রভৃতি হইতে পারে না।

২৪।—নক্সভমিকা—পরিপাক সম্বন্ধীয় দোষ যথা কোষ্ঠবদ্ধ (বারম্বার বেগ হয় কিন্তু খোলসা হয় না), মুখ দিয়া জল উঠা, বুক জ্বালা, পেটফাঁপা ; মাথাধরা, তৎসহ মাথা ঘোরা, কোষ্ঠবদ্ধ ও অন্যান্য পাকাশয় দোষ ; অপরিপাক, তৎসহ গা বমি বমি ও বমন, মাথা ধরা ; মাদক সেবন জনিত হস্ত পদের কম্পন ; যকৃতের পীড়া ; হাপানি ; শুষ্ক সর্দ্দি ; আক্ষেপ জনিত নানাবিধ বেদনা (প্রদাহ জনিত নহে)। যাহারা কেবল ঘরে বসিয়া বসিয়া কাজ করে, কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রম করে না কিন্তু যথেষ্ট মানসিক পরিশ্রম করে, চিন্তা করে, দুর্ভাবনা থাকে, রাত্রি জাগরণ করে, রোগীর সেবা শুশ্রূষা করে, আহারাদির অনিয়ম করে, মাদক সেবন ও ধূমপান করে। যাহাদের পেটের দোষ ও অর্শ আছে ; যকৃতের দোষ ও কোষ্ঠবদ্ধ আছে ; রোগ প্রাতঃ

কালে, আহারের পরে ও মানসিক চিন্তায় বৃদ্ধি হয় তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ উপকারী।

২৫।—পলসাটিলা—অজীর্ণ রোগ, জিহ্বা ক্লেদাবৃত, বিবমিষা ও পিত্ত, তিক্ত বা অম্ল পদার্থ বমন; ঘৃত পক্কাদি পদার্থ খাইয়া অজীর্ণ; উদরাময়, প্রধানতঃ রাত্রিতে বাহ্যে হয় হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগের উদরাময়ে উপকারী; সর্দ্দি কাসী; চক্ষুর পাতা জুড়িয়া থাকে; অঞ্জনি; সর্দ্দি-জনিত বা হামের পর বধিরতা; শিশুদিগের কাণ কামড়ানি ও কাণ দিয়া পূজ পড়া; বাত, বেদনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নড়িয়া বেড়ায়; স্ত্রীরোগ সমুহ যথা—ঋতু সম্বন্ধীয় পীড়া, শ্বেতপ্রদর, প্রসব বেদনার গোলমাল, প্রসবান্তে ফুল পড়িতে বিলম্ব, প্রবল ভেদালিরয় ব্যথা, প্রসবান্তিক ক্লেদস্রাব বন্ধ, স্তনে দুধ না হওয়া, ইত্যাদি। অণ্ডকোষ ফুলা এবং পুরুষ জনেনন্দ্রিয়ের অন্যান্য রোগ। প্রধানতঃ ইহা স্ত্রীলোক ও মৃদু প্রকৃতি পুরুষদিগের পক্ষে উপযোগী।

২৬।—পডফিলাম—উদরাময়; হারিস; যকৃতের পীড়া।

২৭।—ফসফরস—ফুসফুস প্রদাহ; স্বরভঙ্গ; শুষ্ককাসী ও তৎসহ রক্ত উঠে; যক্ষ্মাকাশ; পুরাতন উদরাময় ও ঘুসঘুসে জ্বর; কামলা; বিকার জ্বর; শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা—বিশেষতঃ অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-সেবন বশতঃ।

২৫।—বেলেডনা—প্রদাহ-জনিত রোগে ইহা একোনাইটের সহকারী। কোন স্থানে প্রদাহ, উজ্জ্বল আরক্ততা, বেদনা, আলোক ও শব্দ অসহ্য, ইত্যাদি। একোনাইটের সহিত বা পরে ইহা ব্যবহৃত হয়—চক্ষুপ্রদাহ, গলায় বেদনা, দন্ত বেদনা, মস্তকে রক্তাধিক্যতা, আক্ষেপ, প্রলাপ, ইত্যাদি। মস্তিষ্ক ও স্নায়ু রোগ; প্রবল মাথাধরা, বিশেষতঃ কপালে, তৎসহ দপদপানি, নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি।

২৬।—ব্রাইওনিয়া—ফুসফুস প্রদাহ; পার্শ্ব বেদনা; শুষ্ককাসী; বক্ষমধ্যে সূচবিদ্ধবৎ বেদনা; যকৃত ও অন্ত্রের পীড়া; সন্ধির বাতবেদনা নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি; কামলা। পরিপাক রোগ সম্বন্ধীয় প্রধান লক্ষণ :—মুখ দিয়া জল উঠা, তিক্ত বা অম্ল উদ্গার, পাকাশয় প্রদেশে যেন পাথর চাপান রহিয়াছে এইরূপ বোধ, কোষ্ঠবদ্ধ, মল কঠিন ও শুষ্ক।

২৭।—ভিরাট্রম-এল্বম—ওলাউঠা, হঠাৎ প্রবল ভেদ বমন; উদরাময় যখন ভেদ হইতে হইতে বমন আরম্ভ হয়; হাত পায়ে খাল ধরে; সর্ব্বাঙ্গে শীতল ঘর্ম্ম; কাল বমন; গর্ভাবস্থায় বমন।

২৮।—ভিরাট্রম-ভিরাইড—জ্বর, তৎসহ প্রবল মাথাধরা ও মস্তিষ্ক লক্ষণ, দ্রুত নাড়ী ও বমনেচ্ছা; শিশুদিগের স্বল্প-বিরাম-জ্বর; হাম প্রভৃতির প্রারম্ভাবস্থা; মস্তকে রক্তাধিক্যতা; ফুসফুস-প্রদাহ।

৪৯।—মার্কুরিয়াস—মার্কুরিয়াস অনেক প্রকার আছে। নিম্নে দুইটীর বর্ণনা দেওয়া গেল ঃ—(ক) মার্কুরিয়াস সলুবিলিস—গ্রন্থির স্ফীতি ও কখন কখন পুঁজ হওয়া; গলক্ষত, তৎসহ মুখে বেদনা, গিলিতে কষ্ট; মুখ দিয়া প্রচুর লালা নিঃসরণ ও দুর্গন্ধ; মুখক্ষত; মুখের গলিত ক্ষত; দাঁতের গোড়া ফুলা ও পাকিয়া পুঁজ হওয়া; দন্ত বেদনা—দাঁতে পোকা লাগিয়া; কামলা, গাত্র ও চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ; চোক উঠা; চক্ষুর পাতা জোড়া লাগা; কাণ হইতে পুঁজ পড়া ও বধিরতা; উদরাময়, মল আমযুক্ত, সবুজ, কাদার মত বা নানা বর্ণের, দুর্গন্ধ; শিশুদিগের উদরাময়; যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয় না যথা,—পিত্ত-নিঃসরণ ভাল হয় না, মল কঠিন, দুর্গন্ধ ও শাদাটে, দক্ষিণ পার্শ্বে বেদনা বোধ, ক্ষুধামান্দ্য, মন বিমর্ষ; কৃমি; উপদংশ ক্ষত; বাগী; প্রমেহ।

(খ) মার্কুরিয়াস করোসাইভাস—রক্তামাশয়, অত্যন্ত বেগ, পেটে বেদনা; উপদংশ বিষ জনিত চোক উঠা।

৫০।—রসটক্স—ইহা প্রধানতঃ বাত ও চর্ম্ম রোগে ব্যবহৃত হয়। বাত পুরাতন, বিশ্রামে ও প্রথম নড়িতে চড়িতে কষ্ট বোধ হয় কিন্তু কিয়ৎক্ষণ নড়িতে চড়িতে থাকিলে উপশম বোধ হয়; পক্ষাঘাত; পানিবসন্ত; দদ্রু; ফোস্কা জাতীয় চর্ম্ম রোগ; কাউর; রাত্রিকালীন জ্বর;

গ্রন্থির, স্ফীতি। বাহ্য প্রয়োগ—মচকান, সন্ধিতে চোট-লাগা ইত্যাদি আভিঘাতিক রোগে ইহার বাহ্য প্রয়োগ হয়।

৩১।—লাইকোপোডিয়াম—পরিপাক যন্ত্রের দৌর্ব্বল্য; পেট ফাঁপা; মুখ দিয়া জল উঠে; পেট নানাবিধ শব্দে ডাকে; কোষ্ঠবদ্ধ; পাথরি; গ্রন্থির স্ফীতি; বাতের পীড়া; চুল উঠিয়া যাওয়া; ক্ষত।

৩২।—সাইলিসিয়া—ক্ষত; মাড়ীতে স্ফোটক; গ্রন্থির স্ফীতি; অস্থি সম্বন্ধীয় রোগ; দদ্রু; আঙ্গুলহাড়া; কড়া; হাত পায়ের ঘর্ম্ম; শ্বেতপ্রদর; নালী ঘা; পুঁজ নিঃসরণ করিয়া দেয় ও ঘা শুকাইতে সাহায্য করে। ইহা পুরাতন রোগেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়।

৩৩।—সলফার—চর্ম্মের উপরেই ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া। সর্ব্বপ্রকার চর্ম্ম রোগেই ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে, বিশেষতঃ চুলকনা পাচড়া, চুলকাইলে আরাম বোধ হয় ও উষ্ণতায় চুলকনা বৃদ্ধি হয়; স্ফোটক আরোগ্য করে এবং হওয়া নিবারণ করে; আঙ্গুলহাড়া; পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ; অর্শ; মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা; মলদ্বারে চুলকানি ও জ্বালা; ক্রিমি। কোন রোগ চিকিৎসায় উপকার দর্শিতেছে না দেখিলে মধ্যে মধ্যে এই ঔষধ দুই এক মাত্রা প্রয়োগ করিলে ঔষধের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে। ওপিয়ামেরও কতকটা এইরূপ ক্ষমতা আছে।

৩৪।—স্পঞ্জিয়া—ঘুংরি কাশীর প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ বা একোনাইটের সহিত পর্য্যায়ক্রমে বিশেষ ফল-দায়ক। এতদ্ব্যতীত শুষ্ককাশী, রাত্রিতে বৃদ্ধি; স্বর-ভঙ্গ তৎসহ শুষ্ক কাশী; গলগণ্ড; অণ্ডকোষ বৃদ্ধি ও কাঠিন্য।

৩৫।—সিনা—ক্রিমিনাশক। লক্ষণ—নাক চুলকান, দাঁত কিড়মিড় করা, রাক্ষসী ক্ষুধা পর্য্যায়ক্রমে অক্ষুধা, পেটের পীড়া, ক্রিমি বাহির হয় ও গুহ দ্বার চুলকায়, শয্যায় মূত্র-ত্যাগ, পেট বেদনা।

৩৬।—সিমিসিফুগা—বাতের পীড়া প্রধানতঃ বাম পার্শ্বের, বিশেষতঃ যদি তৎসঙ্গে জরায়ুর কোন পীড়া থাকে; কটিদেশে বেদনা; মাথাধরা; হৃৎকম্পন; স্বল্পরজঃ, রজঃ-শূল ও অতিরিক্ত রজঃস্রাব; গর্ভাবস্থার পীড়া; বৃদ্ধাব-স্থায় ঋতু বন্ধ হইবার সময়ের পীড়া।

৩৭।—হেপার সলফার—ইহা ক্যালকেরিয়া ও সলফার উভয় মিশ্রণে প্রস্তুত, তজ্জন্য ক্যালকেরিয়ার ন্যায় গ্রন্থি সমূহের উপর এবং সলফারের ন্যায় চর্ম্মের উপর ইহার ক্রিয়া আছে। শ্বাসপথের প্রদাহ-জনিত পীড়াসকল, যথা, ঘুংরি কাসী, স্বরভঙ্গ, ঘড় ঘড় করিয়া শ্বাস ক্রিয়া। যক্ষা কাশ; গ্রন্থিতে পুঁজ; স্ফোটক ও বিদ্রধি; পারদ অপ-ব্যবহার-জনিত রোগ।

৩৮।—হামামেলিস—শিরা হইতে রক্তস্রাব; রক্তস্রাবী অর্শ।

শরীরের নানা স্থানে রক্তস্রাব-প্রবণতা; ওভারিয়ম পীড়া বশতঃ রজঃশূল; কালশিরা।

বাহ্য প্রয়োগ—যাহাদের পক্ষে আর্নিকা সহ্য হয় না তাহাদের পক্ষে হ্যামামেলিস উপকারী। অর্শের রক্ত-স্রাব বন্ধ করিতে ৪ ভাগ জলের সহিত এক ভাগ এই ঔষধ মিশাইয়া প্রয়োগ করিতে হয়।

সমাপ্ত।

নির্ঘণ্ট।

নিম্নলিখিত সংখ্যাসকল পত্রের সংখ্যা।

ধ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম